পরম শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে
প্রেমোপহার —

শাক্ত পদাবলী

[চয়ন]

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

সম্পাদিত

১৯৪২

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত

উৎসর্গ

ভারতমাতার

মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান

পরম শ্রদ্ধেয়

ডাঃ শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের করকমলে

প্রীতি ও শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ

এই

'শাক্ত পদাবলী'

সমর্পিত

হইল

বিষয়-সূচী

গানের সূচী

(বর্ণানুক্রমিক)

* এই গানটির নীচে ভুলক্রমে 'অজ্ঞাত' কথাটি ছাপা হইয়াছে।

ভূমিকা

মন ও ইন্দ্রিয় নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা করিতে পারে না। তাই নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনার বিষয়ীভূত নহেন। সগুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা হইয়া থাকে। বেদান্তসারে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে, সগুণ ব্রহ্ম-বিষয়ক যে মানস-ব্যাপার, তাহারই নাম উপাসনা। বাঙ্গালীর এই মানস-ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করিলে বলিতে হয়, কালী ও কৃষ্ণ সেখানে প্রায় সর্ব্বব্যাপক হইয়া বিরাজ করিতেছেন। "কলৌ কালী কলৌ কৃষ্ণঃ কলৌ গোপাল-কালিকা"।—তন্ত্রের এ নির্দ্দেশ বাঙ্গালার হিন্দু যেমন নিবিষ্ট মনে মানিয়া লইয়াছে, ভারতের আর কোন প্রদেশের হিন্দু তেমন পারে নাই।

কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর কৃষ্ণ-প্রীতি বা কৃষ্ণ-ভক্তির পরিচয় প্রদান-প্রসঙ্গে তাঁহার 'কৃষ্ণ-চরিত্র' পুস্তকের একস্থানে লিখিয়াছেন—"সকল মুখে কৃষ্ণনাম। কাহারও গায়ে দিবার বস্ত্রে কৃষ্ণনামাবলি, কাহারও গায়ে কৃষ্ণনামের ছাপ। কেহ কৃষ্ণনাম না করিয়া কোথাও যাত্রা করেন না; কেহ কৃষ্ণনাম না লিখিয়া কোন পত্র বা কোন লেখাপড়া করেন না।··· বনের পাখী পুষিলে তাহাকে

'রাধে কৃষ্ণ' শিখাই। কৃষ্ণ এদেশে সর্ব্বব্যাপক।"—বঙ্কিমবাবুর এ বিবৃতি অবশ্য অসত্য নহে, কিন্তু এই সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহার ঐ উক্তির মধ্যে যে যে স্থানে 'কৃষ্ণ' শব্দ আছে, সেই সকল স্থানে যদি 'দুর্গা' বা 'কালী' শব্দ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলেও কিছুমাত্র অসঙ্গত হয় না। কৃষ্ণ-পূজার প্রচার ও প্রভাব বাঙ্গালা দেশে যেমন, বাঙ্গালার বাহিরে অন্য কোথাও যে তেমন নাই, তাহা নহে। মথুরা ও বৃন্দাবনকে অনেকে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-নিকেতন মনে করে। উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ অঞ্চলের নানা স্থানেও বঙ্গদেশের অনুরূপ কৃষ্ণোপাসনার ব্যাপ্তি দেখা যায়। এদেশের মতন জন্মাষ্টমী, ঝুলন, রাস ও দোলযাত্রা অন্য অনেক দেশেও হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ষে বর্ষে দুর্গোৎসব করিয়া বাঙ্গালার হিন্দুর মতন জীবন সার্থক করিতে আর কোনও জাতিকে দেখা যায় না। শ্যামা ও জগদ্ধাত্রীর মূর্ত্তি গড়িয়া যে পূজা আমরা প্রতি বৎসর করিয়া থাকি, তাহার প্রবর্ত্তকও বাঙ্গালী সাধক। মহাশক্তির এ-ভাবে আরাধনার আয়োজন ও অনুষ্ঠান অপর কোনও জাতি করিতে জানে না। কাজেই বলিতে হয়, শ্রীভগবানকে মাতৃভাবে সাজাইয়া মাতৃভাবাসক্তির পরম পরিতৃপ্তি বাঙ্গালী যেমন লাভ করিয়াছে, তেমন তৃপ্তি-লাভ ভারতবর্ষের আর কোনও প্রদেশের কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। বাঙ্গালীর মতন 'মা' বলিয়া ডাকিতে পৃথিবীর আর কোনও জাতি পারে নাই—বুঝি বা

পারিবেও না। মাকে মেয়ে সাজাইয়া যে-সব খেলা এদেশের ভক্ত ও সাধকেরা খেলিয়াছে, তাহার নিদর্শনও অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। তাই আগমনী ও বিজয়ার গান কেবল বাঙ্গালীই রচনা করিতে পারিয়াছে; আর কোনও জাতি পারে নাই। বাঙ্গালা ভাষার ইহা এক অমূল্য সম্পদ্‌। শুধু আগমনী ও বিজয়া কেন?—রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতির রচিত অন্য প্রকার শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীত ও ভাবের গৌরবে ও গঠনের সৌন্দর্য্যে বাঙ্গালা ভাষার এক অপূর্ব্ব এবং অনুপম সামগ্রী। বৈষ্ণব সঙ্গীতের ন্যায় ইহাও বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা অংশ সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর একবার বলিয়াছিলেন—"আধুনিক সাধু শব্দবহুল সাহিত্যের পোনের আনা লুপ্ত হইলে আমরা সবিশেষ দুঃখিত হইব না; কিন্তু চণ্ডীদাসের অথবা রামপ্রসাদের গানের যদি কেহ সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসন ব্যবস্থা করিতে চাহেন আমরা ক্ষমতা পাইলে তাঁহাকে তুষানলে পোড়াইয়া মারিব।"

বৈষ্ণব সঙ্গীত-সাহিত্যে চণ্ডীদাসের যে আসন, শাক্ত-সঙ্গীত-সাহিত্যে রামপ্রসাদেরও ঠিক সেই আসন। শাক্ত-সঙ্গীতের সূত্রপাত এদেশে কবে হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করা অবশ্য কঠিন। তবে রামপ্রসাদই যে এ ক্ষেত্রে সর্ব্বাগ্রগণ্য, সে বিষয়ে সংশয় নাই। চণ্ডীদাস শক্তিসেবক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার রচিত কোনও শক্তি-বিষয়ক গান দেখিতে পাওয়া যায় না। বিদ্যাপতিও ছিলেন শাক্ত। তাঁহার সম্বন্ধে

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত "শারদীয় সাহিত্য" নামক পুস্তকের একস্থানে আছে—"তাঁহার রচিত শিব ও শক্তি-বিষয়ক কয়েকটি পদ আছে, মিথিলায় তাহা সচরাচর গীত হইয়া থাকে ; সে পদের নাম 'নাচাড়ী'। কিন্তু বিদ্যাপতি রচিত রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলীর তুলনায় তাঁহার 'নাচাড়ী' গীত সংখ্যায় অতীব অল্প এবং কবিত্বেও নিকৃষ্ট।"—যদিও বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থলেই বিদ্যাপতি-প্রণীত 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী'র মতে দুর্গোৎসব এখনও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহার ঐ সকল গান আমরা দেখি নাই এবং বঙ্গদেশে তাহার প্রচলনও নাই। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর অনেক স্থলে চণ্ডী-স্তব আছে, কিন্তু সেগুলিকে কোনক্রমে গান বলা চলে না। এ বিষয়ে প্রথম বাঙ্গালা গান কে রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে না পারিলেও, এ কথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, শ্যামা মাকে ডাকিবার ভাব, ভাষা ও স্থরের জন্য রামপ্রসাদের নিকট আমরা যতটা ঋণী, তত আর কাহারও নিকট নহে। 'প্রসাদী স্থর' রামপ্রসাদের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। মাতৃভাবাসক্তি প্রকাশের এমন মন-মাতানো শক্তি আর কোনও সঙ্গীতে আছে কিনা, জানি না। কথিত আছে, নবাব সিরাজদ্দৌল্লা এক সময় দূর হইতে তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিকটে আনাইয়া গান করিতে বলেন। রামপ্রসাদ নবাবের প্রীতিকর হইবে ভাবিয়া হিন্দী খেয়াল গাহিতে আরম্ভ করিলে নবাব

তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিয়াছিলেন—'না, না, ও গান নয়; পূর্ব্বে 'কালী কালী' শব্দে যেমন গাহিতেছিলে, তেমনি গান গাও।' বাস্তবিক বাঙ্গালীর রস-কীর্ত্তনের ন্যায় ইহাতেও এক বৈশিষ্ট্য আছে। যেন বাঙ্গালীর কণ্ঠ ও ভাবার্দ্রতা ভিন্ন ইহা গান করা সম্ভবপর নহে।

রামপ্রসাদই বোধ হয় বাঙ্গালার প্রথম ও প্রধান কবি ও সাধক, যিনি বঙ্গসাহিত্যে শ্যাম ও শ্যামার সমন্বয় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তকের একস্থানে লিখিয়াছেন—"রামপ্রসাদ বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন"। কিন্তু "কালী, হলি মা রাসবিহারী—নটবর বেশে বৃন্দাবনে," "ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম—সকল আমার এলোকেশী" প্রভৃতি সুমধুর সমন্বয়ের গান যিনি রচিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে 'বৈষ্ণব-বিদ্বেষী' বলিলে অন্যায় ও অসঙ্গত হয়। কোনও কিছুর বহিরঙ্গের ব্যাপার লইয়া রঙ্গ-ব্যঙ্গ করিলে তাহাকে বিদ্বেষ বলে না।

যাহা হউক, পরে ঐ ভাব-সমন্বয় ধরিয়া সাধক কমলাকান্ত গান করিয়া গিয়াছেন—

> "জান না রে মন, পরমকারণ,
> কালী কেবল মেয়ে নয়
> সে যে মেঘেরই বরণ করিয়ে ধারণ,
> কখন কখন পুরুষ হয়।"

এই পরম কারণটা যে কি ও কেমন, তাহা বুঝিতে না পারিলে শ্যাম-শ্যামার রূপ-বর্ণনা, ভেদ ও সাম্যভাব ঠিকমত উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর নহে। সংক্ষেপে বুঝাইতে গেলে বলিতে হয় যে, জগন্মাতৃত্ব এবং জগৎপিতৃত্ব এই উভয় শক্তি-সমন্বিত স্বপ্রকাশ চৈতন্য-সমুদ্রের মর্ম্মই পরম কারণ। যখন পিতৃত্ব-শক্তির মধ্য দিয়া সেই স্বপ্রকাশ পদার্থ লক্ষিত হন, তখন তাঁহাকে জগৎপিতা পরমেশ্বর এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। আর কেবল মাতৃত্বের আশ্রয় লইয়া যখন সেই চিন্ময় সমুদ্রের দিকে লক্ষ্য করা হয়, তখন তাঁহাকে জগন্মাতা বা পরমেশ্বরী বলা হয়,—কালী, দুর্গা, তারা প্রভৃতিও তাঁহারই নাম। ইহা আমাদের মন-গড়া কথা নহে। আর্য্যশাস্ত্রের সর্ব্বত্রই এই তত্ত্ব-নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা বলেন, তন্ত্রশাস্ত্র বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধী, তাঁহারা অজ্ঞতা-বশতঃই উহা বলিয়া থাকেন। স্মরণ রাখিতে হইবে,—'সর্ব্বেষাং কৃষ্ণমন্ত্রাণাং দুর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবতা'—এই তন্ত্র-নির্দ্দেশই প্রত্যেক বৈষ্ণব আচার্য্য-কর্ত্তৃক দীক্ষাদান-কালে উপদিষ্ট হইয়া থাকে। তন্ত্রশাস্ত্রে ভেদ-জ্ঞানের খুবই নিন্দা আছে। রূপভেদ, নামভেদ, মন্ত্রভেদ প্রভৃতি কেবল উপাসকগণেরই সুবিধার জন্য। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"—ইহা তন্ত্রেরই কথা।

ভগবান্ বাক্য-মনের অগোচর (অবাঙ্‌মনসগোচরম্); অথচ তিনি রসস্বরূপ—"রসো বৈ সঃ"। এই রসস্বরূপ আনন্দ-

স্বরূপ পরমেশ্বর কেবলমাত্র আত্ম-অনুভূতির যোগ্য। তাঁহার এই আনন্দ-স্বরূপকে উপাসনার বিষয়ীভূত করিলে তবে ঐ আনন্দ আমাদের বাক্যমনোবুদ্ধির গোচর হইয়া থাকে। এই উপাসনার মূল ভিত্তি সাধকের হৃদ্‌গত ভাব। অর্থাৎ সাধকের ভাব-রসের দ্বারা, ভক্তি ও আসক্তির প্রলেপের দ্বারা তিনি আকারিত হন। তিনি রসের মূর্ত্তি—ভাবের ঠাকুর। সাধক-শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—"সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে"! এই ভাব জিনিষটা কি?—যাহার সাহায্যে ভগবানের সহিত মমত্বের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহাই ভাব। ভাব বলে, তুমি বিশ্বের হইলেও আমার একান্ত আপনার জন—আমার নিজস্ব নিধি। পরমহংসদেবও বলিতেন—"ভাব কি জান? তাঁর (ঈশ্বরের) সঙ্গে একটা সম্বন্ধ রাখা—এর নাম"।—এই সম্বন্ধ-আরোপই আবার ভক্তি-সাধনের প্রথম কথা। যে নাম ও রূপ লইয়া ভক্তিশাস্ত্রের উন্মেষ, সেই নাম ও রূপ ঐ ভাবের বেদীর উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই সব বুঝিতে না পারিলে হিন্দুর দেবদেবীর উপাসনা-তত্ত্ব বুঝা যাইবে না, উৎসব-আনন্দের মর্ম্মও বুঝা যাইবে না, আর আমাদের বৈষ্ণব পদাবলী ও অধিকাংশ শাক্ত সঙ্গীতের রস-উপলব্ধিও সম্ভবপর হইবে না। মনে রাখিতে হইবে, ভাব ও ভক্তিই ঐ কয়টি পদার্থের প্রাণ, এবং উহাদেরই প্রভাবে আমাদের জাতীয় চরিত্র গঠিত হইয়াছে।

ব্রহ্মকে মাতৃরূপে উপাসনার ভিতর যে ভাব আছে, তাঁহা যাঁহারা জানেন না, বাঙ্গালীর সাধন-কাণ্ডের কোনও সংবাদ না রাখিয়া যাঁহারা খ্রীষ্টান পণ্ডিতগণের গবেষণানুসারে দুর্গা কালী শিবপূজা প্রভৃতিকে অসভ্য বর্ব্বর অনার্য্য জাতিদিগের ভূত-পূজার আকারান্তর মাত্র মনে করেন, শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীতে তাঁহারা কোনও রস বা কবিত্ব দেখিতে পাইবেন কিনা সন্দেহের বিষয়। তবে ভরসার কথা এই যে, পুরুষানুক্রমে আমরা মা বলিয়া আসিতেছি, সে পৈতামহ সংস্কার (Heredity) আমাদের প্রকৃতির সহিত গাঁথা আছে,—তাহা তো ছাড়িবার নহে। মনে পড়ে, বঙ্কিমচন্দ্র একবার লিখিয়াছিলেন—"একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম। প্রদোষকাল—প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষ বীচি-বিক্ষেপশালিনী—মৃদু পবন-হিল্লোলে তরঙ্গ-ভঙ্গ-চঞ্চল চন্দ্রকর-মালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারাণ্ডায় বসিয়াছিলাম, তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদু রব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি। কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তি সাধন করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না; ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস, ভবভূতিও অনেক দূরে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র—তাহাতেও তৃপ্তি

হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে সঙ্গীত-ধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গাহিতেছে—

"সাধো আছে মা মনে,
দুর্গা ব'লে প্রাণ ত্যজিব
জাহ্নবী-জীবনে"।

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—ঐ জাহ্নবী-জীবনে দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ, সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল" —বাস্তবিক বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর প্রাণের সুর, মনের আশা, হৃদয়ের ভাব শুনিতে হইলে শাক্ত সঙ্গীতের মত আর কিছু আছে কিনা জানি'না। মা-গঙ্গার পলিমাটি স্তরে স্তরে সাজাইয়া বাঙ্গালাদেশ হইয়াছে; যেন মাতৃস্নেহ স্তর-বিন্যস্ত হইয়া এই দেশকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। সেই মায়ের গড়া দেশে মায়ের ছেলেরা যুগে যুগে সাধনার প্রভাবে মাতৃনাম কত রকমে উচ্চারণ করিয়াছে, মায়ের লীলা কেমন অনন্ত মাধুরী মাখাইয়া প্রচার করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাঙ্গালার পাঠকবর্গকে সেই অনির্ব্বচনীয় মাধুরী-মাখা গানের কথঞ্চিৎ পরিচয়-প্রদান-উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল।

বৈষ্ণব সঙ্গীতের সঙ্কলন বা সঞ্চয়ন গ্রন্থ এদেশে অনেক কাল হইতে অনেকেই রচনা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু শাক্ত সঙ্গীতকে ভাব-হিসাবে শ্রেণী-বিভাগে সাজাইয়া কোনও গ্রন্থ-প্রকাশের চেষ্টা এ পর্য্যন্ত কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। এ গ্রন্থখানি সেইরূপ চেষ্টারই ফল ইহার আগমনী ও বিজয়ার গানগুলি ঘটনার পারম্পর্য্য-অনুসারে সাজানো হইয়াছে। পর্য্যায়ক্রমে সে সব গান পড়িয়া গেলে পাঠক কতকটা নাটকীয় রস উপভোগ করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীত আমাদের ভাষা-ভাণ্ডারে যে কত আছে, তাহা ঠিক করিয়া বলা অসাধ্য ব্যাপার। আমি যাহা পাইয়াছি, তাহার সংখ্যা সাড়ে তিন হাজারেরও কিছু বেশী হইবে। এ সমস্ত গান যাঁহারা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নাম জানিতে না পারিলেও অধিকাংশেরই জানিয়াছি। সে নামের সংখ্যাও প্রায় দেড় শত হইবে। ইহারা সকলেই পরলোকগত। কোনও জীবিত ব্যক্তির গান এ গ্রন্থে নাই। বাছিয়া বাছিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ২৯৮টি গান ইহাতে দিয়াছি। তন্মধ্যে ১৩টি গানের রচয়িতা কে, জানিতে পারি নাই। অবশিষ্ট সঙ্গীতগুলি ১০৮ জনের রচনা। তাঁহাদের নাম এই গ্রন্থের গানের সূচীপত্রে, সঙ্গীতের সঙ্গে এবং পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে। এই সঙ্গীত-নির্ব্বাচনে দোষ-ত্রুটি থাকিতে পারে, এ নির্ব্বাচন যে সকলের ভাল লাগিবে, এমনও

আশা করি না। তবে নির্ব্বাচন যাহাতে ভাল হয়, সে-পক্ষে যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই।

এই গ্রন্থ সম্পাদন-কালে আমার সোদরপ্রতিম সুহৃদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নানারূপ সুপরামর্শ দিয়া আমার উপকার করিয়াছেন। কিন্তু এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম না। কারণ, তাঁহার সহিত আমার যে প্রীতির সম্বন্ধ, তাহাতে ধন্যবাদ দেওয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা শোভন হইবে বলিয়া মনে করি না। ইতি—

দশহরা
৮ই আষাঢ়, ১৩৪৯
কলিকাতা

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

বাল্যলীলা

শাক্ত পদাবলী

বাল্যলীলা

১

আমার উমা সামান্য মেয়ে নয়।
গিরি, তোমারি কুমারী—তা নয়, তা নয়॥
স্বপ্নে যা দেখিছি গিরি, কহিতে মনে বাসি ভয়।
ওহে কার চতুর্ম্মুখ, কার পঞ্চমুখ, উমা তাঁদের মস্তকে রয়॥
রাজরাজেশ্বরী হয়ে হাস্য বদনে কথা কয়।
ওকে গরুড়-বাহন কালো বরণ, যোড় হাতেতে করে বিনয়॥
প্রসাদ ভণে, মুনিগণে যোগ ধ্যানে যাঁরে না পায়।
তুমি গিরি ধন্য! হেন কন্যা পেয়েছ কি পুণ্য উদয়॥

রামপ্রসাদ সেন

২

গিরিবর, আর আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্যপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা, ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে?
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি,
যেতে চায় না জানি কোথারে।
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে॥
উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর
গৌরীরে লইয়া কোলে করে।
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা, এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে॥
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে।

শ্রীরামপ্রসাদে কয়, কত পুণ্য পুঞ্জচয়,
জগতজননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা,
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে॥

রামপ্রসাদ সেন

৩

আর জাগাস্‌নে মা জয়া, অবোধ অভয়া,
কত করে' উমা এই ঘুমাল।
মা জাগিলে একবার, ঘুমপাড়ানো ভার—
মায়ের চঞ্চল স্বভাব আছে চিরকাল।

কাল উমা আমার এল সন্ধ্যাকালে,
কি জানি কিরূপে ছিল বিল্বমূলে,
বিল্বমূলে স্থিতি করিয়ে পার্ব্বতী
জাগিয়ে যামিনী পোহাল।

উপরোধ উমা এড়াতে না পেরে,
সারাদিন বেড়ায় প্রতি ঘরে ঘরে ;
সন্ধ্যা বেলা অবশ হল ঘুমের ঘোরে—
মায়ের মুখের পান মুখে রহিল।

উমার সঙ্গে জয়া যদি করবি খেলা,
খেলবি গো জয়া জাগিলে মঙ্গলা,
দ্বিজ রাধিকা বলে, উমা না জাগিলে,
জগতে কে জাগিবে বল।

রাধিকাপ্রসন্ন

৪

চঞ্চল চরণে চলে অচলনন্দিনী,
তরুণ অরুণ যেন চরণ দু'খানি।
জননীর হাত ধরা, হাঁটিছে সুধা অধরা,
আনন্দে অধীর ধরা, ধন্য ধন্য গণি ॥
অচিন্ত্যাব্যক্তরূপিণী, ভজ মন অনুমানি,
হিমালয়ের আলয়ে পরব্রহ্ম সনাতনী।
সব সখী সঙ্গে খেলে, কালী কালী কালী বলে,
কালিকে গিরিবালিকে হয়েছেন আপনি ॥

কালিদাস চট্টোপাধ্যায়

আগমনী

আগমনী

প্রথম স্তবক

৫

গিরি, গণেশ আমার শুভকারী।
নিলে তার নাম, পূর্ণ মনস্কাম,
সে আইলে—গৃহে আসেন শঙ্করী।
বিল্ববৃক্ষ-মূলে করিব বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন ;
ঘরে এলে চণ্ডী, শুনবো আমরা চণ্ডী,
আসবে কত দণ্ডী, যোগী, জটাধারী॥

অজ্ঞাত

৬

আমার মনে আছে এই বাসনা—
জামাতা সহিতে আনিয়ে ছুহিতে,
গিরিপুরে করবো শিব-স্থাপনা।

ঘর-জামাতা করে রাখবো কৃত্তিবাস,
গিরিপুরে করবো দ্বিতীয় কৈলাস।
হর-গৌরী চক্ষে হেরবো বার মাস,
বৎসরান্তে আনতে যেতে হবে না।
সপ্তমী, অষ্টমী, পরে নবমীতে মা যদি আসে,
হর আসবে দশমীতে।
বিল্বপত্র দিয়ে পূজবো ভোলানাথে,
ভুলে রবে ভোলা, যেতে চাইবে না॥

অজ্ঞাত

৭

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়—
এবার মায়-ঝিয়ে করব ঝগড়া, জামাই বলে মানব না॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না॥

রামপ্রসাদ সেন

৮

আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে !
গিরিরাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে ॥
এই এখনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথা গেল হে !
আধ আধ মা বলিয়ে বিধু বদনে ॥
মনের তিমির নাশি, উদয় হইল আসি,
বিতরে অমৃতরাশি সুললিত বচনে ।
অচেতনে পেয়ে নিধি, চেতনে হারালাম গিরি হে !
ধৈরয না ধরে মম জীবনে ॥
আর শুন অসম্ভব—চারিদিকে শিবা-রব হে !
তার মাঝে আমার উমা একাকিনী শ্মশানে ।
বল কি করিব আর, কে আনিবে সমাচার হে !
না জানি মোর গৌরী আছে কেমনে ॥
কমলাকান্তের বাণী, পুণ্যব্রতী গিরিরাণি গো,
যে রূপ হেরিলে তুমি অনায়াসে শয়নে ।
ও পদপঙ্কজ লাগি, শঙ্কর হৈয়েছে যোগী গো ।
হর হৃদি-মাঝে রাখে অতি যতনে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৯

কাল স্বপনে শঙ্করী-মুখ হেরি কি আনন্দ আমার।
হিমগিরি হে, জিনি অকলঙ্ক বিধু, বদন উমার॥
বসিয়ে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে ;
আধ আধ মা বলে বচন সুধাধার ;
জাগিয়ে না হেরি তারে, প্রাণ রাখা ভার।
গিরিরাজ, ভিখারি সে শূলপাণি, তাঁরে দিয়ে নন্দিনী,
আর না কখন মনে কর একবার।
কেমন কঠিন বল হৃদয় তোমার॥
কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শিখরমণি,
বিলম্ব না কর আর হে, গৌরী আনিবার।
দূরে যাবে সব দুঃখ, মনেরি আন্ধার, গিরিরাজ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

১০

গিরি, গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকালো॥

কহিছে শিখরী, কি করি অচল,
নাহি চলাচল, হলাম হে অচল,
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল,—
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালো ॥
দেখা দিয়ে কেন হেন মায়া তার !
মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার ।
আবার ভাবি গিরি, কি দোষ অভয়ার,
পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হ'লো ॥

দাশরথি রায়

১১

গিরি, কি সুধাও হে সমাচার ?
বলিতে সে স্বপন, না সরে বচন,
খেদে পোড়ে মন, বহে অশ্রুধার ।
নিশিতে যেমন, ভেবে উমাধন,
অনেক আয়াসে মুদেছি নয়ন,
অমনি স্বপনে করি দরশন—
শিয়রে বসিয়া যেন মা আমার ।

বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ,
হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরণ ;
হেরে তার আকার, চিনে উঠা ভার,
সে উমা আমার, উমা নাই হে আর।
উমা বসিয়া শিয়রে, কহিল কাতরে,
কত আর দয়া থাকিবে পাথরে,
ভিখারীর করে সমর্পণ ক'রে,
কেন তত্ত্ব ফিরে, লও না মা একবার॥

হরিশচন্দ্র মিত্র

১২

কুস্বপন দেখেছি গিরি, উমা আমার শ্মশানবাসী।
অসিত-বরণা উমা, মুখে অট্ট অট্ট হাসি।
এলোকেশী বিবসনা, উমা আমার শবাসনা,
ঘোরাননা ত্রিনয়না, ভালে শোভে বাল-শশী।
যোগিনীদল-সঙ্গিনী, ভ্রমিছে সিংহবাহিনী,
হেরিয়া রণ-রঙ্গিনী, মনে বড় ভয় বাসি !
উঠ হে, উঠ অচল, পরাণ হ'ল বিকল,
ত্বরায় কৈলাসে চল, আন উমা-সুধারাশি।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১৩

গিরি হে, তোমায় বিনয় করি আনিতে গৌরী,
যাও হে একবার কৈলাসপুরে।
শিবকে পূজবে বিল্বদলে, সচন্দন আর গঙ্গাজলে,
ভুলবে ভোলার মন।
অমনি সদয় হবেন সদানন্দ, আসতে দিবেন
হারা তারাধন।
এনো কার্ত্তিক গণপতি, লক্ষ্মী সরস্বতী, ভগবতী
এনো মস্তকে কোরে॥
জামাই যদি আসেন, এনো সমাদর কোরে।
শুনি পুরাণ চণ্ডীতে, পূর্ব্ব জন্মেতে উমা ছিল
দক্ষের মেয়ে, প্রসূতির মেয়ে,
শিব-নিন্দা শুনে, সেই অভিমানে,
প্রাণ ত্যজিলেন দক্ষালয়ে।
আমি সেইটে করি ভয়, ঝি-জামাই আনতে হয়,
এসো কৈলাসবাসীদের সব নিমন্ত্রণ কোরে।
নিশি সুপ্রভাতে, শুভ ষষ্ঠীতে শুভক্ষণ সময়—
কোরে সঙ্কল্প, ষষ্ঠীর কল্পনা, কোল্লেন হিমালয়॥
বলে পাষাণকে রাণী, সবিনয় বাণী,
আনতে যাও ঈশানী, মেয়ে দুঃখিনীর মেয়ে।

আমি দেখেছি স্বপন, যেন উমাধন
আশাপথ রয়েছেন চেয়ে ॥
আছে কন্যা-সন্তান যার, দেখতে হয়, আনতে হয়,
সদাই দয়ামায়া ভাবতে হয় হে অন্তরে।
কোরবো চণ্ডীর বোধন বিল্বমূলে।
দণ্ডিগণ পড়বে চণ্ডী, পাব চণ্ডী চণ্ডীর ফলে।
ঘটে চণ্ডী, পটে চণ্ডী, স্থানে স্থানে মঙ্গলচণ্ডী,
চণ্ডীর কল্যাণে।
পাব চণ্ডীর ফলাফল, হবে না বিফল,
আসবেন মঙ্গলচণ্ডী সুমঙ্গলে ॥
কন্যার মায়াছলে, ত্রিজগৎ ভোলে,
দেখলে আনন্দ হয়, নিরানন্দ যায়
সদানন্দের মন ভুলালে ॥
শিবের নয়নের তারা ত্রৈলোক্যতারা।
দুঃখ পাসরা ত্রিনয়নী শিব-মোহিনী,
গৌরীর আজ্ঞাকারী শিব,
নামে তরে জীব, ভবতারিণী ভবানী ॥
আমার এমন ঝি-জামাই, জন্মে জন্মে যেন পাই,
সদাই পূজা করি, আমার মানস অন্তরে ॥

রাম বসু

১৪

বল গিরি, এ দেহে কি প্রাণ রহে আর,
মঙ্গলার না পেয়ে মঙ্গল সমাচার।
দিবানিশি শোকে সারা, না হেরিয়া প্রাণ-তারা,
বৃথা এই আঁখি-তারা, সব অন্ধকার।
খেদে ভেদ হয় মর্ম্ম, মিছে করি গৃহে কর্ম্ম,
মিছে এ সংসার-ধর্ম্ম, সকলি অসার।
তুমি তো অচল পতি, বল কি হইবে গতি,
ভিক্ষা করে ভগবতী কুমারী আমার।
বাঁচি বল কার বলে, দুখানলে মন জ্বলে,
ডুবিল জলধি-জলে প্রাণের কুমার।
ত্রিজগতে নাহি অন্যে, একমাত্র সেই কন্যে,
না ভাব তাহার জন্যে তুমি একবার॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

১৫

ওহে গিরিরাজ, গৌরী অভিমান করেছে।
মনোদুঃখ নারদে কত না কয়েছে—
দেব দিগম্বরে সঁপিয়া আমারে, মা বুঝি নিতান্ত পাসরেছে॥

হরের বসন বাঘছাল, ভূষণ হাড়মাল, জটায়

কাল ফণী দুলিছে।

শিবের সম্বল ধুতুরারি ফল, কেবল তোমারি মন ভুলেছে॥

একে সতীনের জ্বালা, না সহে অবলা, যাতনা প্রাণে

কত সয়েছে।

তাহে সুরধুনী, স্বামী সোহাগিনী, সদা শঙ্করের শিরে রয়েছে॥

কমলাকান্তের নিবেদন ধর, এ কথা মোর মনে লৈয়েছে॥

তুমি শিখরমণি, তোমার নন্দিনী, ভিখারীর ভিখারিণী

হয়েছে॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

১৬

কৈলাস-সংবাদ শুনে, মরি হে পরাণে।

কি কব হে গিরিবর, যাও যাও, এস জেনে।

সুখে রাখিতে সংসার, উমা প্রতি দিয়া ভার,

সার করি' যোগাচার, শিব নাকি আছেন শ্মশানে।

যোগাচারী হেরে হরে, সকলেতে যোগ ক'রে,

শিবের বৈভব হ'রে ল'য়ে গেছে স্থানে স্থানে ;

(ঐ দেখ) শশী গগনমণ্ডলে, সুরধুনী ধরাতলে,

ফণিগণ গেছে পাতালে, অনল নিবিড় বনে।

শিবের স্বভাব দেখিয়ে, ভেবে ভেবে কালী হ'য়ে,
উমা আমার রাজার মেয়ে, পাগলিনী অভিমানে,
সেজে বিপরীত সাজ, বিরাজে ত্যজিয়ে লাজ,
কি শুনি দারুণ কাজ, মাতিয়াছে সুধাপানে ॥*

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

১৭

কবে যাবে বল গিরিরাজ, গৌরীরে আনিতে।
ব্যাকুল হৈয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে।
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, আনন্দে রোয়েছো ঘরে ;
কি আছে তব অন্তরে, না পারি বুঝিতে।
কামিনী করিল বিধি, তেঁই হে তোমারে সাধি,
নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে ॥
সতিনী সরলা নহে, স্বামী সে শ্মশানে রহে,
তুমি হে পাষাণ তাহে না কর মনেতে।
কমলাকান্তের বাণী; শুন হে শিখরমণি,
কেমনে সহিবে এত মায়ের প্রাণেতে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

---

* এই গানটিই যৎ-সামান্য পাঠান্তরিত আকারে শ্রীধর কথকের রচনা বলিয়া কোনও কোনও সঙ্গীত-পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৮

ওহে গিরি, কেমন কেমন কেমন করে প্রাণ।
এমন মেয়ে, কারে দিয়ে, হয়েছ পাষাণ॥
ননীর পুতলি তারা, রবিকরে হয় সারা ;
নিয়ত নয়নে ধারা, মলিন বয়ান।
ঘরেতে সতিনী-জ্বালা, সদা করে ঝালাপালা,
হ'য়ে উমা রাজবালা, কিসে পাবে ত্রাণ॥
শিরে সুর-তরঙ্গিনী, হ'য়ে শিব-সোহাগিনী,
করি কলকল ধ্বনি, করে অপমান।
সারাদিন ঘরে ঘরে, ভোলানাথ ভিক্ষা করে,
যথাকালে খায় হ'লে দিবা অবসান॥
তাহে কি উদর ভরে, পেটের জ্বালায় মরে,
সন্ধ্যাকালে ব'সে করে সিদ্ধিরস পান।
ভাল-মন্দ নাহি চায়, সুখ-দুখ ঠেলে পায়,
ধুতরার ফল খায়, অমৃত সমান॥
শ্রীফল পাইলে হায়, আর তারে কেবা পায়,
মহানন্দে নাচে গায়, বাজায়ে বিষাণ।
ভৈরব ভৈরবী পেয়ে, ফেরে সদা হেসে গেয়ে,
আছে কিনা ছেলেমেয়ে, রাখে না সন্ধান॥

নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম, নাহি করে কোন কর্ম্ম,
নিজভাবে নিজ-মর্ম্ম, নিজে করে গান ॥
লোকে বলে মহাযোগী, অথচ বিষয়ভোগী,
সমভাবে যোগভোগ করে সমাধান ॥
বসন ভূষণ ধন, করিয়াছি আয়োজন,
কর কর নৃপধন কৈলাসে প্রয়াণ ।
দুর্গানামে যাবে ভয়, তাহে কি বিপদ হয়,
আন আন হিমালয়, ঈশানী ঈশান ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

১৯

যাও গিরিবর হে, আন যেয়ে নন্দিনী ভবনে আমার ।
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, কেমনে রোয়েছ ঘরে,
কি কঠিন হৃদয় তোমার হে ॥
জানতো জামাতার রীত, সদাই পাগলের মত,
পরিধান বাঘাম্বর শিরে জটাভার ।
আপনি শ্মশানে ফিরে, সঙ্গে লোয়ে যায় তাঁরে,
কত আছে কপালে উমার ॥
শুনেছি নারদের ঠাঁই, গায়ে মাখে চিতা-ছাই ;
ভূষণ ভীষণ তার, গলে ফণী-হার ।

এ কথা কহিব কায়, সুধা ত্যজি বিষ খায়,
কহ দেখি এ কোন্ বিচার ॥
কমলাকান্তের বাণী, শুন শৈল-শিরোমণি,
শিবের যেমন রীত, বুঝিতে অপার।
চরণে তুষিয়ে হর, যদি আনিবারে পার,
এনে উমা না পাঠায়ো আর ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

২০

গিরি, কি অচল হলে আনিতে উমারে,
না হেরি তনয়া-মুখ হৃদয় বিদরে।
ত্বরান্বিত হও গিরি, তোমার করেতে ধরি,
উমা 'ও মা' বলে দেখ ডাকিছে আমারে ॥

রামনিধি গুপ্ত

২১

গিরি, প্রাণগৌরী আমার।
উমা-বিধুমুখ না দেখি বারেক, এ ঘর লাগে আন্ধার ॥

আজিকালি করি দিবস যাবে, প্রাণের উমারে আনিবে কবে?
প্রতিদিন কি হে আমারে ভুলাবে, এ কি তব অবিচার ॥
সোণার মৈনাক ডুবিল নীরে, সে শোকে রোয়েছি পরাণ ধরে ;
ধিক্ হে আমারে, ধিক্ হে তোমারে, জীবনে কি সাধ আর ॥
কমলাকান্ত কহে নিতান্ত কেঁদো নাক্কো রাণি, হও গো শান্ত !
কে পাইবে তোমার উমার অন্ত, তুমি কি ভাব অসার ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

২২

আন তারা ত্বরায় গিরি, নয়নে লুকায়ে রাখি ।
হেরিয়ে গগন-তারা, মনে হলো প্রাণের তারা,
শুনেছি তারাকে নাকি পাঠাবে না তা'রা,
মায়ের আমার নাম তারা, ত্রিনয়নে তিন তারা,
তারা-হৃদে তারার ধারা,
আমি তারায় দেখে মুদি আঁখি ॥
উমা আমার দুধের ছেলে, কেঁদেছে মা মা বলে ;
ও পাষাণ গিরি,
শিবের নাহিক পিতামাতা, কে জানিবে মায়ের ব্যথা,
কারে কবে দুঃখের কথা, আমার স্বর্ণলতা বিধুমুখী ॥

অন্ধ চণ্ডী

২৩

ওহে নগরাজ হে, রহিতে নারি ঘরে, শরদে শারদা
বিনা হৃদয় বিদরে।
আন্‌চান্‌ করে প্রাণ, সুস্থির না হয় মন, দাবাগ্নি
হরিণী যেন ব্যাকুলা অন্তরে॥
সবে মাত্র এক ধন, নয়নে নবীনাঞ্জন, অঞ্চলে
রতন-নিধি, বিধি দিল মোরে।
কি বলিব বিধাতারে, দেখি তারে সংবৎসরে, দুখ-পারাবার
সদা উথলে অন্তরে॥
নারদে বিনয় করি, কয়েছেন উমা আমারি, তনয়ার
শুনি দুখ, সৈতে নাকি পারি।
জনক ভূপতি যার, দুখিনী নন্দিনী তার, বন্ধু যার
রত্নাকর, বাস হিমঘরে॥

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

২৪

উমার কারণে প্রাণে যে যাতনা নিশিদিনে,
মা হ'তে বুঝিতে চিতে, ছলিতে না,—দিতে এনে।
প্রাণ কাঁদে তাই সদাই কাঁদি, কৈলাসে তাই যেতে সাধি,
রেখেছ তো বছরাবধি প্রবোধি ছল-বচনে।

উমা ভাবে মা পাষাণী, লোকেও কয় পাষাণী রাণী,
আমি যে পাষাণ-অধিনী, এ কাহিনী কেউ না জানে।
কায়া তব পাষাণ ব'লে, অন্তরেও কি পাষাণ হ'লে ?
অমন মেয়ের মায়া ভুলে, রহিলে গিরি কেমনে ?
'কৈলাসে যাই' ব'লে যেতে, শিবের দোষ এসে শুনাতে,
'শরতে আসবেন পুরেতে'—ব'লে ভুলাতে !
(ভাল,) আমি যেন অবোধ নারী, যা বুঝাও তাই বুঝি গিরি,
আনিতে গৃহে কুমারী, তোমার কি সাধ হয় না মনে ?

মনোমোহন বসু

২৫

গিরিরাজ হে, জামায়ে এনো মেয়ের সঙ্গে।
মেয়ের যেরূপ মন, মায়ে বোঝে যেমন,
পুরুষ পাষাণ তুমি, বুঝ না তেমন,
তাই শিবের নাম করি, আমার নাম ধরি,
উপহাস করিতেছ রঙ্গে ॥
আমি ভুলি নাই আরবারের কথা,
মায়ের মনে, আমি মা হয়ে দিয়াছি ব্যথা,
উমা এলো বাহির দুয়ারে,
কোলে করি ত্বরা করে, জিজ্ঞাসি উমারে,

"আমার শিব তো আছেন ভাল ?"
উমা বলে—'আছেন ভাল,'—চোখে দেয় অঞ্চল,
বলে—'চোখে কি হলো ? আমার চোখে কি হলো ?'
আমি বুঝিনু সকল, কেন চোখে দেয় অঞ্চল,
হিয়ের জল ঝিয়ের চোখে উথলিল,
জামায়ের প্রসঙ্গে ॥
আমি ভুলি নাই আরবারের কথা,
সরমে মরমের কথা, হিয়েয় আছে গাঁথা।
কার্ত্তিকে রাখিয়া বুকে, নাচায় গৌরী থেকে থেকে,
সোণার কার্ত্তিক তোমায় দেখে, উঠে চম্‌কে ;
বলে তোমায় দেখিয়ে—"মা, ও মা, ও কে দাঁড়ায়ে ?"
উমা বলে—"তোমার দাদা ঐ, বাবা, আমার বাবা ঐ।"
বাপ-সোহাগে বাপের ছেলে, জড়িয়ে মায়ের ধরে গলে,
বলে—"মা, আমার বাবা কই,
বাবা কেন এল না, ও মা বল না !"
বলে কেশে ধরে টানে, উমা চাহি আমার পানে,
বলে—"কেন এলেন না, তোমার দিদি জানে।"
আমি সেই অবধি, সরমে মরমে আছি মনোভঙ্গে ॥

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

২৬

রাণি গো, কেবল তোমারি বেদনা বলে নয়।
দেখ দেখি গিরিপুরে, পশুপক্ষী আদি করে,
উমার লাগিয়া ঝুরে, সবে নিরানন্দময়॥
উমা তোমার দুহিতা, কিন্তু জগতের মাতা,
লিপিকর্ত্তা যে বিধাতা, তেঁহ মাতা কয়।
বিশেষে তোমার তারা হর-ত্রিলোচন-তারা,
তেঁই পরস্পর তা'রা, বিচ্ছেদ না সয়॥
অর্থহীন পশুপতি, তাঁর সর্ব্বস্ব পার্ব্বতী,
দুর্গা বিহনে দুর্গতি, শুনেছি নিশ্চয়;
রমাপতির এই মন, হর-পার্ব্বতীকে আন,
সফল কর নয়ন, হেরিয়ে উভয়॥

রমাপতি রায়

২৭

কি ক'রে প্রাণ ধরে ঘরে আছ গো রাণি!
ভবন বন হ'য়ে রয়েছে বিনা ভবানী।
আমরা যত পুরবাসী, তোমার উমায় ভালবাসি,
আনন্দে দেখিতে আসি দিবা রজনী।

পাঠাইয়া উমা-ধনে, ভিখারী শঙ্কর-সনে,
পাসরে আছ কেমনে হয়ে জননী ॥
ভূপতি পাষাণ কায়া, দেহেতে নাই দয়া মায়া,
তুমি তাঁর ব'লে কি জায়া, হ'লে পাষাণী ?
নারদের বাক্য-কৌশলে, না জেনে-শুনে কি ব'লে,
মেয়েকে ফেলিলে জলে, ভূধর-রমণি !
বিয়ে দিলে এমি বরে, ভিক্ষা ক'রে কাল হরে,
অন্ন-বস্ত্র নাইকো ঘরে, অতি দুঃখিনী ।
প্রতিবাসীর বাক্যবাণে, কাতরা হইয়া প্রাণে,
যাইয়ে রাজ-সদনে সত্বরে তখনি—
বক্ষ ভাসে অশ্রুজলে, কাতরে অচলে বলে,
কবিরত্নে সঙ্গে ল'য়ে, আন গে নন্দিনী ॥

প্যারীমোহন কবিরত্ন

২৮

বারে বারে কহ রাণি, গৌরী আনিবারে ।
জানতো জামাতার রীত অশেষ প্রকারে ॥
বরঞ্চ ত্যজিয়ে মণি ক্ষণেক বাঁচয়ে ফণি ;
ততোধিক শূলপাণি ভাবে উমা-মারে ।

তিলে না দেখিলে মরে, সদা রাখে হৃদিপরে।
সে কেন পাঠাবে তাঁরে সরল অন্তরে॥
রাখি অমরের মান হরের গরল-পান,
দারুণ বিষের জ্বালা না সহে শরীরে।
উমার অঙ্গের ছায়া শীতলে শঙ্কর-কায়া;
সে অবধি শিব জায়া বিচ্ছেদ না করে॥
অবলা অল্প মতি, না জান কার্য্যের গতি,
যাব, কিছু না কহিব দেব দিগম্বরে।
কমলাকান্তেরে কহ, তারে মোর সঙ্গে দেহ;
তার মা বটে, মানায়ে যদি আনিবারে পারে॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

২৯

আর কেন কাঁদ রাণি, উমারে আনিতে যাই,
গেলে যদি কৃত্তিবাস না-পাঠান ভাবি তাই।
উমার আমার অঙ্গ-ছায়া, করে শীতল হরের কায়া,
পাঠায়ে কি ভব জায়া পাগল হবেন ভাবি তাই॥

অজ্ঞাত

৩০

গিরিরাজ গমন করিল হরপুরে।
হরিষে বিষাদে, প্রমোদ প্রমাদে, ক্ষণে দ্রুত ক্ষণে চলে ধীরে॥
মনে মনে অনুভব, হেরিব শঙ্কর শিব, আজি তনু
জুড়াইব আনন্দ-সমীরে।
পুনরপি ভাবে গিরি, যদি না আনিতে পারি,
ঘরে আসি কি কব রাণীরে॥
দূরে থাকি শৈল রাজা, দেখি শ্রীমন্দির ধ্বজা,
পুলকে পূর্ণিত তনু, ভাসে প্রেম-নীরে।
মনে মনে এই ভয়, শুধু দরশন নয়,
উমারে আনিতে হবে ঘরে॥
প্রবেশে কৈলাসপুরী, না ভেটিয়ে ত্রিপুরারি,
গমন করিল গিরি শয়ন-মন্দিরে।
হেরিয়ে তনয়া-মুখ, বাড়িল পরম সুখ,
মনের তিমির গেল দূরে॥
জগতজননী তায়, প্রণাম করিতে চায়,
নিষেধ করয়ে গিরি ধরি দুটি করে।
কমলাকান্ত-সেবিত তব শ্রীচরণ, মা;
আমি কত পুণ্যে পেয়েছি তোমারে॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৩১

চল মা, চল মা গৌরি, গিরিপুরী শূন্যাগার।
মা হ'লে জানিতে উমা, মমতা পিতামাতার॥
তব মুখামৃত বিনে, আছে রাণী ধরাসনে,
অবিলম্বে চল অম্বে, বিলম্ব সহে না আর।
তোমার বিরহ-অসি, অহরহ হৃদে পশি করয়ে ছেদন,
তোমার বিচ্ছেদানল, অন্তরে হ'য়ে প্রবল,
সিন্ধু-নীরে প্রবেশিল মৈনাক ভ্রাতা তোমার॥

কালীনাথ রায়

৩২

গঙ্গাধর হে শিব শঙ্কর, কর অনুমতি হর, যাইতে
জনক-ভবনে।
ক্ষণে ক্ষণে মম মন হইতেছে উচাটন, ধারা বহে তিন নয়নে॥
সুরাসুর নাগ নরে আমারে স্মরণ করে;
কত না দেখেছি স্বপনে—যোগনিদ্রা ঘোরে।
বিশেষে জননী আসি, আমার শিয়রে বসি,
'মা দুর্গা' ব'লে ডাকে সঘনে॥

মায়ের ছল ছল দুটি আঁখি, আমারে কোলেতে রাখি,
কত না চুম্বয়ে বদনে।
জাগিয়ে না দেখি মায়, মনোদুঃখ ক'ব কায়,
বল, প্রাণ ধরি কেমনে॥
হউক নিশি অবসান, রাখ অবলার মান,
নিবেদন করি চরণে।
কমলাকান্তেরে, দেহ নাথ, অনুচর—
বোলে যাই আসিব ত্রিদিনে॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৩৩

হর, কর অনুমতি, যাই হিমালয় ; জনক-জননী বিনে
বিদীর্ণ হৃদয় !
এ জ্বালা কি জানে অন্যে, আমি মার একা কন্যে,
গিয়ে তিন দিন জন্যে, রব পিত্রালয়॥
গুহ গণপতি ল'য়ে, সপ্তমী প্রবেশা হয়ে,
আসিব কৈলাসে হলে নবমী উদয় ;
জানি মা মেনকা খেদে, অন্ধ হলো কেঁদে কেঁদে,
মরেছে কি আছে বেঁচে, হতেছে সংশয়॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু-মল্লিক

৩৪

ওহে হর গঙ্গাধর, কর অঙ্গীকার, যাই আমি জনক-ভবনে।
কি ভাবিছ মনে মনে, ক্ষিতি নখ-লেখনে, হয় নয়
প্রকাশ বদনে॥
জনক আমার গিরিবর আসি উপনীত, আমারে লইতে
আর তব দরশনে।
অনেক দিবস পর, যাইব জনক-ঘর, জননীরে দেখিব নয়নে॥
দিবানিশি অবিরত জননী কান্দিছে কত হে!
তৃষিত চাতকীর মত রাণী চেয়ে পথ-পানে।
না দেখে মায়ের মুখ, কি কব মনের দুখ, না কহিলে
যাইব কেমনে॥
নাথ, পূর মন-আশ, না করহ উপহাস, বিদায় করহ হর,
সরল বচনে হে।
কমলাকান্তেরে দেহ নাথ অনুচর, বলে যাই আসিব
তিন দিনে হে॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৩৫

জনক-ভবনে যাবে, ভাবনা কি তার।
আমি তব সঙ্গে যাব, কেন ভাব আর ॥
আহা, আহা, মরি মরি, বদন বিরস করি,
প্রাণাধিকে প্রাণেশ্বরি, কেঁদো নাক আর।
হৃদয়েশি, অহরহ আমার হৃদয়ে রহ,
নিদয়-হৃদয় কহ, কি দোষ আমার!
যখন যে অনুমতি কর তুমি ভগবতি,
কথনো কি করি আমি, অন্যথা তাহার?
সকলি তোমারি ছায়া, তুমি নিজে মহামায়া,
তোমার বিচিত্র মায়া, বুঝে উঠা ভার।
মার মায়া প্রকাশিতে, জন্ম নিলে অবনীতে,
কে তোমার মাতা-পিতে, কন্যা তুমি কার!
ইচ্ছাময়ী নাম ধর, যাহা ইচ্ছা তাই কর,
তোমার মহিমা জানে, হেন সাধ্য কার।
প্রাণপ্রিয়ে যাবে যথা, সঙ্গে সঙ্গে যাব তথা,
ক্ষণমাত্র সঙ্গ ছাড়া হব না তোমার ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

৩৬

গিরিরাণি, এই নাও তোমার উমারে।
ধর ধর হরের জীবন-ধন।
কত না মিনতি করি, তুষিয়ে ত্রিশূলধারী, প্রাণ-উমা
আনিলাম নিজ-পুরে।
দেখো, মনে রেখ ভয়, সামান্যা তনয়া নয়, যাঁরে সেবে
বিধি বিষ্ণু হরে।
ও রাঙ্গা চরণ দুটি, হৃদে রাখেন ধূর্জ্জটি, তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ
নাহি করে॥
তোমার উমার মায়া, নির্গুণে সগুণ কায়া, ছায়ামাত্র
জীবনাম ধরে।
ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী, কালী-তারা নাম ধরি, কৃপা করি
পতিতে উদ্ধারে॥
অসংখ্য তপেরি ফলে, কপট তনয়া ছলে, ব্রহ্মময়ী
মা বলে তোমারে মেনকারাণি!
কমলাকান্তের বাণী, ধন্য ধন্য গিরিরাণি, তব পুণ্য
কে কহিতে পারে॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৩৭

কি শুনালে গিরিবর, উমা কি ভবনে এলো!
ভবেরি ভবানী আমার ভবন করিল আলো।
উমা-শশী না হেরিয়ে ছিল নয়ন অন্ধ হোয়ে,
এবে নয়ন-তারা নিরখিয়ে আঁখি মম জুড়াইল ॥

অজ্ঞাত

৩৮

কৈ হে গিরি, কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী!
সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো রণরঙ্গিণী ॥
দ্বিভুজা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদনী,
কক্ষে ল'য়ে গজানন, গমন গজগামিনী,—
মা ব'লে মা ডাকে মুখে আধ আধ বাণী।
এ যে করি-অরিতে করি ভর, করে করিছে রিপু-সংহার,
পদভরে টলে মহী মহিষনাশিনী।
প্রবলা প্রখরা মেয়ে তনু কাঁপে দরশনে,
জ্ঞান হয় ত্রিলোকধন্যা ত্রিলোক-জননী ॥

দাশরথি রায়

৩৯

গিরি, কার কণ্ঠহার আনিলে গিরি-পুরে ?
এতো সে উমা নয়—ভয়ঙ্করী হে, দশভুজা মেয়ে !
উমা কোন্ কালে ত্রিশূলে অসুরে সংহারে !
হায়, আমার সেই বিমলা, অতি শান্তশীলা,
রণ-বেশে কেন আস্‌বে ঘরে !
মুখে মৃদু হাসি, সুধারাশি হে, আমার উমাশশীর ;—
এ যে মেদিনী কাঁপায় হুঙ্কারে ঝঙ্কারে।
হায় হেন রণ-বেশ, এল এলোকেশে,
এ নারীরে কেবা চিন্‌তে পারে !
রসিকচন্দ্র বলে, চিন্‌তে পারিলে, চিন্তা থাকে না গো,
যেন এই বেশে মা আমার কাল-ভয় নিবারে ॥

রসিকচন্দ্র রায়

৪০

গিরি, কারে আনিলে,
এনে কার তনয়া, প্রবোধিলে ?
অপরূপ রূপ এ যে দশভুজা,
কুসুম চন্দন পায়ে কে করেছে পূজা,
শুন হে পাষাণ, হয়ে হতজ্ঞান, এমন ভুলিলে ॥

নারায়ণী বাণী তু'পাশে দাঁড়ায়,
দশভুজে পাশ শোভা পায়,
বলে গেলে হে গিরি, যাই—
আনিগে গিরিজায়,
সে মেয়ে রেখে এলে কোথায় ?
শশী ভানু আসি উদয় পদে পদে,
উভয় পদে উভয়ে আছে অবিবাদে ;
দাসের আশায় আশা হয়, সায় ও পায় পাইলে ॥

ঠাকুরদাস দত্ত

৪১

গিরি, উমা সঙ্গে প্রসঙ্গে আনিলা ঘরে কার মেয়ে !
সর্ব্বদেবতেজ দেহ, জটাজূট শিরোরুহ,
আমার উমা নহে এহ, দেখ দেখি মুখ চেয়ে ।
কনক-চম্পকদামা, অতসী-কুসুমোপমা,
এই নাকি সেই উমা, সংশয় আমার ।
উমা চতুর্ভুজা ছিল, দশভুজা কবে হইল,
হিমগিরি সত্য বল, কর ছল পতি হ'য়ে ।
দেখি একি বিপরীত, পদে জম্ভাসুর-সুত,
তারে করে অস্ত্রাঘাত উমা কি আমার !

আর একি চমৎকার, পদে মহাসিংহ তার,
সঙ্গে সুর পরিবার, এল দেবকন্যা লয়ে ॥
রক্তজবা বিল্বদলে, পূজে স্বর্গ মহীতলে,
তারে গিরিকন্যা বলে, ভাব চমৎকার।
দ্বিজ রামচন্দ্র বাণী, শুন হে নগেন্দ্ররাণী,
এই তো তব নন্দিনী, ভাবে লও সম্বরিয়ে ॥

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

৪২

কে রণ-রঙ্গিণী
কে নারী অঙ্গনে এলো, চিনিতে না পারি।
অঙ্গনে দাঁড়াইয়ে—এ নয় আমার প্রাণকুমারী।
দশ দিক্ দীপ্ত করা, এ রমণী দশকরা।
বিবিধ আয়ুধ-ধরা, দনুজ-দলনী হেরি।
নহে মম কন্যে এ যে, এ সমর-সাজে সাজে,
মানসে অমরে পূজে এ নারী-চরণ, গিরি।
কি সুরী অসুরী হবে, দানবী মানবী কিবে,
যদি আমার উমা হবে, তবে কেন ভয়ঙ্করী ॥

ব্রজমোহন রায়

৪৩

ও হে মহারাজ, আজ কি হেরি নয়নে!
মুক্তকেশী কে ষোড়শী হুঙ্কারে নাচিছে রণে?
লোলজিহ্বা শবাসনা, শব কর্ণে সুশোভনা,
ভালে চন্দ্র ত্রিনয়না, মেঘবরণা—
বামা বাম দ্বিকরে নৃমুণ্ড কৃপাণ ধরে,
বরাভয় দান করে, দক্ষিণ করে যতনে।
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে, নাচিছে পরম রঙ্গে,
ভাসিছে রণ-তরঙ্গে, ঘোরবদনা।
মুণ্ডমালা দোলে গলে, দশনে রুধির গলে,
বনোয়ারীলাল বলে, রাখ দীনে শ্রীচরণে।

বনোয়ারীলাল রায়

দ্বিতীয় স্তবক

৪৪

গিরিরাণী যন্ত্র সাধন মন্ত্র পড়ে, নানা তন্ত্র করিয়ে বিচার ;
বলে, আজ আসিবে আমার গৌরী গজানন,
কি শুভদিন গো আমার।
কনক-নিৰ্ম্মিত কুম্ভ দিছে তাহে কুসুম-চন্দন-সার গো রাণী।
আমন্ত্রি সুরগুরু পূজয়ে নবতরু, যেমন আছে কুলাচার ॥
মৃদঙ্গ মোহিনী, দুন্দুভি দরপিণী বাজিছে বিবিধ
প্রকার গো গিরিপুরে।
নগর-রমণী উলু উলু ধ্বনি আনন্দে দিছে বারে বার ॥
বিজয়া হেন কালে আসি রাণীরে বলে, বিলম্ব কেন কর
আর গো রাণি।
কমলাকান্তের জননী ঘরে এলো, প্রাণের গৌরী তোমার ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৪৫

দেখে আয় তোরা হিমাচলে
ওকি আলো ভাসে রে,

উমা আমার আসে বুঝি,
উমা আমার আসে রে।
এ নহে অরুণ-আভা,
নহে শশধর-বিভা,
হিম-মাঝে বুঝি গৌরীর
গৌর-আভা হাসে রে।
শারদ-শশী বঙ্কিম, করি ঐ আভাহীন,
পশ্চিম গগনে ঐ উমা-মুখ ভাসে রে।
বাজায়ে আরতি, আসিছে আমার পার্ব্বতী,
জুড়াতে মায়েরই প্রাণ উমা আমার আসে রে।
বৎসর-অন্তরে আজ উমা আমার আসে রে॥

নবীনচন্দ্র সেন

৪৬

গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল,
ঐ এলো পাষাণী, তোর ঈশানী।
ল'য়ে যুগল শিশু কোলে, "মা কৈ" "মা কৈ" ব'লে,
ডাক্‌ছে মা তোর শশধরবদনী।
মা গো ত্রিভুবনে মান্যে, ত্রিভুবনে ধন্যে,
তোর মেয়ে সামান্যে নয় গো রাণি!

আমরা ভাব্‌তেম ভবের প্রিয়ে,
মা নাকি তোর মেয়ে,
তিনি নাকি ভবের ভয়হারিণী ॥
ধর্‌লি যে রত্ন উদরে, তোর মত সংসারে,
রত্নগর্ভা এমন নাই রমণী ।
মা তোমার ঐ তারা, চন্দ্রচূড়দারা,
চন্দ্র-দর্পহরা চন্দ্রাননী,
এমন রূপ দেখি নাই কারো, মনের অন্ধকার
হরে মা, তোর হর-মনোমোহিনী ॥

দাশরথি রায়

৪৭

ও গো রাণি, নগরে কোলাহল, উঠ চল চল,
নন্দিনী নিকটে তোমার গো ।
চল, বরণ করিয়া গৃহে আনি গিয়া,
এস না সঙ্গে আমার গো ॥
জয়া, কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি,
কি দিলি শুভ সমাচার ।
তোমায় অদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে,
প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো ॥

রাণী ভাসে প্রেমজলে, দ্রুতগতি চলে, খসিল কুন্তল-ভার।
নিকটে দেখে যারে, সুধাইছে তারে—গৌরী
কত দূরে আর গো॥
যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ, নিরখি বদন উমার।
বলে—মা এলে, মা এলে, মা কি মা ভুলে ছিলে ;
মা বলে, একি কথা মার গো॥
রথ হতে নামিয়া শঙ্করী, মায়েরে প্রণাম করি,
সান্ত্বনা করে বারবার।
দাস কবিরঞ্জনে সকরুণে ভণে, এমন শুভদিন আর কার গো॥

রামপ্রসাদ সেন

৪৮

আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার।
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে।
মুখ-শশী দেখ আসি, যাবে দুঃখরাশি,
ও চাঁদ-মুখের হাসি সুধারাশি ক্ষরে॥
শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলোচুলে ধায় রাণী, বসন না সম্বরে।
গদগদ ভাব ভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে, পাছে করি গিরিবরে,
অমনি কাঁদে গলা ধ'রে॥

পুনঃ কোলে বসাইয়া, চারুমুখ নিরখিয়া, চুম্বে অরুণ অধরে।
বলে—জনক তোমার গিরি, পতি জনম-ভিখারী,
তোমা হেন সুকুমারী দিলাম দিগম্বরে॥
যত সহচরীগণ, হয়ে আনন্দির মন, হেসে হেসে
এসে ধরে করে।
কহে—বৎসরেক ছিলে ভুলে, এত প্রেম কোথা থুলে,
কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে।
কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে,
ভাসে মহা আনন্দ-সাগরে।
জননীর আগমনে, উল্লাসিত জগজ্জনে, দিবানিশি
নাহি জানে, আনন্দে পাশরে॥

রামপ্রসাদ সেন

৪৯

এলো গিরি নন্দিনী লয়ে, সুমঙ্গল ধ্বনি ঐ শুন ওগো রাণি।
চল, বরণ করিয়ে উমা আনি যেয়ে, কি কর পাষাণ-
রমণি গো॥
অমনি উঠিয়ে পুলকিত হৈয়ে, ধাইল যেন পাগলিনী।
চলিতে চঞ্চল, খসিল কুন্তল, অঞ্চল লোটায়ে ধরণী॥

আঙ্গিনার বাহিরে, হেরিয়ে গৌরীরে, দ্রুত কোলে নিল রাণী।
অমিয় বরষি উমা-মুখ-শশী চুম্বয়ে যেন চকোরিণী।
গৌরী কোলে করি মেনকা সুন্দরী ভবনে লইল ভবানী।
কমলাকান্তের পুলকে অন্তর হেরি ও বিধুমুখখানি॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৫০

আমার উমা এলো বলে রাণী এলোকেশে ধায়।
যত নগর-নাগরী, সারি সারি সারি, দৌড়ি গৌরীমুখ-
পানে চায়॥
কারু পূর্ণ কলসী কক্ষে, কারু শিশু বালক বক্ষে,
কার আধ শিরসি বেণী, কার আধ অলকা শ্রেণী;
বলে, চল চল চল, অচল-তনয়া হেরি ও মা, দৌড়ে আয়॥
আসি নগর-প্রান্তভাগে, তনু পুলকিত অনুরাগে;
কেহ চন্দ্রানন হেরি, দ্রুত চুম্বে অধরবারি;
তখন গৌরী কোলে করি, গিরি-নারী প্রেমানন্দে তনু
ভেসে যায়॥
কত যন্ত্র মধুর বাজে, সুর কিন্নরীগণ সাজে;
কেহ নাচত কত রঙ্গে, গিরিপুর সহচরী সঙ্গে;
আজু কমলাকান্ত গো হেরি নিতান্ত মগ্ন দুটি রাঙ্গা পায়॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৫১

থাক, থাক, থাক—নয়ন-ধারা,
নয়ন ভরিয়ে একবার নিরখি নয়ন-তারা।
না হেরে যে উমা, তারা বহিতে শ্রাবণের ধারা,
এল সেই নয়ন-তারা, এখন ধারা এ কি ধারা ?
নিরখিতে উমাধনে, বহুদিনের সাধ মনে,
হেরিতে সে চন্দ্রাননে, বাধা দেও এ কেমন ধারা !
একে পলক বাধা চোখে—দেখতে দেয় না অনিমিখে,
তুমি তাতে হ'লে বাদী, হেরি বল কেমন ধারা !

হরিশচন্দ্র মিত্র

৫২

পুরবাসী বলে—"উমার মা,
তোর হারা তারা এলো ওই।"
শুনে পাগলিনীর প্রায়, অমনি রাণী ধায়,
কই উমা বলি কই !
কেঁদে রাণী বলে—"আমার উমা এলে,
একবার আয় মা, একবার আয় মা, করি কোলে।"

অমনি দু বাহু পসারি, মায়ের গলা ধরি,
অভিমানে কাঁদি' রাণীরে বলে—
"কই মেয়ে বলে আন্‌তে গিয়াছিলে !
তোমার পাষাণ প্রাণ, আমার পিতাও পাষাণ
জেনে, এলাম আপনা হতে।
গেলে নাকো নিতে,
র'ব না, যাব দুদিন গেলে ॥"

গদাধর মুখোপাধ্যায়

৫৩

আর অভিমান করিস্‌ নে মা, ক্ষমা দেগো ও শঙ্করি !
দু' নয়নে বহে ধারা, মা হ'য়ে কি সইতে পারি !
তুমি নও সামান্যা কন্যা, ভবদারা ত্রিলোকমান্যা,
আছি মা তোমারি জন্য, পথ নিরীক্ষণ করি ॥

মদন মাষ্টার

৫৪

কোলে আয় মা ভবদারা নয়ন-তারা,
নাই মা আমার নয়নের তারা !
যা'রা তারা চায়, আমার মত হয় কি তা'রা ?

বিধাতারে আরাধিব মা, তোর মা আর না হইব,
এবার মেয়ে হয়ে দেখাইব, মায়ের মায়া কেমন ধারা॥

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (দেওয়ান)

৫৫

উমা গো যদি দয়া কোরে হিমপুরে এলি,
আয় মা করি কোলে।
বর্ষাবধি হারায়ে তোরে, শোকের পাষাণ বক্ষে ধোরে,
আছি শূন্য ঘরে।
কেবল মরি নাই—মা বেঁচে আছি,
দুর্গা দুর্গা নাম কোরে॥
একবার আয় মা বক্ষে ধরি, পুত্রশোক নিবারি,
চাঁদমুখে শঙ্করী, ডাক মা বোলে!
শোকের অনল ছিল প্রবল, এসে নিভালে।
আমি অচলা নারী, অচলের নারী,
যেতে নারি কৈলাসপুরে আনতে তোমারে।
আমার বন্ধু-বান্ধব নাই, কারে আর পাঠাই,
এলে,—দেখ্‌লাম মা তোমারে!

তুমি আসবে বোলে সজীব বিল্বমূলে,
কল্লেম বোধন, তার সুফল আজ ফল্‌লো কপালে ॥

উদয়চাঁদ বৈরাগী

৫৬

ও গো উমা, আয় গো মা, আয় করি কোলে,
জুড়াবে জীবন করিয়ে শ্রবণ, বারেক ডাক 'মা' ব'লে।
পথ-শ্রমে স্বেদে সিক্ত কলেবর,
ক্ষুধায় মলিন হয়েছে অধর,
যত্নে ক্ষীর সর রেখেছি, মা ধর,
দিব বদন-কমলে।
তুমি গো মম অঞ্চলের ধন,
প্রাণের পুতলী অমূল্য রতন,
মায়েরে দুখিনী করে দরশন,
ছিলি কি মা তুই ভুলে!

মহেন্দ্রলাল খাঁন (রাজা)

৫৭

শুভ সপ্তমীতে শুভ যোগেতে উমা এলেন হিমালয়।
কোরে নিরীক্ষণ, চক্ষে হেরে চাঁদ-বদন,
অভয়ায় গিরিরাণী কয়—
আয় মা পূর্ণশশী, স্বর্ণ শশী বিধি আমায় দিয়েছে,
একবার আয় গো মা কোলে, ডাকো মা বোলে,
পাষাণেতে পদ্ম ফুটেছে।
গেলো মনোদুঃখ দূরে, তোমার বিধুমুখ হেরে,
এলে করুণাময়ী মা করুণা কোরে॥
বল মা আমার কাছে,
জামাই শিব এখন কেমন আছে?
শিবের সুমঙ্গল, শুনিলে সকল,
শুন্‌লে পরে আমার প্রাণ বাঁচে।
মনে করতেম আমি সদাই বাসনা,
উমাধনে আন্‌তে যাই।
ভাবতেম মনেতে, কাঁদতেম নিশিদিনেতে,
চলিবার কিছু শক্তি নাই।
গিরি প্রাণ বাঁচালে তোমায় এনে,
পূর্ণ হলো বাসনা, ঘুচ্‌লো বেদনা সকল যন্ত্রণা।

তুমি না এলে এখন, যেতো মা জীবন,
মায়ে ঝিয়ে দেখা হোতো না।
এখন জুড়ালো হৃদয়, দুঃখ গেলো সমুদয়,
হোলো কোটি চন্দ্র উদয় এ গিরিপুরে ॥

হরু ঠাকুর

৫৮

আনন্দে মগনা শিখরী-অঙ্গনা, আনন্দময়ী পাইয়ে।
করুণায় সম্ভাষেন্ রাণী গৌরীর শ্রীমুখ চাহিয়ে ;
শঙ্করি, শুভকরি, আয় মা, কোলে করি আয়,
শ্রীমুখমণ্ডলে একবার মা ব'লে, ডাক মা উমা
গো আমায়।
তোমা বিহনে তারিণি, যেন মণিহারা ফণী হয়েছিলাম
মা, মা, মাগো।
সে দুঃখ ঘুচিল আজি হর-অঙ্গনা !
কও মা, কেমন ছিলে শিবালয়ে শিবানী ইন্দুবদনা।
শুনি লোক-মুখে, শিব বিহীন-বৈভব,
ফণী সব নাকি ভূষণ তার,
ছি ছি ! সেই হরের করে, দিয়াছি মা তোরে,
কত দুখ সহ্য কর ত্রিনয়না।

আমি সহজে অবলা, তায় মা অচলা,
তত্ত্ব করতে পারি না।
বলি মা গিরিরাজে, দেখে এস গো উমায় ;
নারী পেয়ে ছলে, সে আমায় বলে,
দেখে এলাম অন্নদায়।
কিন্তু লোকের মুখে শুনি, দীন অতি দাক্ষায়ণী,
ভবভাবিনী।
মা, মা গো, এ সব দুখ মা,
মায়ের প্রাণে সহে না।

গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৭

ভবনে ভবানী পাইয়া পাষাণী, পুলকে হয়ে মগনা,
ঈশানী সম্বোধনেতে রাণী কয় ক'রে করুণা।
মা তোমায় নয়ন-পথে হারিয়ে ত্রিনয়না,
কেঁদে কেঁদে তারা চক্ষের তারা ছিল না।
আজি সেদিন ঘুচিল, সুদিন হইল,
এ দিন হবে মনে না জানি।

একবার আয় মা, করি কোলে, দুখ্-পাসরা নন্দিনী।
চারু-চন্দ্রাস্যে প্রাণ-উমা, ডাক মা, ব'লে মা,
শুনে মা, জুড়াই তাপিত-প্রাণী।
সুধাই তাই ওগো ঈশানী,
যার উমা জগতের মা, তার কি মা এমন হয় ?
হাঁ গো প্রাণের তারা, সে-ও কি উমা-হারা রয় ?
মা, তোর শ্রীমুখ না হেরে, যে দুখ অন্তরে—
ছিলাম মণিহীন ফণী দিবা-যামিনী।
ভাল মা গো, মা তোর যেন পাষাণী ;
তুই তো জগৎ-জননী,
ভাল, তা বলে মা একবার, মায়ে তোমার,
মনে কর কে গো তারিণী ?
কৈলাস শিখরে, শঙ্করের ঘরে গিয়ে মা, ভুলে থাক মায়।
মা বলে করিস্ না মা মনেতে, এ দুখ বলি গো মা কা'য়।
বালিকা কালিকায় না হেরে মা নয়নে,
গেছে অশ্রুজলে দিন ও মা হর-অঙ্গনে।
আমি একে মা অবলা, তাতে গো অচলা,
শক্তিহীন শক্তি-তত্ত্বে ঈশানী।

জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৬০

গৌরী কোলে ক'রে নগেন্দ্ররাণী করুণ বচনে কয়,—
উমা মা আমার স্বর্ণলতা, শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়।
মরি জামাতার খেদে, তোমার বিচ্ছেদে, প্রাণ কাঁদে
দিবানিশি।
আমি অচল নারী, চলিতে নারি, পারি না যে দেখে আসি।
আছি জীবন্মৃতা হ'য়ে, আশাপথ চেয়ে, তোমায় না হেরিয়ে
নয়ন ঝরে।
কও দেখি উমা, কেমন ছিলে মা, ভিখারী হরের ঘরে।
জানি নিজে সে পাগল, কিছু নাই সম্বল, ঘরে ঘরে বেড়ায়
ভিক্ষা করে।
শুনে জামাতার দুখ্ খেদে বুক বিদরে।
তুমি ইন্দুবদনী, কুরঙ্গনয়নী, কনকবরণী তারা।
জানি জামাতার গুণ, কপালে আগুন, শিরে জটা
বাকল পরা।
আমি লোক-মুখে শুনি, ফেলে দিয়ে মণি, ফণী ধ'রে অঙ্গে
ভূষণ করে।
মরি, ছি! ছি! ছি! একি কবার কথা, শুনে লাজে
মরে যাই,

তোমা হেন গৌরী, দিয়েছেন গিরি, ভুজঙ্গেতে যার ভয় নাই,
মাখে অঙ্গেতে ছাই।
তুমি সর্ব্বমঙ্গলা, অকূলের ভেলা, কূলে এনে দিতে পার।
দেখে খেদে ফাটে বুক, তোমার এত দুখ্, সে দুখ
ঘুচাতে নার।
তুমি রাজার বালিকা, মায়ের প্রাণাধিকা, ভাগ্যেতে
মা হলি শিবদারা।
মরি দুঃখেতে শঙ্করী, শঙ্কর ভিখারী, উপজীব্য
ভিক্ষা করা।
সদা বলি মা গিরিকে, আনগে গৌরীকে, কত কষ্ট উমার
কৈলাসপুর।

রাম বসু

৬১

বসিলেন মা হেমবরণী, হেরম্বে ল'য়ে কোলে।
হেরি গণেশ-জননী-রূপ, রাণী ভাসেন নয়ন-জলে।
ব্রহ্মাদি বালক যার, গিরি-বালিকা সেই তারা।
পদতলে বালক ভানু, বালক চন্দ্রধরা,

বাঙ্গক ভান্থ জিনি তন্থ, বালক কোলে দোলে ॥
রাণী মনে ভাবেন—উমারে দেখি, কি উমার কুমারে দেখি,
কোন্ রূপে সঁপিয়ে রাখি নয়নযুগলে !
দাশরথি কহিছে, রাণি, দুই তুল্য দরশন,
হের, ব্রহ্মময়ী আর ঐ ব্রহ্ম-রূপ গজানন,
ব্রহ্ম-কোলে ব্রহ্ম-ছেলে বসেছে মা ব'লে ॥

দাশরথি রায়

৬২

কেমনে মা ভুলেছিলি এ দুঃখিনী মায় ?
পাষাণনন্দিনী, তুইও কি পাষাণীর প্রায় ?
সম্বৎসর হলো গত, তো বিরহে অবিরত,
কেঁদেছি, কহিব কত, আমি মা তোমায় ।
শয়নে ছিল না স্থখ, সদাই বিষণ্ণমুখ,
পেয়েছি কতই দুঃখ দিবা-যামিনী !
আকাশে হেরিলে শশী, ভাবি' তব মুখ-শশী,
যাপিতাম সারানিশি, কাঁদিতাম হায় !
কখন স্বপনে তোমা, হেরিতাম ও মা উমা—
পড়েছে মুখে কালিমা, কাতরা ক্ষুধায়,

অমনি জাগিয়া উঠি, যাইতাম পথে ছুটি,
বলিতাম যা'রে তা'রে—'এনে দে উমায়।'

রাজকৃষ্ণ রায়

৬৩

ও মা, কেমন ক'রে পরের ঘরে,
ছিলি উমা, বল মা তাই।
কত লোকে কত বলে, শুনে ভেবে ম'রে যাই।
মা'র প্রাণে কি ধৈর্য্য ধরে,
জামাই নাকি ভিক্ষা করে!
এবার নিতে এলে, বলবো, হরে,
উমা আমার ঘরে নাই॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

৬৪

তুমি তো মা ছিলে ভুলে,
আমি পাগল নিয়ে সারা হই।
হাসে কাঁদে সদাই ভোলা, জানে না মা আমা বই।
ভাং খেয়ে মা সদাই আছে,

থাক্‌তে হয় মা কাছে কাছে,
ভালমন্দ হয় গো পাছে, সদাই মনে ভাবি ওই ॥
দিতে হয় মা মুখে তুলে,
নয় তো খেতে যায় গো ভুলে,
খেপার দশা ভাব্‌তে গেলে,
আমাতে আর আমি নই ॥
ভুলিয়ে যখন এলেম ছলে,
ওমা ভেসে গেল নয়ন-জলে,
একলা পাছে যায় গো চলে,
আপন-হারা এমন কই ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

৬৫

শরত কমলমুখে, আধ আধ বাণী মায়ের।
মায়ের কোলেতে বসি, শ্রীমুখে ঈষৎ হাসি,
ভবের ভবন-সুখ ভণয়ে ভবানী।
কে বলে দরিদ্র হর, রতনে রচিত ঘর মা,
জিনি কত সুধাকর শত দিনমণি।
বিবাহ অবধি আর কে দেখেছে অন্ধকার,
কে জানে কখন্ দিবা কখন্ রজনী ॥

শুনেছ সতীনের ভয়, সে সকল কিছু নয় মা!
তোমার অধিক ভালবাসে সুরধুনী।
মোরে শিব হৃদে রাখে, জটাতে লুকায়ে দেখে,
কার কে এমন আছে সুখের সতিনী!
কমলাকান্তের বাণী, শুন গিরিরাজ-রাণি,
কৈলাস-ভূধর ধরাধর-চূড়ামণি।
তা যদি দেখিতে পাও, ফিরে না আসিতে চাও,
ভুলে থাক ভবগৃহে, ভূধর-রমণি॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৬৬

ছিলাম ভাল জননি গো হরেরি ঘরে।
কে বলে জামাই তব শ্মশানেতে বাস করে!
যে ঘরেতে বাস করি, বর্ণিতে নারি মাধুরী,
নীলকান্ত আদি করি, কত রত্ন শোভা করে।
যেন কত রবি শশী, উদয় হয়েছে আসি,
জানি নাই দিবানিশি, কখন যাতায়াত করে॥
পরেন বটে বাঘাম্বর, জামাই তব বিশ্বেশ্বর,
ভস্মমাখা কলেবর, অহি সদা শিরোপরে।

সেই শিবের চরণে, পারিজাত আভরণে,
দেবরাজ এক মনে, মস্তক নমিত করে ॥
ষড়ৈশ্বর্য্য আছে যাঁর, ভিক্ষা কি জীবিকা তাঁর,
সকলে না বুঝে সার, ভিক্ষাজীবী বলে হরে।
সত্য বটে সুরধুনী, অগ্রজা সমান মানি,
সে দারা ভগিনী জিনি, অধিক যতন করে ॥

অম্বিকাচরণ গুপ্ত

৬৭

গিরিরাজকে ডেকে দে গো,
আমার গৃহে গৌরী এল।
নাশিতে আঁধার-রাশি, উমা-শশী প্রকাশিল।
এই নগরে, লোক ছিল ঘরে ঘরে,
না ডাকিতে আমার ঘরে, কে বা কবে এসেছিল।
কেবল উমার আগমনে, সকলে সানন্দ মনে,
গিরিপুরবাসিগণে, গিরিপুর আজ পূরে গেল।
যতনেতে দ্বিজগণ, চণ্ডী পড়ে অনুক্ষণ,
ভক্তিভাবে ঘটস্থাপন, চণ্ডী-পড়া সফল হলো ॥

শ্রীধর কথক

৬৮

গত নিশিযোগে আমি হে দেখেছি যে সুস্বপন—
এল হে সেই আমার তারাধন।
দাঁড়ায়ে দুয়ারে, বলে—মা কৈ, মা কৈ, মা কৈ আমার,
দেও দেখা দুখিনীরে।
অমনি দু বাহু পসারি, উমা কোলে করি,
আনন্দেতে আমি, আমি নই।
ওহে গিরি, গা তোল হে, উমা এলেন হিমালয়।
উঠ দুর্গা দুর্গা ব'লে, দুর্গা কর কোলে,
মুখে বল, জয় জয় দুর্গা জয়।
কন্যা-পুত্র প্রতি বাৎসল্য, তায় তাচ্ছিল্য করা নয়।
আঁচল ধ'রে তারা বলে—ছি মা, কি মা, মা গো, ও মা,
মা-বাপের কি এমনি ধারা ?
গিরি, তুমি যে অগতি, বুঝে না পার্ব্বতী,
প্রসূতির অখ্যাতি জগন্ময়।
মা হওয়া যত জ্বালা, যাদের মা বলবার আছে,
তারাই জানে ;
তিলেক না হেরিয়ে মর্ম্মব্যথা পাই,
কর্ম্মসূত্রে সদা স্নেহে টানে।

তোমারে কেউ কিছু বলবে না—
দেখে দারুণ পাষাণ ;
আমার লোক-গঞ্জনায় যায় প্রাণ ।
তোমার তো নাই স্নেহ, একবার ধর ধর, কোলে কর,
পবিত্র হোক পাষাণ-দেহ ।
আহা, এত সাধের মেয়ে, আমার মাথা খেয়ে,
তিন দিন বৈ রাখে না মৃত্যুঞ্জয় ।

রাম বসু

৬৯

গা তোল, গা তোল গিরি, কোলে লও হে তনয়ারে ।
চণ্ডী দেখে পড়াও চণ্ডী, চণ্ডী তোমার এলো ঘরে ॥
মঙ্গল আরতি করে গৃহে তোল মঙ্গলারে ।
অমঙ্গল যত যাবে দূরে, বোধনে সম্বোধন ক'রে ॥
তারা পূজে পেলেম তারা, ত্রিপুরাসুন্দরী তারা,
আঁখি-তারা, দুঃখহরা, নয়ন জুড়াল হেরে ॥

অজ্ঞাত

৭০

গিরি ! আমার গৌরী এসে বসেছে,
রূপে ভুবন আলো হয়েছে।
মায়ের রূপের ছটা সৌদামিনী,
দিন যামিনী সমান করেছে।
উমা আমার নয়ন-তারা, লোকে বলে 'তারা তারা'—
তারা কি তার কাছে ?
জিনি কোটি শশী বদন-শশী
কত শশী পদে পড়েছে !
ভোলানাথ আসবে নিতে—দশমীতে,
এখনি ভাবতেছি তাই মনে।
(আমার) আঁধার ঘরের উজল মাণিক
ছেড়ে দিব কোন্ পরাণে ?
দুখ-পাসরা দুঃখিনীর ধন, আমার এই উমা-রতন
কে তারে করবে যতন ? শিব থাকে শ্মশানে।
তাঁর বাড়ীর ভিতর ভূতের আড্ডা,
ভূতে কি আর যত্ন জানে !

রামচন্দ্র মালী

৭১

ফিরে এলে গিরি কৈলাসে গিয়ে,
তত্ত্ব না পাইয়ে যার।
তোমার সেই উমা, এই এলো, সঙ্গে শিব-পরিবার।
এখন যন্ত্রণা এড়ালে, ওহে গিরিরাজ, গঞ্জনা দূরে গেল।
আমার মা কৈ, মা কৈ, ব'লে উমা ঐ, ব্যগ্রা হ'য়ে দাঁড়াল।
বলে—তোমার আশীর্ব্বাদে, আছি মা ভাল,
দুখিনীর দুখ্ ভাবতে হবে নাই।
মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুন্‌তে পাই—
উমা অন্নপূর্ণা হোয়েছেন কাশীতে,
রাজরাজেশ্বর হোয়েছেন জামাই।
শিবে এসে বলে—মা, শিবের সেদিন আর এখন নাই।
যারে পাগল পাগল বোলে, বিবাহের কালে,
সকলে দিলে ধিকার ;
এখন সেই পাগলের সব, অতুল বৈভব,
কুবের ভাণ্ডারী তার।
এখন শ্মশানে মশানে, বেড়ায় না মেনে,
আনন্দকাননে জুড়াবার ঠাঁই।
হোক্, হোক্, হোক্, উমা সুখে রোক্, সদাই হোত মনে।

ভিখারীর ভাগ্যে পড়েছেন দুর্গে,
তার ভাগ্যে এমন হবে কে জানে !
দুহিতার সুখ শুনিলে, গিরি,
যে সুখ হয় গো আমার ;
আছে যার কন্যা, সেই জানে,
অন্যে কি জানিবে আর।
যদি পথিকে কেউ বলে, ওগো উমার মা,
উমা ভাল আছে তোর ;
যেন করে স্বর্গ পাই, অমনি ধেয়ে যাই,
আনন্দে হ'য়ে বিভোর।
শুনে আনন্দময়ীর আনন্দ সংবাদ,
আনন্দে আপনি আপনা ভুলে যাই।

রাম বসু

৭২

এলি গো কৈলাসেশ্বরী আমার অন্নপূর্ণা।
তুই নাকি মা কাশীধামে জীবকে বিলাস্ অন্ন।
গিরি বল্‌ছেন আসি,
মোক্ষময়ী শিবের কাশী,
কাশীর গতি, উমাশশী, নাই নাকি মা তোমা ভিন্ন।

আমি জানতাম শিব ভিখারী,
ভিখারিণী তুই শঙ্করী।
শুনিলাম—রাজ-রাজেশ্বরী, লোকে কয় ধন্য।
শুনে মনে ভাবনা এই,
ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রসবে যেই,
আমার কন্যা তুই কি মা সেই, জীবে যিনি দেন চৈতন্য।
জগতের মা, মা বলিস্ মা,
এর চেয়ে কি ভাগ্য উমা,
আমার মত কার আছে মা, কপাল প্রসন্ন।
জগৎ ভুলে যার মায়ায়,
ভুলেছে সে আমার মায়ায়,
একবার কোলে মা আয়, মা আয়, মনোবাঞ্ছা করি পূর্ণ।

রসিকচন্দ্র রায়

৭৩

দেখে যা গো নগরবাসী,
অঙ্গনে উদয় আমার উমা অকলঙ্ক শশী।
একে উমার রূপের নাহিক ত্রুটি, হেরিলে না ফেরে দিঠি,
মেয়ের কাছে মেয়ে ছুটি, কোটি গগন-শশী ছুবি।

শুনেছি নারদের মুখে, সবে আমার প্রাণ-উমাকে,
ব্রহ্মময়ী ব'লে ডাকে, যোগে ভাবে যোগী-ঋষি।
অন্ধ চণ্ডীদাসে ভণে, রাণী তোমার উমাধনে,
(মা) দেখাইলে জগজ্জনে,
(কেবল) আমি কি গো এত দোষী॥

অন্ধ চণ্ডী

৭৪

গা তোল, গা তোল উমা, রজনী প্রভাত হলো।
মঙ্গল আরতি হবে, উঠ মা সর্ব্বমঙ্গলে।
যামিনী হইল গত, উদয় মা দিন-নাথ,
অলসে ঘুমাবে কত, চাঁদ-বদনে মা মা বল।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ করিতেছেন আগমন,
পূজিতে ও শ্রীচরণ—করে জবা-বিল্বদল।
তিন দিন রাখিয়ে বুকে, করি মা জনম সফল।
তুমি মা যাবে কৈলাসে, কি উপায় এ দাসের দাসে,
নীলকণ্ঠের বার মাসে বার রিপু প্রবল হলো॥

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়

৭৫

এসেছিস্ মা—থাক্ না উমা দিন-কত।
হয়েছিস্ ডাগর-ডোগর, কিসের এখন ভয় এত?
বলিস্ যদি আনি মা, জামাই,
সকালে লোক কৈলাসে পাঠাই,
সবাই মিলে করবো যতন, যোগাব তার মন-মত।
খল কপট তো নাইক তার মনে,
যে ডাকে, সে ফেরে তার সনে,
মান-অভিমান তার মনে নাই, কুচুটে তো তুই যত।
এখন বুঝি ঘর চিনেছিস্, তাই হয়েছি পর,
কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দিতিস্, নিতে এলে হর।
সঁপে দিছি পরের হাতে, জোর আমার তো নাই তত॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

৭৬

বোঝাব মায়ের ব্যথা, গণেশকে তোর আট্‌কে রেখে।
মায়ের প্রাণে বাজে কেমন, জান্‌বি তখন আপনি ঠেকে॥
তো বিনা কে আছে আমার, গিরিপুরী ছিল আঁধার,
পাঠাব না তোরে তো আর, নিতে এলে কৈলাস থেকে॥

জামাই সে তো পেটের ছেলে. দোষ কি হবে হেথা এলে,
বেড়ান তিনি নেচে খেলে, রাজা গিয়ে আন্‌বে ডেকে ॥
বেড়ায় তো সে যেথায় সেথায়, যে ডাকে, সে তার কাছে যায়,
রাজার জামাই থাক্‌বে হেথায়, প্রাণ জুড়াবে যুগল দেখে ।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বিজয়া

বিজয়া

৭৭

নন্দি, গিরি-নন্দিনী—ত্রিনয়নের নয়ন-তারা।
তারা-হারা হ'য়ে আমি, হ'য়ে আছি রে তারা-হারা
যে দিন তিন দিন ব'লে গেছে রে সেই দিন-তারা,
সেই দিনে তখনি আমি দেখেছি রে দিনে তারা,
তারা-শোকে বহিছে তারায় তারাকারা ধারা ॥
ব'সে যোগাসনে সেই তারা-রূপে, যারা আছে
রে তারা সঁপে,
ও রে নন্দি, তারা কি ধন জেনেছে তা'রা।
তোরা কি এত কাল মিথ্যা ঘরে কাল হরিলি,
জ্ঞান হয় রে জ্ঞান-চক্ষে মোর তারা না হেরিলি,
জলাভাবে আকুল—সিন্ধু-কূলে থেকে তোরা ॥

দাশরথি রায়

৭৮

কাল এসে, আজ উমা আমার যেতে চায়!
তোমরা বল গো, কি করি মা,
আমি কোন্ পরাণে উমাধনে মা হ'য়ে দিব বিদায়!
হ'য়েছিল বড় সুখ, মা'র কথা শুনে ফাটে বুক,
মাগো, তোমরা ব'লে ক'য়ে বুঝাইয়ে ক্ষান্ত কর প্রাণ-উমায়।
ছ-মাস ন-মাস নয়, এসে দশ দিনতো থাক্‌তে হয়,—
মাগো, সে দশেতে দশমী হ'লে কি হবে আমার দশায়!
উমা হইল সন্তানের মাতা, মা'র কেমন প্রাণ বুঝলে না তা,
ওগো, পরের যে ছেলে জামাতা, এ প্রাণ কাঁদ্‌লে তার কি দায়!

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়

৭৯

শিহরি মা মনে হ'লে, কাল সকালে নিয়ে যাবে।
মরি ত্রাসে কৈলাসে গে, কেমনে মা দিন কাটাবে॥
রবি-শশী নাহি হেরে, ঘন মেঘে রাখে ঘেরে,
ভূতদানা তার সদাই ফেরে, মুখপানে তার কেবা চাবে॥
ভিক্ষে ক'রে আন্‌লে পরে, তবে হাঁড়ি চড়্‌বে ঘরে,
মন বোঝাব কেমন ক'রে, কপালপোড়া কে ঘোচাবে॥

আপনি ঝোঁকে ক্ষেপা থাকে, মানুষ নয়, বোঝাব কা'কে,
সে দেখ্‌বে কি দেখ্‌বি তাকে—নিত্য ভাং ধুতুরা খাবে ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

৮০

কালকে ভোলা এলে, বল্‌বো—উমা আমার নাইকো ঘরে।
কনক-প্রতিমা আমার পাঠিয়ে দেব কেমন ক'রে!
বলে বলুক যে যা বলে, মানবো না আর জামাই ব'লে ;
যায় যাবে সে, গেলে চলে—যা হয় তখন দেখবো পরে।
কারু বাপের কড়ি পেয়ে, বেচে কি খেয়েছি মেয়ে,
উমা গেলে কারে নিয়ে, রব আর পরাণ ধ'রে।
আঁচল ধ'রে পাছে ছোটে, ঘুমিয়ে উমা চমকে উঠে,
শ্বশুর-ঘর কি জানে মোটে, কত ব'কি তারি তরে ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

৮১

আমার ঐ ভয় মনে, বিজয়া-দশমী-দিনে
অকূলে ভাসাইয়ে যাবে শিবে শিব-ভবনে।
নবমীর নিশি হ'লে অবসান,
অন্ধকার ক'রে হবে অন্তর্দ্ধান,
করিবেন দুর্গে স্বস্থানে প্রস্থান নিজ-পরিবার সনে।

তাই করি প্রার্থনা করি জোড় হাত,
যেন এ যামিনী আর না হয় প্রভাত,
আর যেন উদয় হয় না দিননাথ,
এই ভিক্ষে চরণে ॥

দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরী

৮২

রজনী জননী, তুমি পোহায়ো না ধরি পায়,
তুমি মা সদয় হ'লে উমা মোরে ছেড়ে যায়।
সপ্তমী, অষ্টমী গেল, নিঠুর নবমী এল,
শঙ্করী যাইবে কাল, ছাড়িয়ে দুখিনী মায়।
তুমি হ'লে অবসান, আমি হ'ব গতপ্রাণ,
বিজয়া-গরল পান করিয়ে ত্যজিব প্রাণ ॥

অজ্ঞাত

৮৩

ওরে নবমীনিশি, না হইও রে অবসান।
শুনেছি দারুণ তুমি, না রাখ সতের মান ॥
খলের প্রধান যত, কে আছে তোমার মত—
আপনি হইয়ে হত, বধ রে পরেরই প্রাণ ॥

প্রফুল্ল কুমুদবরে সচন্দন লয়ে করে,
কৃতাঞ্জলি হৈয়ে তোমার চরণে করিব দান।
মোরে হৈয়ে শুভোদয়, নাশ দিনমণি-ভয়,
যেন না সহিতে হয় রে শিবের বচন-বাণ॥
হেরিয়ে তনয়া-মুখ, পাসরিলাম সব দুঃখ,
আজি সে কেমন সুখ হতেছে স্বপন-জ্ঞান।
কমলাকান্তের বাণী, শুন ওগো গিরিরাণি!
লুকায়ে রাখ না মারে হৃদয়ে দিয়ে স্থান॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৮৪

যেয়ো না, রজনি, আজি ল'য়ে তারাদলে।
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যা'বে!
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!
বার মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি; কি সান্ত্বনা-ভাবে—
তিনটি দিনেতে, কহ লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়া'বে?

তিন দিন স্বর্ণ দীপ জলিতেছে ঘরে
দূর করি' অন্ধকার ; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণকুহরে।
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী।

মধুসূদন দত্ত

৮৫

যেও না, যেও না, নবমী রজনি,
সন্তাপহারিণী লয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি দয়াময়ি, উমা আমার যাবে চলে।
তুমি হ'লে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ,
প্রভাত-শিশিরে আমায় ভাসাবে নয়ন-জলে।
প্রভাত-কাকলী-গান কাঁদাবে মায়ের প্রাণ,
উষার আলোকে প্রাণ উঠিবে রে জলে।
হৃদয়েতে মেনকার, উমা হেন পুষ্পহার,
শুখাইবে বিজয়ার বিরহ-অনলে।

নবীনচন্দ্র সেন

৮৬

শুন গো রজনি, করি মিনতি তোমারে।
অচলা হও আজকার তরে, অচলারে দয়া ক'রে !
সাধে কি নিষেধে দাসী, তুমি অস্তে গেলে নিশি,
অস্তে যাবে উমাশশী, হিমালয় আঁধার ক'রে।
কি বল্‌বো তোমায় যামিনি, তুমি ত অন্তর্যামিনী,
অন্তরের ব্যথা আপনি, সকলি জান অন্তরে ॥

হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ)

৮৭

নবমী নিশি পোহাল, কি করি, কি করি বল।
ছেড়ে যাবে প্রাণের উমা, দেখ না বিজয়া এল ॥
বৎসরাবধি পরে তারা, আনন্দ করিলেন ধরা,
যায় কিসে দুঃখপশরা, আমারে বল ;
নবমী নিশি প্রভাত, একি দেখি বিপরীত,
উমা হ'য়ে চমকিত, নত শিরেতে রহিল।
(ওহে গিরি) বাণী শুনি বজ্রাঘাত, করি শিরে করাঘাত,
কেন রে হলি প্রভাত, নবমী বল !

পুত্র-শোকে জীর্ণ-জরা, ভুলেছিলাম পাইয়ে তারা,
হই যদি তারাহারা জীবনে কি ফল বল ॥
ওগো গিরিপুরবাসী, বৎসরাবধি পরে আসি,
ত্রিরাত্র বাস উমাশশীর করা কি ভাল ;
পুরবাসী, করে ধরে, বুঝাও গিয়ে মহেশেরে,
উমা যাবেন দু দিন পরে, আজ্ঞা দেহ মহাকাল ॥
মহামায়ার মহামায়া, মুগ্ধ করিলেন অভয়া,
মা প্রকাশি নিজ-মায়া হ'লেন চঞ্চল।
কহে দীন খগপতি, দুঃখিতা তব প্রসূতি,
মায়ে ভুল না পার্ব্বতী, ত্যজ না মা হিমাচল ॥

রূপচাঁদ পক্ষী

৮৮

কি হলো নবমী নিশি, হৈলো অবসান গো।
বিশাল ডমরু ঘন ঘন বাজে, শুনি ধ্বনি বিদরে প্রাণ গো ॥
কি কহিব মনোদুঃখ, গৌরী পানে চেয়ে দেখ—
মায়ের মলিন হয়েছে অতি ও বিধু বয়ান ॥
ভিখারী ত্রিশূলধারী যা চাহে, তা দিতে পারি ;
বরঞ্চ জীবন চাহে, তাহা করি দান।

কে জানে কেমন মত, না শুনে গো হিতাহিত ;
আমি ভাবিয়ে ভবের রীত হয়েছি পাষাণী গো ॥
পরাণ থাকিতে কায়, গৌরী কি পাঠানো যায় ;
মিছে আকিঞ্চন কেন করে ত্রিলোচন !
কমলাকান্তেরে লৈয়ে, কহ হরে বুঝাইয়ে—
হর, আপনি রাখিলে রহে আপনার মান গো ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৮৯

ঐ দ্বারে বাজে ডম্বুর, হর বুঝি নিতে এল।
নবমী না পোহাইতে অমনি এসে দেখা দিল ॥
শুন হে অচলরায়, বল গিয়ে জামাতায়,
আমি পাঠাব না উমায়, দিগম্বরে যেতে বল।
এই জগত-মাঝারে, কন্যা গেলে বাপের ঘরে,
কার মেয়ে এমন ক'রে তিন দিনের বেশি
চার দিন না রয়।
হর এবার যান ফিরে, উমারে রাখিব ঘরে,
এতে যদি কৃত্তিবাসের মনেতে রাগ হয়—হ'লো ॥

অজ্ঞাত

৯০

জয়া, বল গো পাঠানো হবে না।
হর—মায়ের বেদন কেমন জানে না॥
তুমি যত বল আর, করি অঙ্গীকার, ও কথা আমারে
বোলো না।
ওগো, হৃদয়-মাঝারে রাখিব বাছারে, প্রহরী এ দুটি নয়ন।
যদি গিরিবর আসি কিছু কয়, জয়া, তখনি ত্যজিব জীবন॥
সবে মাত্র ধন, গৌরী মোর প্রাণ, তিন দিন যদি রয় না।
তবে কি সুখ আমার এ ছার ভবনে, এ দুঃখে প্রাণ
আমার রবে না॥
যাতনা কেমন, না জানে কখন, বিশেষে রাজার কুমারী।
আর কত দুঃখ পাবে সেখানে, জয়া, হর যে জনম-ভিখারী॥
ওগো, শ্মশানে মশানে লৈয়ে যায় সে ধনে,
আপনার গুণ কিছু জানে না।
আবার কোন্ লাজে হর এসেছেন লইতে ;
জানে না যে বিদায় দেবে না॥
তখন জয়া কহে বাণী, শুন শৈলরাণি,
উপদেশ কহি তোমারে।
কত বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত ঐ পদ, তুমি তনয়া ভেবেছ যাহারে।

কমলাকান্তের নিবেদন ধর, শিব বিনা শিবা পাবে না।
যদি জামাতা শঙ্করে পার রাখিবারে,
তবে তোমার গৌরী যাবে না ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৯০

দিও না আজ উমায় যেতে, ওগো মা মেনকারাণি!
আশুতোষে আশু তুষে, বিদায় কর গো এখনি।
হাসি হাসি উমা এলো, কেঁদে হলো এলোথেলো,
কেন আজি পোহাইল নবমী রজনী।
ভেবে চিন্তে উমাশশী, যেন রাহুগ্রস্ত শশী,
হানিল হৃদয়ে আসি কি শূল ত্রিশূলপাণি।

রসিকচন্দ্র রায়

৯১

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আঁধার ॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশ-মাতা, ডাকে বার বার।
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ না হলো বিদার ॥

তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায়, একি বিড়ম্বনা বিধাতার।
প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি রাজরাণী,
প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা সুধার ॥

রামপ্রসাদ সেন

৯৩

আমার গৌরীরে লয়ে যায়, হর আসিয়ে,
কি কর হে গিরিবর, রঙ্গ দেখ বসিয়ে।
বিনয় বচনে কত বুঝাইলাম নানামত ;
শুনিয়া না শুনে কাণে, ঢোলে পড়ে হাসিয়ে।
একি অসম্ভব তার, আভরণ ফণিহার,
পরিধান বাঘ-ছাল, ক্ষণে পড়ে খসিয়ে।
আমি হে রাজার নারী, ইহা কি সহিতে পারি ?
সোনার পুতলি দিলে পাথারে ভাসায়ে।
শুনি, গিরিবর কয়, জামাতা সামান্য নয়,
অণিমাদি আছে যার চরণে লোটায়ে।
কমলাকান্তের বাণী, কি ভাব শিখররাণি,
পরম আনন্দে গো তনয়া দেহ পাঠায়ে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৯৪

গিরি, যায় হে ল'য়ে হর প্রাণ-কন্যা গিরিজায়।
পার তো রাখ প্রাণের ঈশানী, বাঁচে পাষাণী, গিরি! যায়॥
রবে কুমারী, হবে গিরি, আশু পূর্ণ মানস,—
দিয়ে বিল্বদল যদি আশুতোষে আশু তোষ—
হবে যাতনা দূর, দুঃখহর হর-কৃপায়॥
নাথ, হর-চরণে যদি ধর, দোষ নাই হে ধরাধর!
চরণে ধ'রে তুমি হে নাথ, দিলে কন্যা যা'য়—
ধরাতে ধরিলে পদ, হরেন অনেকের আপদ,
মোর বচন ধর হে নাথ, ধর গঙ্গাধর-পায়!
ধরাতে গুণ ধরে যদি ঐ পদ ধরায়॥
নাথ, কিসে যাবে আর এ বেদন, ভিন্ন হর-আরাধন,
রাখিতে ঘরে তারাধন, নাহি অন্য উপায়,—
ম'জে অসার সম্পদে, হর-পদে না সঁপে মতি,
কেন মুক্তি-কন্যা তুমি হারা হও দাশরথি,
কি হবে, কাল এলো—আজি কি কালনিশি পোহায়॥

দাশরথি রায়

৯৫

ফিরে চাও গো উমা, তোমার বিধুমুখ হেরি।
অভাগিনী মায়েরে বধিয়ে কোথা যাও গো!
রতন ভবন মোর আজি হৈলো অন্ধকার,
ইথে কি রহিবে দেহে এ ছার জীবন।
এইখানে দাঁড়াও উমা, বারেক দাঁড়াও মা!
তাপের তাপিত তনু ক্ষণেক জুড়াও গো ॥
দুটি নয়ন মোর রইল চেয়ে পথপানে।
বোলে যাও, আসিবে আর কত দিনে এ ভবনে।
কমলাকান্তের এই বাসনা পুরাও—
বিধুমুখে মা বলিয়ে মায়েরে বুঝাও গো ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৯৬

এস মা, এস মা উমা, বলো না আর 'যাই' 'যাই'।
মায়ের কাছে, হৈমবতি, ও কথা মা বোল্‌তে নাই ॥
বৎসরান্তে আসিস্‌ আবার, ভুলিস্‌ না মায়, ও মা আমার।
চন্দ্রাননে যেন আবার, মধুর 'মা' বোল শুন্‌তে পাই।

এস সব পুরবাসিনী, আনন্দে দাও হুলুধ্বনি।
উমা যে অমূল্য মণি, আর এমন ধন ঘরে নাই।
জ্ঞান বলে গো গিরি-জায়া, সর্ব্বত্র র'ল হর-জায়া।
নয়ন মুদে দেখ না হৃদে, কোথা তোমার উমা নাই ?

জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ

৯৭

মা গো, রজনী প্রভাত হয়েছে !
ও মা, ডাকিছে বিহঙ্গ, পবন-তরঙ্গ
গন্ধভরে মন্দ মন্দ যে বহিছে ॥ (পবন),
ভানু যত তনু প্রকাশ করিছে, বিদায় দিতে তোমায়
বিজয়া বলিছে ;
দেই কেমনে, ভেবে সেই ভাব মনে, সদা আঁখি ঝুরে
আমার হৃদয় ফাটিছে ॥
চৈতন্যরূপিণী তুমি ব্রহ্মময়ী,
তুমি নাই যথায় এমন স্থান আর কৈ ;
তোমায় দিলে বিদায়, সকলই যে যায় ;
(মাগো) তোমায় অবলম্বন করি' এই জগৎ রয়েছে ॥

লোকে বলে, নিশি প্রভাত হয়েছে,
আমি দেখি, সে ত যেমন তেমনি আছে ;
নিশি প্রভাত হ'লে, মনের আঁধার যেত চলে ;
(মাগো) তবে বিদায় দিত তোমায়, এমন কে আর আছে।
কাঙ্গাল বলে মাগো, সহজ বুঝ আমার,
আবাহন বিসর্জ্জন নাই তোমার ;
তুমি নিত্য নিরঞ্জিনী, ভব-ভয়ভঞ্জিনী (মাগো)
নিত্য হৃদিপদ্মে জাগো, পূজি হৃদিমাঝে ॥

হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ)

———

জগজ্জননীর রূপ

জগজ্জননীর রূপ

৯৮

মায়ের মূর্ত্তি গড়াতে চাই, মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে।
মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে॥
করে অসি মুণ্ডমালা, সে মা-টী কি মাটির বালা,
মাটিতে কি মনের জ্বালা দিতে পারে নিবাইয়ে?
শুনেছি মা'র বরণ কালো, সে কালোতে ভুবন আলো,
মায়ের মত হয় কি কালো, মাটিতে রং মাখাইয়ে?
মায়ের আছে তিনটি নয়ন, চন্দ্র সূর্য্য আর হুতাশন,
কোন্ কারিগর আছে এমন, দিবে একটি নিরমিয়ে?
অশিবনাশিনী কালী, সে কি মাটি খড় বিচালি?
সে ঘুচাবে মনের কালি, প্রসাদে কালী দেখাইয়ে॥

রামপ্রসাদ সেন

৯৯

তুষার ধবল হ্রদে নীলিম নলিনী।
হর-হৃদি-মাঝে আমার শ্যামা মা জননী॥

রূপ সে তিমিররাশি, অথচ তিমির নাশি,
উজলিছে ত্রিভুবন জিনি সৌদামিনী ॥
সদা মনে অভিলাষ, কাটিয়ে সংসার-পাশ,
যতনে হৃদয়ে রাখি চরণ দুখানি ॥

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজা)

১০০

হের, হর-মনোমোহিনী, কে বলে রে কালো মেয়ে !
আমার মায়ের রূপে ভুবন আলো,
চোখ থাকে তো দেখ্ না চেয়ে ॥
বিমল হাসি ঘরে শশী, অরুণ পড়ে নখে খসি,
এলোকেশী শ্যামা ষোড়শী ;
ভ্রমর ভ্রমে কমল-ভ্রমে,
বিভোর ভোলা চরণ পেয়ে ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১০১

কে ও বিহরে, হর-হৃদি পরে, হর-মন হরে মোহিনী ।
চমকে অরুণ রবিশশী যেন, নখরে প্রখরে আপনি ॥

শোভিত প্রপদ, দেয় মোক্ষপদ, আপদে সম্পদদায়িনী।
চমকে নূপুর, আলো করে পুর, মণিময় পুরবাসিনী।
রজত-শিখরে, করে অসি ক'রে, শিশির-শিখর-নন্দিনী,—
যেন চরম সময়, মরমেতে হয়, কালী কালভয়বারিণী ॥*

কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী মির্জ্জা)

১০২

নাচ কে রে দিগম্বরী দিগম্বর হর-হৃদি পরে।
একি অপরূপ রূপের সিন্ধু, অর্দ্ধ-ইন্দু শোভে শিরে ॥
চপলা জিনি ত্রিনয়নী, চপলা জিনি দন্তশ্রেণী,
চপলা জিনি শীঘ্রগামিনী, চপলা-রূপে আলো করে ॥
অমিয়া জিনি মুখশোভা তায়, অমিয়া সম শ্রমজল তায়,
অমিয়া সম পিকভাষে গায়, অমিয়া-রূপে সুধাক্ষয় ॥
কেশরী জিনি বিক্রম জ্ঞান, কেশরী জিনি কঙ্কালী ক্ষীণ,
কেশরী জিনি নাদ সঘন, গৌরমোহন হেরি হেরে ॥

গৌরমোহন রায়

---

* 'বাঙ্গালীর গান' নামক গ্রন্থে এই গানটি শ্রীধর কথকের লেখা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু 'সঙ্গীত মুক্তাবলী', 'সঙ্গীত কোষ' প্রভৃতি পুস্তকে ইহার রচয়িতা-হিসাবে কালী মির্জ্জার নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

১০৩

উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে।
আমরা নৃত্য করি সঙ্গে!
দশদিক্ আঁধার করে মাতিল দিক্-বসনা,
জ্বলে বহ্নি-শিখা রাঙা রসনা,
দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে!
কালো কেশ উড়িল আকাশে,
রবি সোম লুকাল তরাসে,
রাঙা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে,
ত্রিভুবন কাঁপে ভুরু-ভঙ্গে!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৪

মদ-মত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়।
নিবিড় কুন্তলদল বিজড়িত পায় পায়॥
নখরে অরুণ ছোটে, পদ-চিহ্নে পদ্ম ফোটে,
মকরন্দ-গন্ধ-অন্ধ ভৃঙ্গবৃন্দ গুঞ্জি ধায়।
অট্টহাস্য অবিরত, তড়িত প্রকট কত,
উজ্জ্বল ঝলকে আলো কালবরণ-ঘটায়॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১০৫

কে ও কামিনী শ্মশানবাসিনী,
শোভিত অলক্তরেখা চরণ দুখানি,
দ্বিভুজা কৃপাণী করে, অভয়া সভয়া বরে,
আশুতোষ-হৃদি-পরে বিহারকারিণী।
মাভৈ মভৈ রবে, হুহুঙ্কার করে শিবে,
নাচিছে ভবানী ভবে, শিব-সীমন্তিনী।
দ্বিজ কালিদাস কয়, মন মা গো ঐ পায়,
না রহিবে ভব-ভয়, শিব-বাক্য জানি।

কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়

১০৬

বিষমোজ্জ্বল জ্বালা বিভাসিত কপাল,
খল খল করালহাসিনী।
সদ্যচ্ছেদিত নরমুণ্ড-শোভিত কর,
ঘোর গম্ভীর কাদম্বিনীবরণী, ভীমা ভুবনত্রাসিনী,
অতি বিশাল বদনমণ্ডল—
লক্ লক্ রুধির-লোলুপ-রসনা,

রুধির-ধার-স্রুত বিপুল দশনা,
অস্থিচর্ম্মসার, কঙ্কাল হার—
বিভূষিত দিক্‌বসনা ব্যোমগ্রাসিনী।
অতি ক্ষীণ কটী বেষ্টিত নর-কর-কিঙ্কিনী,
মহাকাল কামিনী, উৎকট আসব পান-মগনা,
রক্তনয়না শবাসনা বিভীষণা,
নিবিড় মেঘজাল লটপটকেশী, নরমাংসাশী—
ঈশান-মর্দ্দিনী টলটল মেদিনী!
ভয়ঙ্করী ভীষণা শ্মশান-বাসিনী।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১০৭

রাঙ্গা কমল রাঙ্গা করে, রাঙ্গা কমল রাঙ্গা পায়,
রাঙ্গা মুখে রাঙ্গা হাসি, রাঙ্গা মালা রাঙ্গা গায়।
রাঙ্গা ভূষণ রাঙ্গা বসন, রাঙ্গা মায়ের ত্রিনয়ন,
কত রাঙ্গা রবি-শশী, রাঙ্গা নখে প'ড়ে হায়!
পদ্ম-ভ্রমে পদতলে, পড়ে অলি দলে দলে,
এলোকেশী কে রূপসী, ডাক্‌লে তাপিত প্রাণ জুড়ায়॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১০৮

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হ'য়ে গিরিগুহাবাসী।
অনন্ত আঁধার কোলে, মহানির্ব্বাণ হিল্লোলে,
চিরশান্তি পরিমল, অবিরল যায় ভাসি।
মহাকাল রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি,
সমাধি মন্দিরে (ওমা) কে তুমি গো একা বসি!
অভয় পদকমলে, প্রেমের বিজলী জ্বলে,
চিন্ময় মুখমণ্ডলে, শোভে অট্ট অট্ট হাসি।*

অজ্ঞাত

১০৯

কে বলে আ মরি! তোমায় দিগম্বরী,
শবাসনা বিবসনা ভয়ঙ্করী।
জ্ঞান-নেত্রে আমি চেয়ে দেখি, তুমি
সর্ব্বময়ী সর্ব্বমঙ্গলা সুন্দরী।

---

* সঙ্গীতটি স্বামী বিবেকানন্দের অতি প্রিয় ছিল। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ইহা তাঁহারই রচনা। কিন্তু তাঁহার রচিত কোনও পুস্তক-মধ্যে ইহা দেখি নাই।

বিশ্ব তবোদরে, তুমি বিশ্বোদরী,
পালন করি' বিশ্ব, নাম বিশ্বম্ভরী ॥
অসীম অম্বরে সম্বরিতে নারে ; (জননী গো)
তাইতে নাম ধরেছ ব্রহ্মময়ী দিগম্বরী ॥
অসুর সংহারে উদ্যত অশনি,
ভক্ত-সাধকের হৃদে প্রশান্তরূপিণী।
সভয়ে অভয়া সম্পদে বিজয়া (জননী গো)
তুমি মহানিদ্রা নিদ্রামায়া মহেশ্বরী।
লোকে দেখে তোমার চরণতলে শব,
আমি দেখি তোমার চরণেতেই সব ;
শিবের প্রকৃতি শিবে কর স্থিতি ; (জননী গো)
তোমার চরণ-চন্দ্রে প্রকাশ শিব, চন্দ্র, হরি।

হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ)

১১০

কে বলে কালী কাল আশীবিষভূষণ।
নাহি বাস দিক্‌বাস শব শিব আসন ॥
অরূপা ব্রহ্মরূপিণী, শ্যামা তাই শ্যামবরণী।
সভয়ে অভয়পাণি, কৃপাহীনে কৃপাণ ॥

যিনি বিশ্ব-আবরণ, কে করে তাঁর আবরণ।
কি ছার তাঁর ভূষণ, যিনি সর্ব্ব নিদান॥
চরণেতে নহে শব, প্রকৃত এ সদাশিব,
পরিহর ভ্রম ভাব প্রেমিকের মূঢ় মন।
ঘোর দৈত্য-নাশ-কালে, ভব ভীমরূপে ভুলে,
জীবন্মুক্ত হবার ছলে করেছেন দেহ অর্পণ॥

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (প্রেমিক)

১১১

কে রে বামা নিবিড় নীরদবরণী।
পদনখে কোটি চন্দ্র তিমিরহারিণী॥
দেব দেবাদিপতি, মানসে পূজিতে মতি,
অপার মহিমা জেনে, পদতলে ত্রিশূল-পাণি।
জগতদুর্ল্লভ তুমি, পুরাণে শুনেছি আমি,
অসার সংসার, সারাৎসার, হয়েছ আপনি।
দ্বিজ নবীন ভাবে তাই, শ্রীচরণ কবে পাই,
পাইলে জনম সফল, মোক্ষপদ সামান্য গণি॥

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

১১২

নীলবরণী কে কামিনী, কন্দর্প-দর্পহারিণী,
নবঘনে সুশোভিত জিনি কোটি সৌদামিনী ॥
কি কাজ ঘরে নগরে, ডোব সে রূপ-সাগরে,
নাম-সুধা ধর অধরে, ভাব রে দিবা-যামিনী।
কিবা ধর্ম্ম কাম অর্থ, মহাদেব যা'য় উন্মত্ত,
যোগীর যোগে পরম তত্ত্ব, নিত্য চিন্তেন চিন্তামণি ॥
অন্তর্বাহ্য শাস্ত্র তর্কে, আধারাদি ষটচক্রে,
দেখ চন্দ্রানন অর্কে, সহস্র দল দামিনী।
যাঁর মায়ায় মুগ্ধ জীব, যাঁর কৃপায় মুক্ত শিব,
যে নামে নাশে অশিব, শ্যামাচরণে তারিণী ॥

শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী

১১৩

জয় নীলবসনা, পদ্মাসনা বিমল উজ্জ্বল বরণে।
মধুর-হাস তমোবিনাশ, মনবিকাশ স্মরণে।
নগবালা নব নলিনীমাল, নব নীরদ কেশজাল,
নব নিশাকর-শোভিত ভাল, তড়িত জড়িত চরণে।
তন্ময়ী তারা ত্রিতাপতারিণী, শরণাগত-শমনবারিণী,
পরমা প্রকৃতি প্রমথচারিণী, দুর্গে দুখহরণে ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১১৪

মহিষমর্দ্দিনী-রূপে ভুবন করে উজ্জ্বল।
অমল কমলদল, নিন্দিত চরণ-তল,
শশধর-নিকর নখররূপে প্রকাশিল ॥
রতন নূপুর সাজে, কটি-তটে কিঙ্কিণী বাজে,
বিরাজে যোগিনী-মাঝে করি কুতূহল ;
মৃদুহাস সুধাভাষ সুর-নর-ত্রাস-নাশ,
এই অকিঞ্চন-আশ, দেহি শ্রীচরণে স্থল ॥

রঘুনাথ রায় (দেওয়ান)

১১৫

কে ও একাকিনী, কাহার রমণী, শশি-শোভা জিনি মসীবরণী।
দশনে রসনা ধরা, বদনে রুধির-ধারা, করালবদনী।
এ নব বয়সী, ঘোর রূপা মুক্তকেশী, শোভে দীর্ঘ বেণী।
গলে দোলে মুক্তাহার, কটি-তটে নর-কর-রচিত কিঙ্কিণী ॥
পয়োধর পীনোন্নত, রুধির-ধারে আবৃত বিকটরূপিণী।
মৃত শিশু শ্রুতিমূলে, অর্দ্ধচন্দ্র সাজে ভালে, হেরি বিবসনী ॥

অসি মুণ্ড বাম করে, দক্ষিণে অভয় বরে, রণে রণরঙ্গিণী।
ভীমবেশা ভয়ঙ্করী, ভব-হৃদি পদ ধরি, দক্ষিণারূপিণী ॥
চতুর্দ্দিকে শিবা ঘেরি, শ্মশানালয়ে শঙ্করী অট্ট অট্ট হাসিনী।
চন্দ্রে দেহি এই জ্ঞান, অন্তে করি তব ধ্যান কালী ত্রিনয়নী ॥

মহাতাব চাঁদ (মহারাজা)

১১৬

নীলবরণী, নবীনা রমণী,
নাগিনী জড়িত জটা বিভূষণী।
নীল নলিনী, জিনি ত্রিনয়নী,
নিরখিলাম নিশানাথ-নিভাননী ॥
নিরমল নিশাকর কপালিনী,
নিরুপমা ভালে পঞ্চ রেখাশ্রেণী,
নৃকর চারুকর সুশোভিনী
লোল রসনী করালবদনী ॥
নিতম্বে বেষ্টিত শার্দ্দূল-ছাল,
নীলপদ্ম করে করি করবাল,
নৃমুণ্ড খর্পর অপর দ্বিকর,
লম্বোদরী লম্বোদর-প্রসবিনী ॥

নিপতিত পতি শব-রূপে পায়,
নিগমে ইহার নিগূঢ় না পায়,
নিস্তার পাইতে শিবের উপায়,
নিত্যা সিদ্ধা তারা নগেন্দ্রনন্দিনী ॥

শিবচন্দ্র রায় (মহারাজা)

১১৭

উর্দ্ধ জটাজুট গভীর নিনাদিনী।
উগ্রতুণ্ডা ভীমা অশিব-বিমর্দ্দিনী ॥
দনুজ হ্রাস ত্রাস, লক্ লক্ রসনা,
অসুর-শির-চূর, ভীষণ দশনা,
ধিয়া তাধিয়া ধিয়া, টল টল মেদিনী ॥
নর-কর-বেষ্টিত কপালমালিনী,
রুধির-অধরা তারা, শিশুশশী-ভালিনী,
নয়ন-জলন-জ্বালা, সুর-হৃদি-বন্দিনী ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১১৮

অপরূপা কে ললনা হেরি রক্তাম্বুজাসনা,
কিঙ্কিণী মণি রচিত, মুকুট শিরোভূষণা।
কুটিল কুন্তলজাল, আবৃত মুখমণ্ডল,
ওষ্ঠ জিত বিম্বফল, প্রফুল্ল পঙ্কজাননা॥
ধনুসদৃশ ভ্রুলতা, ত্রিনয়ন সুশোভিতা,
সহাস্য বদনান্বিতা, মধু মধুরবচনা।
বিগলিত মুক্তাহার, যুক্ত নব পয়োধর,
হেম কর্ণপূর, মনোহর আভরণা॥
কাঞ্চিযুক্ত নিতম্বিনী, ললিত ত্রিবলীশ্রেণী,
চতুর্ভুজ বিধায়িনী, রক্তাম্বর-পরিধানা।
পাশাঙ্কুশ যুগ্মকরে, ধনুর্ব্বাণ শোভে অপরে,
রোমাবলী অঙ্গোপরে উরু কদলী-তুলনা॥
নিম্ন নাভি সরোবর ; শ্রীপদ কচ্ছপাকার,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বন্দিত চারু চরণা॥
তাম্বুলপূর্ণ বদন, অঙ্গে কুঙ্কুম লেপন,
গূঢ় গুলফ্ সুশোভন, স্বচ্ছ নব দীপ্তমানা॥
জগদানন্দ জননী, বিশ্বাকর্ষণকারিণী
ব্রহ্মাণ্ডে বীজরূপিণী, জবাকুসুমবরণা।

নাশ করে তুরদৃষ্ট, মুক্ত করি ভব-কষ্ট
চন্দ্রের এই মনোভীষ্ট, ষোড়শী ভব-অঙ্গনা ॥

মহাতাব চাঁদ (মহারাজা)

১১৯

ভুবনেশ্বরী মার রূপে নাহিক ভুবনে সীমা।
রক্তবর্ণা পদ্মাসনা, ত্রিলোচনী সুভূষণা,
প্রভাকর উত্তমাঙ্গে, অর্দ্ধভাগা চন্দ্রমা ॥
পাশাঙ্কুশ বরাভয়, চারি করেতে শোভয়,
অলঙ্কার মণিময়, নাহি তার উপমা ॥
মহাবিদ্যা আরাধিতে, সদাশিব সমাধিতে,
করতলে ইষ্টসিদ্ধি, অষ্টসিদ্ধি অণিমা॥

শিবচন্দ্র সরকার

১২০

একি রূপ নয়নে করি নিরীক্ষণ—
কে পারে স্বরূপ রূপ করিতে বর্ণন ॥
জিনিয়ে কোটি অরুণ, অঙ্গের হেরি বরণ,
বসন তরুণারুণ তাহে সুশোভন।
উচ্চ পীন পয়োধর, তাহে বহে রক্তধার,
মুণ্ডমালা ভয়ঙ্কর গলে বিভূষণ ॥

জপমালা এক করে, জ্ঞানমুদ্রা ধরে পরে,
দ্বিকরে অভয় বরে, করেন ধারণ ॥
সহ চন্দ্রকান্তমণি, মুকুটশিরোধারিণি,
হে ভৈরবী ত্রিনয়নী, দেহি চন্দ্রে শ্রীচরণ ॥

মহাতাব চাঁদ (মহারাজা)

১২১

কে ও বিবসনা, রুধিরে মগনা, রক্তবর্ণা কার নারী।
কমল কর্ণিকোপরি, যোনিরূপা যন্ত্র হেরি,
বিপরীত রতিকারী, রতিকাম তদুপরি ॥
তদূর্দ্ধে বিরাজমানা প্রত্যালীঢ় চরণা,
মুণ্ডমালা বিভূষণা, ত্রিনয়না শঙ্করী।
গলে অস্থিমালা স্থিতা, মুক্তকেশ সুশোভিতা,
শিরে সর্প বিভূষিতা, লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করী !
শিরশ্ছেদ স্বয়ং করে, বাম করতলে ধরে,
শোভিত অসি অপরে, চমৎকার মাধুরী।
কণ্ঠ-নির্গত ত্রিধার, রুধির তার একধার,
ধরে নিজাধরোপর, ভীমরূপা ক্ষেমঙ্করী ॥

উন্মত্তা উলঙ্গিনী, পার্শ্বদ্বয়ে দ্বিযোগিনী,
শেষ দ্বিধার-ধারিণী, বিস্তার বর্ণন করি।
করি কৃপাবলোকন, শ্রীচরণে দিও স্থান,
চন্দ্রের এই নিবেদন, ছিন্নমস্তা শুভঙ্করী ॥

মহাতাব চাঁদ (মহারাজা)

১২২

বিষণ্ণা এ কার নারী চিনিতে নারি !
কৃষ্ণবর্ণা ধূমাবতী, পয়োধর নত অতি,
কলহ করিতে মতি, মলিনাংশুপরি।
কাকধ্বজ রথে বালা, ক্ষুধাতুরা সচঞ্চলা,
দশনাবলি বিরলা, দীর্ঘকায়া হেরি।
শূর্প বাম করে ধরে, অপর সহিত বরে,
দ্বিকরে কি শোভা করে, আ মরি মরি ॥
কুটিল নাসিকা নত নয়ন কোটরস্থিত,
চন্দ্রে শ্রীচরণাশ্রিত কর শঙ্করী ॥

মহাতাব চাঁদ (মহারাজা)

১২৩

একি রূপ অপরূপ করি নিরীক্ষণ, অসাধ্য বর্ণন।
রূপের মাধুরী হেরি জুড়াল নয়ন ॥
মণি মণ্ডপোপরে, রত্নবেদী শোভা করে,
সিংহাসন তদুপরে অতি সুগঠন।
সিংহাসনে বিরাজমান, উজ্জ্বল পীতবরণ,
পীতাম্বর পরিধান, তাহে সুশোভন ॥
কিবা শোভে আভরণ, পুষ্পমাল্য বিভূষণ,
সুগন্ধি অঙ্গে লেপন, কুসুমচন্দন।
সব্যে শত্রু জিহ্বা ধরি, মুদ্গর দক্ষ করে করি,
ক্রোধিতা হয়ে শঙ্করী করেন তাড়ন ॥
বগলা করুণা করি, চন্দ্রে দিয়ে চরণ-তরী,
পার কর ভব-বারি, লইলাম শরণ ॥

মহাতাব চাঁদ (মহারাজা)

১২৪

অপরূপ কামিনী, নীরদ বরণী, শশধর আভা জিনি।
কলানাথ শোভা শিরে, সিংহাসনাসন করে,
বিরাজিতা তদুপরে, চতুর্ভুজধারিণী ॥

খেট খড়্গা যুগ করে পাশাঙ্কুশ ধরাপরে,
চন্দ্রে তার কৃপা করে, হে মাতঙ্গি ত্রিনয়নী ॥

মহাতাব চাঁদ (মহারাজা)

১২৫

একি রূপ হেরি নয়নে, বর্ণের লাবণ্য সুদুষ্কর বর্ণনে।
প্রফুল্ল কমলাসন, তদুপরি কৃত্তাসন, চপলাজিত বরণ,
মৃদুহস্তি চন্দ্রাননে ॥
সুললিত চতুর্ভুজ, সব্যে অভয় অম্বুজ, দক্ষিণে বর
সরোজ অতি সুশোভন।
বিগলিত মুক্তাহার, শোভা পয়োধর পর,
কমলা করুণা কর, চন্দ্রে রাখ শ্রীচরণে ॥

মহাতাব চাঁদ(মহারাজা)

১২৬

কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভুজা এ নারী কে ভয়ঙ্করী।
পাষাণ ডমরু শূল কপাল করে করি ॥
হিমাংশুকলা শেখরে, ঊর্দ্ধপিঙ্গ জটাশিরে,
শুক্লদন্ত ভয়ঙ্করে, ভয়ানক বেশ হেরি ॥

এই নিবেদন করি, চন্দ্র-প্রতি কৃপা করি,
ভদ্রকালী ভয়হারী, সদয়া হও শঙ্করী ॥

মহাতাব চাঁদ (মহারাজা)

১২৭

ও কে রে মনোমোহিনী—
ঐ মনোমোহিনী ॥

ঢল ঢল ঢল তড়িৎ ঘটা, মণি মরকত কান্তি ছটা।
একি চিত্ত ছলনা, দৈত্য দলনা, ললনা নলিনী বিড়ম্বিনী ॥
সপ্ত পেতি সপ্ত হেতি, সপ্তবিংশ নয়নী।
শশীখণ্ড শিরোসী, মহেশ উরসী, হরের রূপসী একাকিনী ॥
ললাট ফলকে, অলকা ঝলকে, নাসানলকে, বেসরে মণি।
মরি! হেরি একি রূপ, দেখ দেখ ভূপ, সুধা-রস-কূপ
বদনখানি ॥
শ্মশানে বাস, অট্টহাস, কেশপাশ কাদম্বিনী।
বামা সমরে বরদা, অসুর-দরদা, নিকটে প্রমোদা—প্রমাদ
গণি ॥
কহিছে প্রসাদ, না কর বিবাদ, পড়িল প্রমাদ, স্বরূপে গণি।
সমরে হবে না জয়ী রে, ব্রহ্মময়ীরে, করুণাময়ীরে বল জননী ॥

রামপ্রসাদ সেন

১২৮

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব আবেশে,
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানব-দলে, ধরি করতলে,
গজ গরাসে ॥
কে রে কালীয় শরীরে, রুধির শোভিছে, কালিন্দীর জলে
কিংশুক ভাসে।
কে রে নীলকমল, শ্রীমুখমণ্ডল, অর্দ্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে ॥
কে রে নীলকান্ত মণি নিতান্ত, নখর নিকর, তিমির নাশে ;
কে রে রূপের ছটায়, তড়িত ঘটায়, ঘন ঘোর রঁবে, উঠে
আকাশে।
দিতিসুতচয়, সবার হৃদয়, থর থর থর, কাঁপে হুতাশে।
মা গো, কোপ কর দূর, চল নিজ-পুর, নিবেদে
শ্রীরামপ্রসাদ দাসে ॥

রামপ্রসাদ সেন

১২৯

রঙ্গে নাচে রণ-মাঝে, কার্ কামিনী মুক্তকেশী।
হৈয়ে দিগম্বরী ভয়ঙ্করী, করে ধরে তীক্ষ্ণ অসি ॥
কে রে তিমিরবরণী বামা, হৈয়া নবীনা ষোড়শী।
গলে দোলে মুণ্ডমালা, মুখে মৃদু মৃদু হাসি ॥

বিনাশে দনুজগণে, দেখে মনে ভয় বাসি !
স্থাথ, শবছলে চরণতলে, আশুতোষ পড়িল আসি ॥
কে রে, ডাকিনী যোগিনী, মায়ের সঙ্গে ফেরে অহর্নিশি।
ঘন ঘন হুহুঙ্কারে, দিতির নন্দন নাশি ॥
কমলাকান্তের মন অন্য নহে অভিলাষী।
আমার কালো রূপ অন্তরে ভেবে, সদানন্দ সদা খুসী ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

১৩০

এলোকেশী এলো কে রণে, কালবরণে।
ত্রিলোকী আলো করে—সে রূপের কিরণে ॥
অপরূপ মনোলোভা, রণস্থল করেছে শোভা।
হেরিলে সে রূপের আভা, প্রভা বয় গো নয়নে ॥
দ্বিজ শিবচন্দ্র বলে, যে হেরিনু রণস্থলে।
পতি তো পতিত পায় শবরূপে চরণে ॥

শিবচন্দ্র রায় (মহারাজা)

১৩১

তিমির বরণে তিমির নাশে,
কে ও বামা নাচে রণে।
বিগলিত-কেশী, শিরে কলা-শশী,
সুশোভিত শব-শিশু শ্রবণে॥
মুণ্ডমালিনী অসি-ধারিণী, বিবসনী করালবদনী,
দনুজ ভয়ঙ্কর-নাদিনী, রুধির-ধারা বহে আননে!
শ্রীরঘুনন্দনের এই নিবেদন, যেন মন থাকে ও শ্রীচরণে॥

রঘুনাথ রায় (দেওয়ান)

১৩২

কে রে বামা, বারিদবরণী, তরুণী, ভালে ধ'রেছে তরণী,
কাহারো ঘরণী, আসিয়ে ধরণী, করিছে দনুজ-জয়।
হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অনুপ রূপ, নাহি স্বরূপ,
মদন-নিধন-করণ-কারণ, চরণ শরণ লয়॥
বামা হাসিছে, ভাসিছে, লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কার-রবে সকল শাসিছে, নিকটে আসিছে,
বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ-হয়।

বামা টলিছে, ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময় ॥
কে রে, ললিত রসনা, বিকট দশনা,
করিয়ে ঘোষণা প্রকাশে বাসনা,
হ'য়ে শবাসনা, বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয় ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

১৩৩

ধিয়া তাধিয়া নরমালী।
ঘোরাননা রক্তদশনা রণাঙ্গনা করালী ॥
অট্ট অট্ট হাস, ত্রিপুর-ত্রাস,
প্রলয় জলদঘন গভীর ভাষ,
দম্ভ বিনাশ, অসুর হ্রাস,
কোটি অরুণ-ছটা চরণে বিকাশ,
মানস সকাশ, আশ্রিত আশ, যামিনীরূপিণী—
অম্বে জগদম্বে, জয়ন্তী জয় দে কালী।
অম্বিকে ত্র্যম্বিক-কামিনী কপালী ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১৩৪

ভুবন ভুলালে রে কার কামিনী ঐ রমণী!
বামার করে করাল শোভিছে ভাল
করবাল যেন দামিনী ॥
সজল জলদ শোণিত অঙ্গে,
নাচে ত্রিভঙ্গে তাল বিভঙ্গ রে।
মায়ের শিরে শিশুশশী ষোড়শী রূপসী
শশীমুখি কাশীবাসিনী ॥
অট্ট অট্ট অট্ট হাসিছে রে,
নাশিছে দনুজ মা ভৈ ভাষিছে রে,
শ্রীহরেন্দ্র কহিছে, হৃদি প্রকাশিছে
তব রূপে ভব-জননী ॥

হরেন্দ্রনারায়ণ রায় (মহারাজা)

১৩৫

বিহরে রণে কে রে বামা মৃগেন্দ্রবাহনে।
নারী হ'য়ে রণে একি রহস্য,
অনায়াসে নাশে দনুজ পশ্ব,
ঈষৎ হাস্যযুক্ত আস্য, কস্য অঙ্গনে ॥

রূপে দশ দিশ দীপ্ত, দশ করায়ুধ লিপ্ত,
মহিষ-শিরসি ক্ষিপ্ত বামচরণে।
নন্দকুমারে কয়, করেছ মা রিপু জয়,
বিশ্রাম কর গো মম হৃদি-পদ্মাসনে ॥

নন্দকুমার রায় (মহারাজা)

১৩৬

নব জলধর কায়।
কালো রূপ হেরিলে আঁখি জুড়ায় ॥
কপালে সিন্দুর, কটিতে ঘুঙ্গুর, রতন নূপুর পায়।
হাসিতে হাসিতে, কত দানব দলিছে, রুধির লেগেছে গায় ॥
অতি সুশীতল চরণযুগল, প্রফুল্ল কমলপ্রায়।
কমলাকান্তের মন নিরন্তর ভ্রমর হইতে চায় ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

মা কি ও কেমন

মা কি ও কেমন

১৩৭

তারা, তুমি কত রূপ জান ধরিতে।
জননী গো জ্বালামুখী গিরি-দুহিতে ॥
লোমকূপে ধরাধর, হৈমবতী পরাৎপর,
অসুর বিনাশ কর মা আঁখির নিমিষে।
তুমি রাধা, তুমি কৃষ্ণ, মহামায়া মহাবিষ্ণু,
তুমি গো মা রামরূপিণী, তুমি অসিতে ॥

রঘুনাথ রায় (দেওয়ান)

১৩৮

মা বসন পর।
বসন পর, বসন পর, মা গো, বসন পর তুমি।
চন্দনে চর্চ্চিত জবা, পদে দিব আমি গো ॥
কালীঘাটে কালী তুমি, মা গো কৈলাসে ভবানী।
বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী, গোকুলে গোপিনী গো ॥

পাতালেতে ছিলে মা গো, হয়ে ভদ্রকালী।
কত দেবতা করেছে পূজা, দিয়ে নরবলি গো॥
কার বাড়ী গিয়েছিলে, মা গো, কে করেছে সেবা।
শিরে দেখি রক্তচন্দন, পদে রক্তজবা গো।
ডানি হস্তে বরাভয়, মা গো বাম হস্তে অসি।
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড করেছ রাশি রাশি গো॥
অসিতে রুধির-ধারা, মা গো গলে মুণ্ডমালা।
হেঁটমুখে চেয়ে দেখ, পদতলে ভোলা গো॥
মাথায় সোনার মুকুট, মা গো ঠেকেছে গগনে।
মা হ'য়ে বালকের পাশে উলঙ্গ কেমনে গো॥
আপনি পাগল, পতি পাগল, মা গো আরও পাগল আছে—
দ্বিজ রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল, চরণ পাবার আশে গো॥

রামপ্রসাদ সেন

১৩৯

কালী হলি মা রাসবিহারী
নটবর বেশে বৃন্দাবনে।
পৃথক্ প্রণব নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারি।
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটী, এবে পীত ধটি, এলোচুল চূড়া বংশীধারী॥

আগেতে কুটিল নয়ন-অপাঙ্গে মোহিত করেছ ত্রিপুরারি।
এবে নিজে কাল, তনু রেখা ভাল, ভুলালে নাগরী
নয়ন ঠারি॥
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন-ত্রাস, এবে মৃদুহাস,
ভুলে ব্রজকুমারী।
আগে শোণিত-সাগরে নেচেছিলে শ্যামা,
এবে প্রিয় তব যমুনা-বারি॥
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননী মনে বিচারি—
মহাকাল কানু, শ্যামা শ্যাম তনু, একই সকল বুঝিতে নারি॥

রামপ্রসাদ সেন

১৪০

জান না রে মন, পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়॥
হয়ে এলোকেশী, করে লোয়ে অসি, দনুজ-তনয়ে করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী,
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়॥
ত্রিগুণ ধারণ করিয়ে কখন, করয়ে সৃজন পালন লয়।
কভু আপনার মায়ায় আপনি বাঁধা, যতনে এ ভব-
যাতনা সয়।

যে রূপে যে জনা করয়ে ভাবনা, সে রূপে তার মানস রয়।
কমলাকান্তের হৃদি-সরোবরে, কমল-মাঝারে করে উদয় ॥*

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

---

* ১২৯২ সালে প্রকাশিত "কমলাকান্ত পদাবলী" পুস্তক হইতে ইহা সংগৃহীত হইয়াছে; কিন্তু অন্যত্র এই গানের এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়—

জান না রে মন, পরম কারণ, শ্যামা শুধু মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ করিয়া ধারণ,
কখন কখন পুরুষ হয় ॥
কভু বাঁধে ধড়া, কভু বাঁধে চূড়া,
ময়ূরপুচ্ছ শোভিত তায়।
কখন পার্ব্বতী, কখন শ্রীমতী,
কখন রামের জানকী হয়।
হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি,
দানবচয়ে করে সভয় ॥
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী,
ব্রজবাসীর মন হরিয়ে লয়।
যে রূপ যে জন, করয়ে ভজন,
সেই রূপ তার মানসে রয় ॥
কমলাকান্তের হৃদি-সরোবরে,
কমল-মাঝে কমল হয় উদয়'॥

১৪১

অভেদে ভাব রে মন কালা আর কালী।
মোহন মুরলীধারী চতুর্ভুজা মুণ্ডমালী ॥
কালী কি কালা বলিলে, কালে ছোঁয় না কোন কালে,
কালের কর্ত্রী কালী সেই, কালা আমার মা কালী ॥
কভু শিব, কভু শক্তি, পুরুষ আর প্রকৃতি,
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা মূর্ত্তি, কভু কাল, কভু যে কালী,
অপার লীলা বুঝিতে, কে পারে এ ত্রিজগতে,
হন উদয় যার হৃদেতে, সে জানে এক সর্ব্বলি ॥
শৈব, গাণপত্য, শাক্ত, সৌর আর যে বিষ্ণু-ভক্ত,
প্রভেদ ভাবিলে ব্যর্থ, বৃথা সে দলাদলি ;—
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রাম, দুর্গা কালী রাধা শ্যাম,
সবে এক, একে সব, একের বলে সবাই বলী ॥

রামলাল দাস দত্ত

১৪২

(আমার) মা নয় সামান্য মেয়ে।
আছে আঁধারে আলো করিয়ে ॥
দেবর্ষি মহর্ষি কত আছে মায়ের পদ চেয়ে,
শিব হয়েছেন শমনজয়ী আমার মায়ের চরণ পেয়ে ॥

আমার মাকে ডাকে যে জন ভক্তি ভাবে মা বলিয়ে,
ধ্রুবলোক যায় সে ধ্রুব, দিব্য বিমানে চড়িয়ে।
(মায়ের) চরণ লাগি গৃহত্যাগী মহাযোগী বিভোর হ'য়ে,
আছেন চরণ দুটি বক্ষে করি ভোলানাথ ভূমে পড়িয়ে॥
আমার মায়ের মতন যে আর নাইকো ভবে দুটি মেয়ে।
সৃজে পালে নাশে ভুবন, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হইয়ে।
রাম বলে, তাঁয় ভাবে যে জন সর্ব্বেশ্বরী মা জানিয়ে,
সে ভবের হাটে কেনা-বেচা এই বারেই যায় শেষ করিয়ে॥

রামলাল দাস দত্ত

১৪৩

সদানন্দময়ী কালি, মহাকালের মনমোহিনী গো মা!
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ, আপনি দেও মা করতালি॥
আদিভূতা সনাতনী, শূন্যরূপা শশীভালী।
যখন ব্রহ্মাণ্ড না ছিল হে মা, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি॥
সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, যন্ত্র আমরা তন্ত্রে চলি।
তুমি যেমন রাখ, তেমনি থাকি, যেমন বলাও, তেমনি বলি॥
অশান্ত কমলাকান্ত দিয়ে বলে গালাগালি।
এবার সর্ব্বনাশি, ধ'রে অসি, ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটোই খেলি॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

১৪৪

রাজার মেয়ে রাজনন্দিনি, মুণ্ডুমালা পেলে কোথায় ?
যখন অসুরগুলো ছিল না মা, তখন কি মা পরতে গলায় ?
যখন ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সবে, তোমায় না জানতেন ভবে,
তখন কোথা ছিলে তারা তুমি, নাম ছিল কি বল আমায় ?
রূপাদি না হতে সৃষ্টি, তুমি হতে কিরূপ দৃষ্টি,
তখন ক'টা হাতে কি বেশেতে কার ধ্যানেতে থাক্‌তে
কোথায় ?
পৃথিবী হয়নি যখন, চন্দ্র সূর্য্য ছিল না মন,
(তখন) ঘোর অন্ধকার ভূতে কি ভাবে কে দেখতো
তোমায় ?
তারিণী, মা, যে ভাব ভেবে, পাগল হয়ে তোমায় ভাবে,
মা, তুমি বুঝাও তব আসল ভাবে ভবানন্দময়ি, আমায়।

তারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী

১৪৫

মন, তুমি এ কালো মেয়ে কোন্ সাধনায় পেলে বল।
কালো রূপের আভা দেখে, নয়ন মন সব ভুলে গেল॥
ছিল বামা কার ঘরে, কেমন করে আন্‌লি তারে,
কালো নয়, পূর্ণিমার শশী হৃদয়-মাঝে করে আলো।

অরুণ যেমন প্রভাতকালে, তেমনি মায়ের চরণ-তলে ;
দ্বিজ শম্ভুচন্দ্র বলে, ও পদে জবা দিলে সাজে ভাল ॥

শম্ভুচন্দ্র রায় (কুমার)

১৪৬

মজিল মন-ভ্রমরা, কালী-পদ-নীল-কমলে ।
যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হৈল, কামাদি কুসুম সকলে ॥
চরণ কালো ভ্রমর কালো, কালো কালোয় মিশে গ্যালো ;
ছাখো সুখ দুখ সমান হোলো, আনন্দ-সাগর উথলে ॥
কমলাকান্তের মনে, আশা পূর্ণ এত দিনে ।
তাথ পঞ্চ-তত্ত্ব প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

১৪৭

আমি ঐ ভয়ে মুদিনে আঁখি ।
নয়ন মুদিলে পাছে তারা হারা হয়ে থাকি ॥
যখন থাকি শয়নে, তখন ঐ ভয় মনে,
না হেরে হারাই পাছে চাহিয়ে ঘুমায়ে থাকি ॥

কালিদাস চট্টোপাধ্যায় কালী মির্জা)

১৪৮

একি রে হইল আমায় !
নয়ন মেলিতে দেখি—নয়নে শ্যামায় ॥
যদি আঁখি মুদে থাকি, বলা যায় সে কথা কি,
অন্তরে ব্যাপিত দেখি, সদা শ্যামা মায় ॥

দাশরথি রায়

ভক্তের আকৃতি

O. P. 66—৯

ভক্তের আকূতি

১৪৯

ভবের আসা খেলব পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল।
মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পাঁজুরি পলো॥
প'বার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলেম ভাল,
শেষে কাচ্চা বার পেয়ে মা গো পাঁজা ছক্কায় বদ্ধ হলো॥
ছ-দুই আট, ছ-চার দশ, কেহ নয় মা আমার বশ।
আমার খেলাতে না হলো যশ, এবার বাজী ভোর হলো॥

রামপ্রসাদ সেন

১৫০

কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে র'লো॥
মা, নিম খাওয়ালে চিনি ব'লে, কথায় করে ছলো।
ও মা, মিঠার লোভে. তিত মুখে সারাদিনটা গেল॥
মা খেলবি ব'লে, ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলো।
এবার যে খেলা খেলালে মা গো, আশা না পূরিল॥

রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো।
এখন সন্ধ্যাবেলায়, কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো॥

রামপ্রসাদ সেন

১৫১

শুক্‌না তরু মুঞ্জরে না, ভয় লাগে মা, ভাঙ্গে পাছে।
তরু পবন-বলে সদাই দোলে, প্রাণ কাঁপে মা, থাক্‌তে গাছে॥
বড় আশা ছিল মনে, ফল পাব মা, এই তরুতে।
তরু মুঞ্জরে না, শুকায় শাখা, ছটা আগুন বিগুণ আছে॥
কমলাকান্তের কাছে ইহার একটি উপায় আছে।
জন্ম-জরা-মৃত্যুহরা তারা নামে ছেঁচ্‌লে বাঁচে॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

১৫২

আমি অই খেদে খেদ করি।
ঐ যে মা থাকিতে আমার, জাগা ঘরে হয় চুরি॥
মনে করি তোমার নাম করি, আবার সময়ে পাশরি।
আমি বুঝেছি, পেয়েছি আশয়, জেনেছি তোমার চাতুরি॥
কিছু দিলে না, পেলে না, নিলে না, খেলে না,
সে দোষ কি আমারি।

যদি দিতে—পেতে, নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াইতাম
তোমারি ॥

যশঃ অপযশ স্বরস কুরস, সকল রস তোমারি।
ও গো রসে থেকে রস-ভঙ্গ কেন কর রসেশ্বরী ॥
প্রসাদ বলে, মন দিয়াছ মনেরি আঁখ ঠারি।
ও মা তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি-পোড়া, মিষ্টি ব'লে ঘুরে মরি ॥

রামপ্রসাদ সেন

১৫৩

জানি, জানি গো জননি, যেমন পাষাণের মেয়ে!
আমারই অন্তরে থাক মা, আমারে লুকায়ে ॥
প্রকাশি আপন মায়া, সৃজিলে অনেক কায়া,
বান্ধিলে নির্গুণ ছায়া, ত্রিগুণ দিয়ে।
কার প্রতি সুমতি, কুমতি হও মা কার প্রতি,
আপনারো দোষ ঢাক কারে দোষ দিয়ে ॥
মা, না করি নির্ব্বাণে আশ, না চাহি স্বর্গাদি বাস,
নিরখি চরণদুটি হৃদয়ে রাখিয়ে।
কমলাকান্তের এই নিবেদন ব্রহ্মময়ি,
তাহে বিড়ম্বনা কর মা, কি ভাব ভাবিয়ে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

১৫৪

এখনো কি ব্রহ্মময়ি, হয়নি মা তোর মনের মত।
অকৃতি সন্তানের প্রতি বঞ্চনা কর মা কত॥
দম্ দিয়ে ভবে আনিলি, বিষয়-বিষ খাওয়াইলি,
সংসার-বিষে জ্বলি যত, দুর্গা দুর্গা বলি তত,
বিষহর মা বিষহরি মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হত।
জ্ঞানরত্ন দিয়েছিলি, মসিল দে তসিল করিলি,
হিসাব করে দেখ্ মা তারা, দুঃখের ফাজিল বাকি কত॥*

রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজা)

---

* এই গানটি একটু পরিবর্ত্তিত আকারে গৌরমোহন রায়ের রচিত বলিয়া কোনও কোনও সঙ্গীত-পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল।—

এখনো কি ব্রহ্মময়ি, হয় নাই মা তোর মনের মতন,
অকৃতি সন্তানের প্রতি যন্ত্রণা আর দিবি কত।
জ্ঞান-রত্ন দিয়েছিলি, মসিল তসিল করিলি,
হিসাব কোরে দেখ দেখি মা,
আমার দুঃখের বাকি কত।
ভুলাইয়ে ভবে আনিলি, বিষয়-বিষ খাওয়াইলি,
বিষের জ্বালায় সদা জ্বলি, দুর্গা বলে ডাক্‌ব কত॥

১৫৫

মা গো তারা ও শঙ্করী,
কোন্ অবিচারে আমার' পরে,করলে দুঃখের ডিক্রী জারি ?
এক আসামী ছয়টা প্যাদা, বল্ মা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে,ঐ ছয়টারে, বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি॥
প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারি।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি, তারে দিলে জমিদারী॥
হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি।
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে, বসে আছ রাজকুমারী॥
হুজুরে উকিল যে জনা, ডিসমিসে তাঁর আশয় ভারি।
করে আসল সন্ধি, সওয়াল বন্দি, যেরূপে মা আমি হারি॥
পালাইতে স্থান নাই মা, বল কিবা উপায় করি।
ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ—তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি॥

রামপ্রসাদ সেন

১৫৬

তারা, কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে, সংসার-
গারদে থাকি বল।
মসিল ছয় দূত, তসিল করে কত, দারা-সুত পায়ের শৃঙ্খল।

দিয়ে মায়া-বেড়ি পদে, ফেলেছ বিপদে, সম্পদে
হারালেম মোক্ষফল।
এবার হল না সাধনা, ও মা শবাসনা, সংসার-বাসনা বড়ই
প্রবল।
প্রাতঃকালে উঠি,কতই যে মা খাটি, ছুটাছুটি করি ভূমণ্ডল।
হ'য়ে অর্থ অভিলাষী, আনন্দেতে ভাসি, সর্ব্বনাশী
জানিস্ কতই ছল।
আনি ভূমণ্ডলে,কতই দুঃখ দিলে,নীলাম্বরেব জলে দুঃখানল।
আর বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই, ফণী
ধ'রে খাই হলাহল॥
নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়

১৫৭

মা আমায় ঘুরাবে কত,
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত?
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছ'টা কলুর অনুগত॥
মা-শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত।
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত?

দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি, দেখি
শ্রীপদ মনের মত ॥
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনতো।
রামপ্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত ॥

রামপ্রসাদ সেন

১৫৮

অকারণে বৃথা ভ্রমে ভ্রমি কাল যায়।
সব সুখ-সম্পদ, তোমার অভয় পদ,
কেন মন নাহি ডুবে তায়।
মতি চঞ্চল অতি দূরিত দুরাশয়,
বিষয়-বাসনা নাহি যায়।
নন্দকুমারে রিপুগণে কি করিতে পারে,
তব কৃপা-লেশ যদি হয় ॥

নন্দকুমার রায় (মহারাজা)

১৫৯

মরলেম ভূতের বেগার খেটে,
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে।
নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে।
আমি দিন-মজুরী নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে॥
পঞ্চভূত ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে,
তারা কারো কথা কেউ শুনে না, দিন তো আমার
গেল ঘেটে॥
যেমন অন্ধজনে হারা-দণ্ড পুনঃ পেলে ধরে এঁটে।
আমি তেম্নি মত ধরতে চাই মা, কর্ম্ম-দোষে যায় গো ছুটে॥
প্রসাদ বলে, ব্রহ্মময়ি, কর্ম্মডুরি দে না কেটে।
প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা, ব্রহ্মরন্ধ্র যায় যেন ফেটে॥

রামপ্রসাদ সেন

১৬০

আর্ কত কাল ভুগ্‌বো কালী, হয়ে আমি কুয়োর ঘড়া।
এই ভব-কূপে, কোনরূপে নিবৃত্তি নাই ওঠা-পড়া॥
আশীলক্ষ পাটে ঠেকে সর্ব্বাঙ্গে পড়েছে কড়া।
আবার গলায় কশা, শক্ত ফাঁসা, মায়ামোহ দড়ি-দড়া॥

যুগে যুগে মলেম ভুগে, কিছুতে নাই নড়া-চড়া।
শীতে কাঁপি, জলে ভিজি, রোদেতে হই বেগুন-পোড়া॥
রোগ-ছিদ্রতে, কাল নিদ্রাতে, যখন থাকি হ'য়ে খোঁড়া।
জীবাত্মা কাঁসারি বেটা, অমনি এসে দেয় মা জোড়া॥
কি অপরাধ করেছি মা, এত কেন শাস্তি কড়া।
কবি কয়, তোর পায় পড়ি, আর করো না ফড়াছেঁড়া॥

প্যারীমোহন কবিরত্ন

১৬১

আর কতদিন ভবে থাকিব মা?
পথ চেয়ে কত ডাকিব মা?
(তুমি) দেখা ত দিলে না, কোলে ত নিলে না,
কি আশে পরাণ রাখিব মা?
(আমায়) কেহ ত আদর করে না গো,
পতিতে তুলিয়া ধরে না গো,
(মম) দুখে কারো আঁখি ঝরে না গো,
তবু মোহ নাহি টুটে, ঘুম নাহি ছুটে,
আর কতদিনে জাগিব মা?

(আমি) শত নিষ্ঠুরতা সহিয়া গো,
হৃদয়-বেদনা বহিয়া গো,
কত কেঁদেছি তোমারে কহিয়া গো ;—
(আমি) আঁধারে পড়িয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
আর কত ধূলো মাখিব মা !

রজনীকান্ত সেন

১৬২

চিন্তাময়ী তারা তুমি, আমার চিন্তা করেছ কি !
নামে জগতচিন্তাময়ী, ব্যাভারে কৈ তেমন দেখি ?
প্রভাতে দাও বিষয়-চিন্তে, মধ্যাহ্নে দাও জঠর-চিন্তে,
ও মা শয়নে দাও সর্ব্ব চিন্তে,
বল মা তোরে কখন ডাকি ॥
অচিন্ত্যরূপিণী মেয়ে, পরম চিন্তামণি পেয়ে,
রয়েছ নিশ্চিন্ত হ'য়ে, শম্ভুচাঁদকে দিয়ে ফাঁকি ॥

শম্ভুচন্দ্র রায় (কুমার)

১৬৩

ব্যাভারেতে জানা গেল

তুমি যে অতি কৃপণা।

ভক্তেরে সর্ব্বস্ব দাও মা

আগমেতে কেবল শোনা॥

প্রকাশিয়া ভূমণ্ডল

কারে কি দিয়েছ বল।

দেবার মধ্যে মায়াজালে

বদ্ধ করে দাও যাতনা॥

অন্নপূর্ণা নাম শুনি,

ভিক্ষা করেন শূলপাণি।

পেটের জালায় গরল খেলেন,

দিক্‌বাস বসন বিনা॥

কুবেরের মা তোমায় বলে,

হাড়ের মালা কেন গলে।

কাল ফণী বিভূষণা

(মা তোর) যত বিভব গেল জানা॥

প্রেমিক বলে ও মা কালী,

অনেক দুঃখে এ সব বলি।

টাকা কড়ি চাই না শ্যামা,
দেখা দিতে তাও পার না ॥

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

১৬৪

ফিরিয়ে নে তোর বেদের ঝুলি।
ও মা মজাস্ নে আর আমায় কালী ॥
ভোজের খেলা খেলতে ভবে।
আমারে একলা পাঠালি।
ও মা কি ভাব ভেবে বল না শিবে
ভানুমতীরে জুটিয়ে দিলি ॥
মায়ায় মজে বেদে সেজে
বারে বারে যতই খেলি।
মা তোর এমনি অধপ্লেয়ে ঝুলি
খেলার জিনিষ হয় না খালি ॥
মনে করি খেলবো না আর,
ভানুমতীরে ছাড়তে বলি।
ও মা এমনি কুহকিনীর কুহক—
আবার তার কুহকে ভুলি ॥

এমন সর্ব্বনেশে মায়া,
মহামায়া কোথায় পেলি।
আমি আর যে পারি না শ্যামা,
বলতে আত্মারামের বুলি ॥
প্রেমিক বলে, কি বলে মা
তনয়ে বেদে সাজালি।
ও মা দয়াময়ি, দয়াময়ীর নামে
কালী কালি দিলি ॥

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

১৬৫

যে ভাল করেছ কালী, আর ভালতে কাজ নাই,
ভালয় ভালয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই।
মা তোমার করুণা যত, বুঝিলাম অবিরত ;
জানিলাম শত শত, কপাল ছাড়া পথ নাই।
জঠরে দিয়াছ স্থান, কর না মা অপমান।
কিসে হবে পরিত্রাণ, নরচন্দ্র ভাবে তাই ॥

নরচন্দ্র রায় (কুমার)

১৬৬

মা, তোমার নাইকো মায়া হরজায়া ত্রিনয়নী।
মার মত কি ব্যাভার মা তোর? কেঁদে কাটাই দিন-যামিনী।
তোর যদি মা থাকৃতো যতন, তাহলে কি হতেম এমন?
মা-মরা ছেলের মতন ত্রাসে সারা হই জননী।
এনে এই ভবঘোরে, বেঁধে মায়াডোরে,
দিলি ছয় রিপুর করে কেমন ক'রে কাত্যায়নী।
গড়েছ তুমি যেমন, হয়েছি আমি তেমন,
কথায় কথায় তবে শমন, কেন দেয় মা চোখ-রাঙ্গানী॥

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

১৬৭

মা ব'লে কাঁদিলে ছেলে, জননীর কি প্রাণে সয়!
ধেয়ে গিয়ে কোলে নিয়ে আদর দিয়ে কত কয়।
এই তো মায়ের ধারা, মায়ের বাড়া তুমি তারা,
কেঁদে ডাকি পাইনে সাড়া, ভয়েতে কাঁপে হৃদয়।
আমি কি মা ছেলে নই, কেঁদে কেঁদে সারা হই,
নিয়ত কাঁদাও আমারে, এতো তোমার উচিত নয়।

মাটিতে প'ড়ে কেঁদেছি, সংসার-জ্বালায় কাঁদিতেছি,
কাঁদ্‌তে হবে মরণ-কান্না, মরেও কাঁদ্‌তে আস্‌তে হয়।
আমি মাগো দুর্ব্বল অতি, নাই হেন গতি-শকতি,
কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়ে লব যে তব আশ্রয়॥
লও মা তুলে অকিঞ্চনে, ভবের তরি শ্রীচরণে,
এবার আর যেন শরণ্যে, অরণ্যে রোদন না হয়॥

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়

১৬৮

ও মা, কেমন মা কে জানে।
মা ব'লে মা ডাকছি কত, বাজে না মা, তোর প্রাণে?
মা ব'লে তো ডাক্‌ব' না আর,
লাগে কিনা দেখ্‌ব তোমার,
বাবা ব'লে ডাক্‌ব এবার, প্রাণ যদি না মানে।
পাষাণী পাষাণের মেয়ে, দেখে না কো একবার চেয়ে,
পেত্নী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে, বেড়ায় সে শ্মশানে॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

O. P. 66—১০

১৬৯

মা ব'লে ডাকিস না রে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই!
থাকলে আসি দিতো দেখা, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই।
শ্মশানে মশানে কত, পীঠস্থান ছিল যত,
খুঁজে হলেম ওষ্ঠাগত, কেন আর যন্ত্রণা পাই!
গিয়া বিমাতার তীরে, কুশপুত্তুল দাহন ক'রে,
অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়া কালাশৌচে কাশী যাই।
দ্বিজ নরচন্দ্র ভণে, মন, মায়ের জন্য ভাব কেন?
মা গেছে, নাম ব্রহ্ম আছে, তরিবার ভাবনা নাই॥

নরচন্দ্র রায় (কুমার)

১৭০

যে হয় পাষাণের মেয়ে, তার হৃদে কি দয়া থাকে।
দয়াহীন না হলে কি লাথি মারে নাথের বুকে।
দয়াময়ী নাম জগতে, দয়ার লেশ নাই তোমাতে;
গলে পর মুণ্ডমালা পরের ছেলের মাথা কেটে।
মা মা ব'লে যত ডাকি, শুনেও ত মা শোন না কো;
নরা এম্নি লাথি-খেকো, তবু দুর্গা ব'লে ডাকে॥*

নরচন্দ্র রায় (কুমার)

---

* কেহ কেহ বলেন, এই গানটি নবাই ময়রার রচিত।

১৭১

আমি কি দুখেরে ডরাই ?

দুখে দুখে জন্ম গেল, আর কত দুখ দেও, দেখি তাই।
আগে পাছে দুখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই॥
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই?
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই॥
প্রসাদ বলে, ব্রহ্মময়ি, বোঝা নাবাও, ক্ষণেক জিরাই।
দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুখের বড়াই॥

রামপ্রসাদ সেন

১৭২

ও মা, হর গো তারা মনের দুঃখ।
আর তো দুঃখ সহে না॥

যে দুঃখ গর্ভ-যাতনে, মাগো, জন্মিলে থাকে না মনে।
মায়া মোহে পড়ে ভ্রমে, জন্মি বলে ওনা ওনা॥
জন্ম-মৃত্যু যে যন্ত্রণা, মাগো, যে জন্মে নাই, সে জানে না।
তুই কি জানবি সে যন্ত্রণা, জন্মিলে না মরিলে না॥
রামপ্রসাদে এই ভণে, দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে।
তবু রব মায়ের চরণে, আর তো ভবে জন্মিব না॥

রামপ্রসাদ সেন

১৭৩

ওগো তারা গো মা,
এবার দুর্গমেতে রক্ষা কর দক্ষনন্দিনী।
আমি এসেছিলেম ভবের হাটে,
চল্লেম ভূতের বেগার খেটে, মরি সঙ্কটে,
আমার সঞ্চিত বিষয় বার ভূতে খেলে সব লুটে।
পঞ্চভূতের ভাঙ্গবে এ ঘর, নাভিপদ্মে দিয়ে দু কর,
হৃদিপদ্মে দেখি যেন ঐ চরণ দুখানি ॥
অনন্তরূপিণী মা অন্তর্যামিনী,
এবার ভবে আসা মিথ্যে হোলো, ওগো তারা মা,
আমি দারা-পুত্রের মায়ার বশে ডুবেছিলাম বিষয় বিষে,
উপায় কি আজ করি, পাপে অঙ্গ হলো ভারি,
হাল ছেড়েছে মন-কাণ্ডারী, তরঙ্গে আতঙ্কে মরি,
বল মা, কিসে তরি।
মা, তোমা বই দীনের পক্ষে অন্য গতি কই!
আমায় কাল-ভয়েতে অভয় দিয়ে রাখ ত্রিগুণধারিণী।
মা অনাদ্যে মহাবিদ্যে ভবের কর্ণধার,
ভক্তিভাবে যে জন ভাবে তোমায় শিবে মা,
সে জীবে কর গো উদ্ধার।
কিসে মুক্তি পাব ওগো তারা মা?

আমি এসে এবার ভবের কূলে, ডাকি দুর্গা দুর্গা বোলে,
তবে দুর্গে এ কপালে কৈ গো দয়া হলো ॥
তাই তোমারে ভক্তি করি সাধন-শক্তি নাই,
তুমি নিজ-গুণে মুক্তিপদ দিও মুক্তিদায়িনী।
ব্রহ্ম সনাতনী তুমি ভয়হারিণী বেদে শুনি,
শ্রীমন্ত মশানে মরে, তুমি রক্ষা কোরেছিলে তারে—
ব্রাহ্মণীর বেশ ধোরে।
তোমায় চিনিবে কেবা, অচিন্ত্যময়ী চিন্তামণির শিরোমণি।
মা প্রসন্ন অন্নপূর্ণা হোলে কাশীতে,
শক্তিরূপা, মুক্তিরূপা, বহুরূপা মা কত রূপ ধর জগতে।
সবাই জানে তুমি জগত-মাতা ওগো তারা মা,
তুমি গঙ্গারূপে মহীতলে সগর-বংশ উদ্ধারিলে,
তোমার অপার লীলে, আবার শুনি সীতা-উদ্ধারিতে,
অভয় দিয়ে অকালেতে লঙ্কাপুরে রঘুনাথে
আপনি সদয় হোলে ॥
এই অধমে দয়াময়ী কর গো নিস্তার।
তাই রঘু বলে, নিদান কালে দিও মা পদ-তরণী।

রঘুনাথ দাস

১৭৪

সজল নয়নে ভাসি, চাও মা তারা মুক্তকেশী।
ঘুচাতে হবে জননী, গলদেশে মায়া-ফাঁসী॥
কঠিন সঙ্কটে ফেলে, কয়েদ কল্লি মায়া-জালে,
জালমালায় হয়ে বেষ্টিত, কাঁদব কত দিবানিশি।
ভবে ত্রাসিত জননী, তারা তারা ডাকি আমি,
পতিতপাবনী নাম, পতিতোদ্ধার কর আসি।
কা'রে দাও ইন্দ্রত্ব পদ, কা'রে কর তুচ্ছপদ,
এমন একচোকো মেয়ে, শিব ল'য়ে শ্মশানবাসী।
সৎ কর্ম্মেতে সুখভাগী, পাপ কর্ম্মে চিররোগী,
ভাগ্যং ফলতি কার্য্যে, সঙ্গে ফেরে দাস দাসী।
দ্বিজ নবীন অতি দৈন্য, কি ভাবনা তারি জন্য,
যদি পাই গো শ্যামা-পদ, হই না ধনে অভিলাষী॥

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

১৭৫

পড়িয়ে ভব-সাগরে, ডুবে মা তনুর তরী।
মায়া-ঝড়, মোহ-তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করি॥
একে মন-মাঝি আনাড়ি, তাতে ছ'জন গোঁয়ার দাঁড়ি।
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবুডুবু খেয়ে মরি॥

ভেঙ্গে গেল ভক্তির হাল, ছিঁড়ে গেছে শ্রদ্ধার পাল,
তরী হ'ল বানচাল, বল কি করি !
উপায় না দেখি আর, অকিঞ্চন ভেবে সার,
তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার, দুর্গা-নামের ভেলা ধরি ॥

রঘুনাথ রায় (দেওয়ান)

১৭৬

কোথায় গো মা ভবদারা, ভবার্ণবে ডুবে মরি ।
দয়া করে দেও মা তারা, তোমার ঐ চরণ-তরী ॥
তুমি মা ভগবদ্দুর্গা, ভীমাকারা ভীমবর্গা,
ডাকি গো মা, দুর্গা দুর্গা, দুর্গমে উপায় না হেরি ।
দয়াময়ী নাম ধর, কটাক্ষে সঙ্কট হর,
হর গো মা দুঃখ হর, ক্ষমাগুণে ক্ষেমঙ্করী ॥

তিনকড়ি বিশ্বাস

১৭৭

সারাদিন করেছি মাগো সঙ্গী লয়ে ধূলা-খেলা,
ধূলা ঝেড়ে কোলে নে মা, এসেছি গো সন্ধ্যাবেলা ।
কত ছাই মাটি দেখ্ গায় ভরেছে, গা দিয়ে মা ঘাম ছুটেছে,
ধুয়ে দে মা ঠাণ্ডা জলে, পুঁছে দে মা গায়ের মলা ।

আমি নাকি অঞ্চলের নিধি, রাখ্ মা তোর অঞ্চলে বাঁধি,
চঞ্চল ছেলে কাছে রাখিস্ (মা), ছেড়ে দিস্‌নে রোদের বেলা।
দুষ্ট ছেলে কষ্ট দেয় মা, মা বিনে কে কষ্ট সয় মা,
তুই বিনে মোর কে আছে মা, কে দেখে মা ছেলেবেলা॥

চন্দ্রনাথ দাস

১৭৮

চরণ ধ'রে আছি প'ড়ে, একবার চেয়ে দেখিস্ না মা ;
মত্ত আছিস্ আপন খেলায়, আপন ভাবে বিভোর বামা।
একি খেলা খেলিস্ ঘুরে, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জুড়ে,
ভয়ে নিখিল মুদে আঁখি, চরণ ধ'রে ডাকে মা মা।
হাতে মা তোর মহাপ্রলয়, পায়ে ভব আত্মহারা,
মুখে হা হা অট্টহাসি, অঙ্গ বেয়ে রক্তধারা।
তারা, ক্ষেমঙ্করী, ক্ষেমা, অভয়ে, অভয় দে মা,
কোলে তুলে নে মা শ্যামা, কোলে তুলে নে মা শ্যামা।
আয় মা এখন তারা-রূপে স্মিতমুখে শুভ্র বাসে—
নিশার ঘন আঁধার দিয়ে উষা যেমন নেমে আসে ;
এতদিন তো কালী, ভীমা—তোরই পূজা করেছি মা,
পূজা আমার সাঙ্গ হোল, এখন মা তোর অসি নামা।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১৭৯

অভয়ে ব্রহ্মময়ী ভবদে ভবানী, ভীত-ভয়নাশিনী।
ভজন-বিহীন জনে, কৃপা কর ওগো মা তারিণী॥
হৈমবতী হর-ঘরণী, হরতি দুর্গতি দুর্গে দুঃখনাশিনী,
মহিষাসুরমর্দ্দিনী, মহেশ্বরী মম মন-মানস-পূর্ণকারিণী।
করুণাময়ী কাত্যায়নী, কমল ভৈরব-নাদিনী,
বিমলা পার্ব্বতী মহেশ্বরী পরম-পদদায়িনী।
সর্ব্বাণী সর্ব্বেশ্বরী শক্তি প্রকৃতি সাবিত্রী।
দ্বিজ ব্রজকিশোর বলে, ভবার্ণব জলে,
তারিতে তারিণী চরণ-তরণী॥

ব্রজকিশোর রায় (দেওয়ান)

১৮০

তারা, এবার আমারে কর পার।
তরঙ্গে পড়েছি শ্যামা, না জানি সাঁতার॥
একে দেহ জীর্ণতরী, তাহে পাপে হইল ভারি,
কি ধরি, কি করি, ভব-জলধি অপার॥
ভেবেছিলাম যাব কাশী, হয়ে রব কাশীবাসী,
কাম-সিন্ধু-নীরে আসি, পশিলাম আবার।

একূল ওকূল হারা আমি, মাঝামাঝি মাঝি তুমি,
কালীর ভরসা কেবল কালী কর্ণধার ॥

কালিদাস ভট্টাচার্য্য

১৮১

তনয়ে তার তারিণি।
ত্রিবিধ তাপেতে তারা, নিশিদিন হতেছি সারা,
বার বার বৃথা আর কাঁদাও না অনিবার,
অধম সন্তানের দুখ নাশ, ও মা দুখনাশিনি ॥
(সংসার) রাঙ্গা ফলে ভুলিব না আর,
খাইয়ে দেখেছি তাহে, কিছু নাহি সুতার,
সে যে পূরিত গরলে, খাইলে কুফল ফলে,
খেলে জ্ঞানহারা হই, তোমা ভুলে রই,
মা হয়ে সন্তানে কুফল দিও না জননি ॥
আমার আমার করে মত্ত হই মা অনিবার,
ইন্দ্রিয়-আদি দারাসুতে সকলই ভাবি আমার,
কিন্তু আমি কোন্‌খানে, ভাবিয়ে না পাই ধ্যানে,
কোন্‌ পথে গেলে ও মা আমি মিলে দে মা বলে ;
দীন রামে ভ্রমে আর রেখ না জননি ॥

রামলাল দাস দত্ত

১৮২

তারিণি, ভবরোগে ব্যথিত জীবন, করি কি এখন,
কলুষ-পৈত্তিকে অঙ্গ করিছে দহন।
বাসনা-বাত প্রবল, টুটাইছে জ্ঞানবল,
প্রবৃত্তি-কফেতে কণ্ঠ করিছে রোধন ॥
বিষয়-কুপথ্য যত, আহার করি সতত,
ক্রমশঃ রোগ বর্দ্ধিত, বিকার লক্ষণ,
আশা-রূপ-পিপাসায় অস্থির করিছে আমায়,
বুঝি এ বিষম দায় নাহি বিমোচন।
মোহ-তন্দ্রা প্রতিক্ষণ, প্রলাপ কু-আলাপন,
মায়ারূপ-ভ্রম ভীষণ, করি দরশন;
তন্নাম অরুচিকর, জীবন রাখা দুষ্কর,
বুঝি মা কাল-কিঙ্কর করে আক্রমণ।
যদি দোষ ক্ষমা করি, এ সময়ে ক্ষেমঙ্করি,
তব কৃপা-ধন্বন্তরি কর মা প্রেরণ;
তবে রাম মূঢ়মতি, এ রোগে পায় অব্যাহতি,
অনায়াসে করে গতি শান্তি-নিকেতন।

রামচন্দ্র রায়

১৮৩

কোথা গো দক্ষিণে কালী কাল-ভয়-নিবারিণী।
বারে বারে এত ডাকি মা, দয়া নাহি ত্রিলোচনী ॥
যদি ভক্ত জনে মুক্ত না করিবে নিস্তারিণী,
(তবে) দুঃখহরা তারা নাম, কেউ লবে না তারিণী ॥
দ্বিজ কেদারের এই বাণী, ওগো শিবমনোমোহিনী,
বারেক কটাক্ষ কর মা, মোক্ষরূপা কাত্যায়নী ॥

কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী

১৮৪

কোথা আছ ও মা তারা, ভবের ঘরণী
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, উমা কাঞ্চনবরণী ॥
তব মানসে সম্ভব, ব্রহ্মা জনার্দ্দন ভব,
বিশ্বমাতা নাম তব, শরণাগতপালিনী ॥
তুমি গো নিত্য প্রকৃতি, তোমাতেই সৃষ্টি স্থিতি,
তুমি বায়ু জল ক্ষিতি, অসুরদল-দলনী ॥
তুমি আকাশ প্রকাশ, তুমি গো চপলাহাস,
প্রলয়ে মা তুমি ভাস, হ'য়ে অনন্তশায়িনী ॥
গয়া গঙ্গা বারাণসী, কেতু তারা রবি শশী,
তুমি পক্ষ দিবা নিশি, মহেশী ঈশী সর্ব্বাণী ॥

তুমি পুষ্প পরিমল, জঙ্গম জীবসকল,
রিপু ঋতু বুদ্ধি বল, সকলি তুমি জননী ॥
মূঢ় জীব জ্ঞান নাই, তোমায় ভিন্ন ভাবি তাই,
চন্দ্রে অন্তে দিও ঠাঁই, মা, পাই যেন পদ দু'খানি ॥

চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৮৫

দোষ কারো নয় গো মা,
আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা!
ষড় রিপু হলো কোদণ্ডস্বরূপ,
পুণ্যক্ষেত্র-মাঝে কাটিলাম কূপ,
সে কূপে ব্যাপিল,—কাল্-রূপ জল—কাল-মনোরমা!
আমার কি হবে তারিণি, ত্রিগুণধারিণি!
বিগুণ করেছি স্বগুণে;
কিসে এ বারি নিবারি,
ভেবে দাশরথির অনিবারি বারি নয়নে,
বারি ছিল চক্ষে, ক্রমে এলো বক্ষে,
জীবনে জীবন নাহি হয় রক্ষে,
তবে তরি,—চরণ-তরী দিলে ক্ষেমঙ্করি, করি ক্ষমা ॥

দাশরথি রায়

১৮৬

আমায় কি ধন দিবি তোর কি ধন আছে।
তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদপদ্ম, বাঁধা আছে হরের কাছে ॥
ও চরণ-উদ্ধারের মা, আর কি কোন উপায় আছে।
এখন প্রাণপণে খালাস কর, টাটে বা ডুবায় পাছে ॥
যদি বল অমূল্য পদ, মূল্য আবার কি তার আছে।
ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে, শিব (ও পদ) বাঁধা রাখিয়াছে ॥
বাপের ধনে বেটার স্বত্ব, কাহার বা কোথা ঘুচেছে।
রামপ্রসাদ বলে, কুপুত্র ব'লে আমায় নিরংশী করেছে ॥

রামপ্রসাদ সেন

১৮৭

কিঙ্করে করুণাময়ী, ধন দিবে মা কি ধন আছে !
যে বা ধন তোর রাঙ্গা চরণ, তাঁ'ও বাঁধা হরের কাছে।
যদি পাই মা যোগে যাগে, বিষ খেয়ে শিব আছেন জেগে,
ঘুম নাই তাঁর ধনের লেগে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছে ॥

নরচন্দ্র রায় (কুমার)

১৮৮

অভয় পদ সব লুটালে,
কিছু রাখলে না মা তনয় বলে ॥
দাতার কন্যা দাতা ছিলে মা, শিখেছিলে মায়ের স্থলে।
তোমার পিতামাতা যেমনি দাতা, তেমনি দাতা আমায় হ'লে ॥
ভাঁড়ার জিম্মা যাঁর কাছে মা, সে জন তোমার পদতলে।
ঐ যে ভাং খেয়ে শিব সদাই মত্ত, কেবল তুষ্ট বিল্বদলে ॥
জন্ম জন্মান্তরেতে মা, কত দুঃখ আমায় দিলে।
রামপ্রসাদ বলে, এবার মোলে ডাকব সর্ব্বনাশী বলে ॥

রামপ্রসাদ সেন

১৮৯

আমায় দেও মা তবিলদারী,
আমি নিমক্‌হারাম নই শঙ্করী।
পদ-রত্ন-ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ স্বভাব-দাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি ॥
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির—মাগো, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনার চাকর, কেবল চরণ-ধূলার অধিকারী।

যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তো মা পেতে পারি ॥
প্রসাদ বলে, অমন বাপের* বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাইতো, সে পদ লয়ে বিপদ সারি ॥

রামপ্রসাদ সেন

১৯০

কর্ম্মদোষে জন্মভূমে এসে, বিষয়-বিষে অঙ্গ জরজর।
মগ্ন বিপদে, উপায় বলে দে, দুর্গা মা রক্ষিণী রক্ষা কর।
ব্রহ্মরূপা, ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্ম সনাতনী।
ও মা, গৌরীরূপা গিরিপুত্রী, জগৎরূপা জগদ্ধাত্রী
সাবিত্রী গায়ত্রী গীতা, গণেশ-জননী।
অপর্ণা পার্ব্বতী দুর্গা, আপদ-উদ্ধারিণী, ও মা আপদ উদ্ধারিণী,
শুনি, দুরন্ত কৃতান্ত-ভয়ে দুর্গা বই কে রাখতে পারে।
দুর্গে, তোর দুর্গা-নামে দুখ নিবারে ;
তাইতে বিপদকালে ডাকি মা তোরে।
ও মা কৃপা কর কাতরে।
ভ্রমে লোকে ভুলে তত্ত্ব, ভ্রমণ করে নানা তীর্থ,
তব তত্ত্ব ভুলে, ও মা দুর্গা দুর্গা দুর্গা ও মা,

---

* পাঠান্তর—পদের।

জলে কি অনলে বনে, ইন্দ্র যদি বজ্র হানে,
কা চিন্তা মরণে রণে, দুর্গানাম নিলে।
শুনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র অঞ্জলি দেয় চরণ 'পরে।
জগতে আছে বিখ্যাত, বিষ খেয়ে বিশ্বনাথ
ক্ষীরোদ সিন্ধুর কূলে পড়েছিলেন ঢলে ;
দারুণ বিষের জ্বালায় বাঁচল ভোলা
দুর্গামন্ত্র সাধন ক'রে।

পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯১

শঙ্করি, করুণা কর, কিঙ্করে কেন বঞ্চনা !
কামনা পূরাতে কালী, কল্পলতিকা কল্পনা।
অতি অসাধ্য সাধন, বিনাশিতে দশানন,
পূজি জানকী-জীবন, পূরিল মন-বাসনা।
গোকুলে গোপিনী-যত, করে কাত্যায়নী ব্রত,
দিয়ে নারায়ণ ধন, ঘুচালে ব্রজ-ভাবনা।
শুম্ভ নিশুম্ভের রণে, রণশায়ী দৈত্যগণে,
শবেরে শিবত্ব দিলে, নাশিতে যম-যন্ত্রণা॥

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক

১৯২

করুণা, কুরু মে করুণা।
করুণা-দানে করুণাময়ী, কৃপণতা করো না॥
যাত্রা কল্লেম দুর্গা ব'লে, সুযাত্রায় কুযাত্রা ফলে,
তবে তোমায় দুর্গা ব'লে, কেউ আর তারা ডাক্‌বে না।
বেদাগমে এই শুনি, দুর্গে দুর্গতিনাশিনী,
ও মা সিংহলে সিংহবাহিনী, ঘুচাও দাসের যন্ত্রণা।
কালীদহে কাল জলে, কমলে কামিনী হ'লে,
নানা রূপ দেখাইলে, ক'রে কত ছলনা!
দ্বিজ কিশোর তোমার পুত্র, পুত্র বৈ আর নয় মা শত্রু,
ঘুচাও পুত্রের কর্ম্মসূত্র, শত্রু যেন হাসে না॥

কিশোরীমোহন শর্ম্মা

১৯৩

জয়া যোগেন্দ্রজায়া, মহামায়া মহিমা অসীম তোমার।
একবার দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে যে ডাকে মা তোমায়,
তুমি কর তায় ভবসিন্ধু পার।
মা, তাই শুনে এ ভবের কূলে,
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, বিপদকালে,

ডাকি, দুর্গা কোথায় মা, দুর্গা কোথায় মা ;
তবু সন্তানের মুখ চাইলে না মা,
আমায় দয়া কোরলে না মা,
পাষাণে প্রাণ বাঁধলি উমা, মায়ের ধর্ম্ম এই কি মা ?
অতি কুমতি কুপুত্র ব'লে,
আপনিও কুমাতা হ'লে—আমার কপালে !
তোমার জন্ম যেমনি পাষাণ-কুলে,
ধর্ম্ম তেমনি রেখেছ !
দয়াময়ী, আজ আমায় দয়া কোরবে কি মা,
কোন্ কালে বা কারে তুমি দয়া ক'রেছ !
জানি তোমার চরণ সাধন করি
ব্রহ্মা হ'লেন ব্রহ্মচারী—দণ্ডধারী ;
দেখ, সকল ফেলে, ক্ষীরোদজলে ভাসলেন শ্রীহরি।
আবার শূন্য ক'রে সোণার কাশী, ওগো শ্যামা সর্ব্বনাশী,
শিবকে ক'রে শ্মশানবাসী, সন্ন্যাসী তায় সাজিয়েছ।
নাম কেবল করুণাময়ী, করুণা শূন্য হয়েছ।
মা তুমি দক্ষ-রাজকুমারী, দক্ষযজ্ঞে গমন করি.
যজ্ঞেশ্বরী যজ্ঞ হেরি নয়নে ;
শিব বিহনে, শিব অপমানে,
মা সেই অভিমানে,

এমন সাধের যজ্ঞে ভঙ্গ দিলি, দক্ষ রাজায় নিদয় হলি—
আপনি মলি, তারেও মেলি,
পিতার দুঃখ ভাবলি নে।
তখন যার অপমান শুনে কাণে,
প্রাণ ত্যেজেছ বিষাদ মনে—দক্ষ-ভবনে,
আবার আপনি উমা কঠিন প্রাণে
তার বুকে পা দিয়েছ।
তুমি তার' তার' তার', না তার' না তার',
আপনার গুণে তরবো ;
দুর্গা-নাম-তরী, মস্তকেতে করি,
যতন করিয়ে রাখবো ;
আমার অন্তে শমন এলে, অজপা ফুরালে,
দুর্গা দুর্গা ব'লে ডাকবো।
মা, অসাধ্য তোমার সাধন, কোরলে সাধন,
কেবল তার নিধন হ'তে হয়।
একবার তারা ব'লে যে ডেকেছে, সেই ডুবেছে,
তারা তোমার ধারা তো মায়ের ধারা নয়।
মা, রাবণরাজা অন্তিমকালে, রঘুনাথের রণস্থলে,
দুর্গা ব'লে ডেকেছিল বদনে ;
তবু তার পানে ফিরে চাইলি নে, তার দুঃখ ভাবলি নে,

তারে ধ্বংস ক'রে ভগবতী, নিদয় হলি ভক্তের প্রতি,
শেষকালে তার বংশে বাতি দিতেও কারে রাখলি নে।
আগে ছিল না তার কোন শঙ্কা,
বাজাতো জয় কালীর ডঙ্কা—অতি তেজ ডঙ্কা,
আবার ছল ক'রে তার সোণার লঙ্কা
দগ্ধ ক'রে এসেছ।
দয়াময়ী মাগো,
কোন্‌কালে বা কারে তুমি দয়া করেছ ?

এণ্টনি সাহেব

১৯৪

ত্বং নমামি পরাৎপরা পতিতপাবনী।
কাতর কিঙ্করে হের হরমোহিনী।
কঙ্কালী, করুণাময়ী, কুলকুণ্ডলিনী ত্বয়ি,
গিরিজা গণেশ-জননী (মা গো)।
ত্বং হি শক্তি, ত্বং হি মুক্তি, কলুষনাশিনী।
শিবসীমন্তিনী, শিবাকার মঞ্চোপরে,
মহাকাল সন্নিভ্যারে, আনন্দে বিহারিণী।
অভয়া অপরাজিতা কালবারিণী।
অকূল ভবসংসারে, তার তারা কৃপা ক'রে।

গতি নাহি তোমা বিনা আর মাগো।
পদ-তরী দেহ, তরি মহেশমোহিনী।

দর্পনারায়ণ কবিরাজ

১৯৫

বাঞ্ছা-ফলদাত্রী, ভূধাত্রী, ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রী আপনি।
ব্রহ্মরূপিণী, ব্রহ্মার জননী, ব্রহ্মরন্ধ্রবাসিনী।
হয় ব্রহ্মজ্ঞানী যারা সব, তাদের নিরাকার তুমি ব্রহ্ম,
মা তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম, তারা কি মর্ম্ম জানে তার;
হয় যে মন্ত্রে যে জন দীক্ষে, সেই মন্ত্র তারি পক্ষে,
হে দুর্গে আমি এই ভিক্ষে চাই—
যেন ভক্তি থাকে তোমার রাঙ্গা পায়,
আমার মুক্তি-পদেতে কাজ নাই।
আমি শুনেছি শিব-উক্তি, সেবিব শিব-শক্তি,
কোরেছি মনে মনে যুক্তি তাই।
ভবের ভাব্য ধন, শিবের সেব্য চরণ,
যেন জন্ম জন্মান্তরে পাই॥
চন্দনাক্ত রক্তজবা ল'য়ে,
কোরে শ্রীমন্ত্রে অভিষিক্ত, জাহ্নবী জলযুক্ত,
দিব আরক্ত পদদ্বয়ে।

বলে নির্ব্বাণে কি আর হবে, বিজ্ঞান দেহি মা শিবে,
সজ্ঞানে এই ভবে আসি যাই।
ও মা অলসনাশনা, রসনার বাসনা,
ঘোষণায় ঘুষি তব নাম ;
ও মা শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে,
দুর্গা বোলে ডাকি অবিশ্রাম।
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ উপেক্ষ, দুর্গা-নাম উপলক্ষ যার।
নিত্য যেই জন, সত্য আচরণ,
তীর্থ-পর্য্যটন কি কার্য্য তার।
গয়া গঙ্গা ব্রজ বারাণসী,
হয় ভ্রমণে ভ্রমতীর্থ, কাবেরী কুরুক্ষেত্র,
ঐ পদে যত তীর্থরাশি।
স্মরণ করিয়ে তারা, মুদিয়ে নয়নতারা,
বদনে তারা তারা গুণ গাই।

নীলু ঠাকুরের দলে গীত

১৯৬

কি দিয়ে করিব পূজা, কি বল আছে আমার।
তুমি গো অখিলেশ্বরী, সকলি যে মা তোমার ॥

করি নানা আকিঞ্চন, করেছি যে আয়োজন,
দেখছি ভেবে, তাতে আমার নাই ত কোন অধিকার।
(ও মা) যে সকল নিজস্ব ভাবা কেবলি মনের বিকার॥
তোমার বস্তু তোমায় দিয়ে তুষ্ট হ'তে চায় না মন,
তাই মা তারা, ভেবে সারা, কি দিয়ে পূজি শ্রীচরণ!
না—না, ভক্তি আছে আমার, তাই দিব মা উপহার।
প্রার্থনা আর কি করিব, কি চাহিতে কি চাহিব,
কি যে হিত, আর কি সে অহিত, আমি কিবা বুঝি তার।
তুমি মঙ্গলরূপিণী, বিশ্বহিত-বিধায়িনী,
যা ভাল হয়, তাই করো মা, তোমার পদেই দিলাম ভার।
(আর) আমার কথা শুন্‌বে যদি,
তবে ঘুচাও মনের অন্ধকার॥

ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ

১৯৭

আমায় দে মা পাগল ক'রে (ব্রহ্মময়ি)।
আর কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে॥
তোমার প্রেমের সুরা, পানে কর মাতোয়ারা,
ও মা ভক্ত চিত্তহরা, ডুবাও প্রেমসাগরে॥

তোমার এ পাগলাগারদে, কেহ হাসে, কেহ কাঁদে,
কেহ নাচে আনন্দ-ভরে।
ঈশা মুসা শ্রীচৈতন্য, ও মা, প্রেমের ভরে অচৈতন্য,
হায়, কবে হব মা ধন্য; (ও মা) মিশে তার ভিতরে॥
স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেমনি চেলা,
প্রেমের খেলা কে বুঝ্‌তে পারে।
তুই প্রেমে উন্মাদিনী, ও মা পাগলের শিরোমণি,
প্রেমধনে কর মা ধনী, কাঙ্গাল প্রেমদাসেরে॥

অজ্ঞাত

১৯৮

এমন দিন কি হবে তারা,
যবে তারা তারা তারা ব'লে, তারা বেয়ে পড়বে ধারা॥
হৃদি-পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে।
তখন ধরাতলে পড়বো লুটে, তারা ব'লে হব সারা॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ।
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা॥
শ্রীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে।
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির-হরা॥

রামপ্রসাদ সেন

১৯৯

কবে সমাধি হবে শ্যামা-চরণে।

অহং তত্ত্ব দূরে যাবে সংসার-বাসনা সনে।
উপেক্ষিয়ে মহত্তত্ত্ব, ত্যজি চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব,
সর্ব্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব, দেখি আপনে আপনে।
জ্ঞানতত্ত্ব ক্রিয়াতত্ত্বে, পরমাত্মা আত্ম-তত্ত্বে,
তত্ত্ব হবে পরতত্ত্বে, কুণ্ডলিনী জাগরণে।
শীতল হইবে প্রাণ, অপানে পাইব প্রাণ,
সমান উদান ব্যান ঐক্য হবে সংযমনে।
কেবল প্রপঞ্চ পঞ্চ, ভূত পঞ্চময় তঞ্চ।
পঞ্চে পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চ, বঞ্চনা করি কেমনে।
করি শিবা শিবযোগ, বিনাশিবে ভবরোগ,
দূরে যাবে অন্ত ক্ষোভ, ক্ষরিত সুধার সনে।
মূলাধারে বরাসনে, ষড়দল লয়ে জীবনে।
মণিপুরে হুতাশনে, মিলাইবে সমীরণে।
কহে শ্রীনন্দকুমার, ক্ষমা দে হেরি নিস্তার,
পার হবে ব্রহ্মদ্বার, শক্তি-আরাধনে। *

নন্দকুমার রায় (দেওয়ান)

---

* কোনও কোনও সঙ্গীত-পুস্তকে এই গানটি মহারাজ নন্দকুমারের রচিত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

২০০

হবে কবে সেদিন ভবে—
ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মানন্দে বিভোর হৃদয় যবে।
প্রাণ মাতিবে প্রেমরসে, মন চলিবে ভক্তিবশে।
মায়াভ্রান্তি ঘুচে শেষে, পাব বিবেক-বৈভবে॥
নয়নে হেরিব তারা, বদনে বলিব তারা,
নৃসিংহের জীবন-ধারা, তারা মায়ে মিশে যাবে॥

নৃসিংহদাস ভট্টাচার্য্য

২০১

অতি দুরারাধ্যা তারা ত্রিগুণা রজ্জুরূপিণী।
না সরে নিশ্বাস পাশ, বন্ধনে রয়েছে প্রাণী॥
চমকিত কি কুহক, অজিত এ তিন লোক।
অহংবাদী জ্ঞানী দেখে তমোরজোতে ব্যাপিনী।
বৈষ্ণবী মায়াতে মোহ, সচৈতন্য নহে কেহ,
শঙ্কর প্রভৃতি পদ্মযোনি।
দিয়া সত্য জ্ঞানানুবোধ, কর দুর্গে দুর্গতি রোধ,
এবার জনমের শোধ, মা বলে ডাকি জননী॥

কৃষ্ণচন্দ্র রায় (মহারাজা)

২০২

তোমারি অনন্ত মায়া কে জানে !
অনন্ত যাঁহারি অন্ত না পায় ধ্যানে।
বাঙ্মন-অগোচর নিরূপণ নাহি যার,
বোধে না হয় প্রবেশ কেবল অনুমানে।
মা কি তব বিচিত্র মায়া, যার বশে মহামায়া,
পশ্বাদি কীট পতঙ্গ মা ভ্রমে অচেতনে॥
সুরাসুর কিন্নর, গন্ধর্ব্ব অপ্সর নর,
মায়ায় মুগ্ধ চরাচর কেবা সচেতনে॥
আগম স্মৃতি বেদান্ত, সে মর্ম্ম জানিতে ভ্রান্ত,
অচিন্ত্য পরম তত্ত্ব মা অব্যক্ত ভুবনে॥
চিন্ময়ী হয়ে প্রসন্ন, শ্রীশে দে মা চৈতন্য,
যেন মন মগন সদা থাকে শ্রীচরণে।

শ্রীশচন্দ্র রায় (মহারাজা)

২০৩

হয়ে মা তুমি গিরীন্দ্র বালিকা, কোথা হবে মাগো ভুবনপালিকা,
তা না হ'য়ে আজ নৃমুণ্ডমালিকা, বাম করে খর কৃপাণধরা।
কোথা মা মধুর বরণ তোমার, এ যে দেখি ঘন জলদ-আকার,
করাল বদনে বিষম হুঙ্কার, পদ-ভরে করে টলমল ধরা।

ধক্ ধক্ বহ্নি জলিছে নয়নে, ভক্ ভক্ রক্ত ঝরিছে বদনে,
লক্ লক্ জিহ্বা নড়িছে সঘনে, সমরে মেতেছ—
জগতজননি! দেখ একবার, রসাতলে যায় জগত তোমার,
সহে না বাসুকী শ্রীচরণ-ভার, ক্ষান্ত হও মাগো, হয়ো না অধরা।

হরিমোহন রায়

২০৪

বাজ্‌বে গো মহেশের হৃদে, আর নাচিস্ নে ক্ষেপা মাগী।
মরে নাই শিব বেঁচে আছে, যোগে আছে মহাযোগী॥
যে দেখি তোর চরণের জোর, নাচলে শিবের ভাঙ্গবে পাঁজর।
বিষখেকো শিব নয় গো সজোর, তোর লাগি ওর মন বিবাগী॥
খেয়ে গরল হয় নাই মরণ, শিব ছল ক'রে মুদেছে নয়ন।
কপট মরণ কর্‌ছে সাধন, ও চরণ তোর পাবার লাগি॥
ভাঙ খেয়ে ভাঙ্গরের মতি, শিব হ'য়ে আছে শবাকৃতি।
দীন রামপ্রসাদ কয়, এই মিনতি, নেবে নাচ মা শিব-সোহাগী॥

রামপ্রসাদ সেন

২০৫

হৃদয়-রাস-মন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হয়ে।
একবার হ'য়ে বাঁকা, দে মা দেখা,
শ্রীরাধারে বামে লয়ে।

নর-কর কটি বেড়া, খুলে পর মা পীতধড়া,
মাথায় দে মা মোহনচূড়া, চরণে চরণ থুয়ে।
ত্যজি নর-শিরমালা, পর গলে বনমালা,
একবার কালী ছেড়ে হও মা কালা,
ওগো ও পাষাণের মেয়ে।
হৃদ-কমলে কাল শশী, আমি দেখতে বড় ভালবাসি,
একবার ত্যজে অসি, ধর মা বাঁশী,
ভক্ত-বাঞ্ছা পুরাইয়ে॥

অজ্ঞাত

২০৬

যশোদা নাচাতো গো মা ব'লে নীলমণি;
সে বেশ লুকালে কোথা করাল বদনী?
একবার নাচ গো শ্যামা,—
হাসি বাঁশী মিশাইয়া, মুণ্ডমালা ছেড়ে, বনমালা প'রে,
অসি ছেড়ে বাঁশী লয়ে, আড় নয়নে চেয়ে চেয়ে,
গজমতি নাসায় ছলুক;
যশোদার সাজানো বেশে, অলকা-আবৃত মুখে,
অষ্ট নায়িকা, অষ্ট সখী হোক;

যেমন ক'রে রাসমণ্ডলে নেচেছিলি,
হৃদি-বৃন্দাবন-মাঝে, ললিত ত্রিভঙ্গঠামে,
চরণে চরণ দিয়ে, গোপীর মন-ভুলানো বেশে,
তেমনি তেমনি তেমনি করে ;
(দেখে নয়ন সফল করি) বড় সাধ আছে মনে ;
তোর শিব বলরাম হোক, (হেরি নীলিগিরি আর রজতগিরি)
একবার বাজা গো মা—সেই মোহন বেণু,
যে বেণু-রবে ধেনু ফিরাতিস্, যে বেণু-রবে যমুনায় উজান ধরিত ;
বাজুক তোর বেণু বলায়ের শিঙ্গে।
শ্রীদামের সঙ্গে নাচিতে ত্রিভঙ্গে গো মা ;
তা থেইয়া তা থেইয়া, তা তা থেই থেই বাজত নূপুর-ধ্বনি।
শুন্‌তে পেয়ে, আস্‌তো ধেয়ে ব্রজের রমণী ॥ (গো মা)
গগনে বেলা বাড়িত, রাণী ব্যাকুল হইত ;
বলে ধর ধর ধর, ধর রে গোপাল, ক্ষীর সর ননী।
এলাইয়ে চাঁচর কেশ রাণী বেঁধে দিত বেণী ॥

রামপ্রসাদ সেন

২০৭

কর কর নৃত্য নৃত্যকালী, একবার মন-সাধে,
রণক্ষেত্রে—মা! মোর হৃদয়-মাঝে।

দেহের ভেদী ছ-জন কু-জন,
এরা বাদী ভজন-পূজন-কাজে।
জ্ঞান-অসিতে তার কর ছেদন,
নিবেদন—চরণ-সরোজে,
আগে বধ ব্রহ্মময়ি, মোর কুমতি-রক্তবীজে,
ও তোর ভক্ত দাশরথি,
অনুরক্ত হয় ঐ পদাম্বুজে ॥

দাশরথি রায়

২০৮

কর গো দক্ষিণে কালী আমার হৃদয়ে বাস।
চতুর্দ্দলে শম্ভু সহ পূরাও মন অভিলাষ ॥
তুমি ত মা জগদ্ধাত্রী ত্রাণ কর ত্রাণকর্ত্রী,
মুক্তিপদ প্রদায়িনী, ঘুচাও আমার ভবের ত্রাস।
যোগেন্দ্র ফণীন্দ্র ইন্দ্র, ধ্যানে না পায় পূর্ণচন্দ্র,
তা জানিয়ে পদতলে পড়ে আছেন কৃত্তিবাস।
তত্ত্বজ্ঞান হয় না কেন, কুসঙ্গে নবীনের মজিল মন,
ভবদারা ওগো তারা, শ্রীচরণে কর দাস ॥

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

২০৯

শ্মশান ভালবাসিস্ ব'লে, শ্মশান করেছি হৃদি।
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি ব'লে নিরবধি ॥
আর কোন সাধ নাই মা চিতে,
চিতার আগুন জ্বলছে চিতে,
ও মা, চিতা-ভস্ম চারি ভিতে,
রেখেছি মা আসিস্ যদি ॥
মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে, রাখিয়ে মা পদ-তলে,
নেচে আয় মা তালে তালে, হেরি আমি নয়ন মুদি' ॥

রামলাল দাস দত্ত

২১০

নাচ গো আনন্দময়ী মম হৃদয়-মাঝার।
তুমি তো শ্মশানপ্রিয়—শ্মশান হৃদয় আমার ॥
স্বজন-বিয়োগ-চিতে, জ্বলে সদা এই চিতে,
শোক-তাপ-দুখে আছে অবিরত অন্ধকার।
তুমি বিরাজিত যথা, আঁধার থাকে না তথা,
তাই বলি এ শ্মশানে, এস, নাচ একবার ॥

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজা)

২১১

শ্মশান তো ভালবাসিস্ মাগো,
তবে কেন ছেড়ে গেলি ?
এত বড় বিকট শ্মশান এ জগতে কোথা পেলি ?
দেখ্‌সে হেথা কি হয়েছে,
ত্রিশ কোটি শব প'ড়ে আছে,
কত ভূত বেতাল নাচে, রঙ্গে ভঙ্গে করে কেলি !
ভূত পিশাচ তাল বেতাল,
নাচে আর বাজায় গাল,
সঙ্গে ধায় ফেরুপাল, এটা ধরি ওটা ফেলি ।
আয় না হেথা নাচ্‌বি শ্যামা,
শব হবে শিব পা ছুঁয়ে মা,
জগৎ জুড়ে বাজবে দামা,
দেখ্‌বে জগৎ নয়ন মেলি ।

অশ্বিনীকুমার দত্ত

২১২

কোলে তুলে না মা কালী,
কালের কোলে দিস্ নে ফেলে !
বড় জ্বালায় জ্বলছি যে মা,
যেতে দে জয় কালী বোলে ।

কাঁদতে ভবে পাঠিয়েছিলি,
কেঁদে কালী হলাম কালি।
আমার ইহকালের সাধ মিটেছে,
রাখিস্ পায়ে পরকালে ॥

অতুলকৃষ্ণ মিত্র

২১৩

কালী এই করো কাল এলে—
কাল পেয়ে কাল ঘেরবে যখন, দেখা দিও হৃদ-কমলে।
গুরু-দত্ত ধন যেন আমার মন,
শমন দেখে না যায় ভুলে।
তারাদাস বলে, অন্তে গঙ্গাজলে,
জিহ্বা যেন কালী কালী বলে ॥

অজ্ঞাত

২১৪

মনেরি বাসনা শ্যামা, শবাসনা শোন্ মা বলি।
অন্তিমকালে জিহ্বা যেন বল্‌তে পায় মা কালী কালী ॥
হৃদয়-মাঝে উদয় হয়ো মা, যখন করবে অন্তর্জ্জলী।
তখন আমি মনে মনে, তুল্‌ব জবা বনে বনে,
মিশা'য়ে ভক্তি-চন্দনে, পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি ॥

অৰ্দ্ধ-অঙ্গ গঙ্গাজলে, অৰ্দ্ধ-অঙ্গ থাক্‌বে স্থলে,
কেহ বা লিখিবে ভালে, কালী-নামাবলী—
কেহ বা কর্ণকুহরে, বল্‌বে কালী উচ্চৈঃস্বরে,
কেহ বল্‌বে হরে হরে, করে করে দিয়ে তালি ॥

দাশরথি রায়

২১৫

মন যদি মোর ভুলে,
তবে বালির শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে।
এ দেহ আপনার নয় রিপু-সঙ্গে চলে,
আন্ রে ভোলা * জপের মালা, ভাসি গঙ্গাজলে।
ভয় পেয়ে রামকৃষ্ণ ভোলা প্রতি বলে—
আমার ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি থাটো, কি আছে কপালে ॥

রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজা)

---

* মহারাজ রামকৃষ্ণের ভৃত্যের নাম ছিল ভোলা।

মনোদীক্ষা

মনোদীক্ষা

২১৬

কালা-পদ-আকাশেতে মন-ঘুড়িখান্ উড়তে ছিল,
কলুষের কুবাতাস পেয়ে, গোঁত্তা খেয়ে প'ড়ে গেল।
মায়া-কান্না হ'ল ভারি, আর আমি উঠাতে নারি,
দারা-সুত কলের দড়ি, ফাঁসি লেগে সে ফেঁসে গেল।
জ্ঞান-মুণ্ড গ্যাছে ছিঁড়ে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে,
মাথা নেই, সে আর কি উড়ে? সঙ্গের ছ'জন জয়ী হ'লো।
ভক্তি-ডোরে ছিল বাঁধা, খেল্‌তে এসে লাগলো ধাঁধা,
নরেশচন্দ্রের কাঁদা-হাসা, না আসা এক ছিল ভাল।

নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

২১৭

সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না।
ভাল পেয়েছ ভবে কাল-বিছানা॥
এই যে সুখের নিশি, জেনেছ কি ভোর হবে না?
তোমার কোলেতে কামনা-কান্তা, তারে ছেড়ে পাশ ফের না॥

আশার চাদর দিয়াছ গায়, মুখ ঢেকে তাই মুখ খুল না।
আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে, রজক-ঘরে তায় কাচ না॥
খেয়েছ বিষয়-মদ, সে মদের কি ঘোর ঘোচে না।
আছ দিবানিশি মাতাল হয়ে, ভ্রমেও কালী বল না॥
অতি মূঢ় প্রসাদ রে তুই, ঘুমায়ে আশা পূরে না।
তোরি ঘুমে মহা ঘুম আসিবে, ডাকিলে আর চেতন পাবে না॥

রামপ্রসাদ সেন

২১৮

মন, কালে কালে কাল গেল, কাল কবে আসিবে।
কালী ব'লে না ডাকিলে, কাল কিসে জিনিবে॥
মন, তুমি হ'য়ে কাল, খোয়াইলে পরকাল,
আইলে দারুণ কাল, কাল কিসে জিনিবে॥

দ্বিজ কালিদাস

২১৯

বুঝ না মন বুঝাইলে, পরমার্থ না চিন্তিলে,
দিনান্তে মনের ভ্রান্তে, কালী বলে না ডাকিলে।
জঠরস্থ ছিলে যোগী, জন্মমাত্র কর্ম্ম-ভোগী,
শ্যামা-নামামৃত-ত্যাগী, বিষয় সম্ভোগী হ'লে।

অকিঞ্চনের সম্মতি, ত্যজ কামাদি সংহতি,
ছয় জনার ছয় রীতি, সম্প্রতি তোমায় মজালে।
ইন্দ্রিয়-বলে ইন্দ্রত্ব পেয়ে হয়েছ উন্মত্ত,
পড়ে রবে সে ইন্দ্রত্ব, দশেন্দ্রিয় অবশ হ'লে॥

রঘুনাথ রায় (দেওয়ান)

২২০

মন, কি কর তত্ত্ব তারে।
ওরে উন্মত্ত, আঁধার ঘরে॥
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে॥
মন, অগ্রে শশী বশীভূত কর তোমার শক্তি-সারে।
ওরে কোঠার ভিতর চোর-কুঠরী, ভোর হলে সে লুকাবে রে॥
ষড়্‌দর্শনে দর্শন পেলেম না, আগম-নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥
সে ভাব-লোভে পরম যোগী যোগ করে যুগ-যুগান্তরে।
হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে॥
প্রসাদ বলে, মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাড়ি, বুঝ রে মন ঠারে-ঠোরে॥

রামপ্রসাদ সেন

২২১

মন, তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন, তাই চেয়ে দেখলে না॥
ওরে, ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি তাই জান না?
মাটির মূর্ত্তি গড়িয়ে মন করতে চাও তাঁর উপাসনা॥
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোণা।
ওরে, কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয়, দিয়ে ছার
ডাকের গহনা?
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে, কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস্ তাঁয়,
আলোচাল আর বুট-ভিজানা?
জগৎকে পালিছেন যে মা সাদরে তাই কি জান না।
ওরে কেমনে দিতে চাস্ বলি, মেষ মহিষ আর ছাগল-ছানা?
প্রসাদ বলে, ভক্তি-মন্ত্র কেবল রে তাঁর উপাসনা।
তুমি লোক-দেখানো করবে পূজা,
মা তো আমার ঘুঁষ খাবে না॥

রামপ্রসাদ সেন

২২২

নাই মন বিদেশ তোমার, দেখ ত্রিভুবন হয় যে শ্যামার,
জলে স্থলে শূন্যে বনে, শ্যামা মা যে তোমার সনে,
ও তুই রাজার মেয়ের ছেলে হ'য়ে, কি ধার ধারিস রে ভাবনার।
যেখানে সেখানে র'বি, মায়ের অঞ্চল ধ'রে চাবি।
ও তুই যা চাবি তাই খেতে পাবি, ভবানী ভাব আপনার॥

কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়

২২৩

বাসনাতে দাও আগুন জেলে, ক্ষার হবে তার পরিপাটী।
কর মনকে ধোলাই, আপদ বালাই, মনের ময়লা যাবে কাটি ;
কালীদহের জলে চল, সে জলে ধোপ ধরবে ভাল,
(আর) পাপ-কাষ্ঠের আথা জ্বালো, চাপাও রে চৈতন্য-ভাঁটি॥
নীলাম্বর নীত জেনেছে, মনকে আমার বলা মিছে,
মনের পর কি শত্রু আছে, সেত হয়ত সোণা নয় ত মাটি॥

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়

২২৪

মন, হারালে কাজের গোড়া।
তুমি দিবানিশি ভাবছো বসি, কোথায় পাবে টাকার তোড়া॥
চাকি কেবল ফাঁকিমাত্র, শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া।
তুই কাচ-মূল্যে কাঞ্চন বিকালি, ছি ছি মন, তোর কপাল-পোড়া॥

কর্ম্মসূত্রে যা আছে মন, কেবা পাবে তার বাড়া।
মিছে এ দেশ সে দেশ ঘুরে বেড়াও, বিধির লিপি কপাল-যোড়া॥
কাল করিছে হৃদে বাস, বাড়ছে যেন শালের কোঁড়া।
ওরে, সেই কালের কর বিনাশ, ন্যাস ধররে মন্ত্র ষোঢ়া॥
প্রসাদ বলে, মন রে তুমি, পাঁচ সওয়ারের তুর্কী ঘোড়া।
সেই পাঁচের আছে পাঁচাপাঁচী, তোমায় করবে তোলাপাড়া॥

রামপ্রসাদ সেন

২২৫

এমন করে আর কতদিন করবি রে মন আসা যাওয়া।
পঞ্চ ভূতের মধ্যে থেকে, তুই কি হলি ভূতে পাওয়া?
কালী মায়ের চরণ-পানে, একটি দিন হলো না চাওয়া,
যাবি কবে পড়ে র'বে জমিখানি চৌদ্দ পোয়া।
এখনো তোর এই জমিতে সাধন-বীজ হলো না রোয়া;
ক্রমে দেখি গুরু-মন্ত্র লাঙ্গলখানি যায় বা খোয়া।
গমনের দিন আর বাকি নাই, কবে হবে ধরায় শোওয়া।
ওখানেতে চিত্রগুপ্ত বসে আছে মিলিয়ে রেওয়া।
রসিক বলে, সুখের কাল তোর এবার হলো কালে খাওয়া।
এই বেলা মা কালীর কাছে, করে নে রে মুক্তির দাওয়া॥

রসিকচন্দ্র রায়

২২৬

মন, কবে সেবিবে কালী ?
একাল ওকাল সেকাল ব'লে,
সকল কালই গেল চলি ।
তবু বিষয়-মদে মত্ত হ'য়ে তত্ত্ব-জ্ঞান রইলে ভুলি ।
কালাকাল বিচার নাই কালের ;
সদাকাল 'সে' ঘুরছে খালি,
এসে গলায় ফাঁসি, লাগায় কসি,
দয়া নাই দীন-দুঃখী বলি ।
কালে যখন যাবে, কালের ভ্রূকুঞ্চনে জীবন চলি,
তখন রক্ষা কে করিবে মন,
বিনা সেই রক্ষাকালী ।
দেখে নিত্য সব অনিত্য,
তবু নেশায় আছে ঢলি—
হয় না একটু ভ্রূক্ষেপ, ওই তো আক্ষেপ,
নিজের দোষে মজে গেলি ॥

রোহিণীকুমারী বিদ্যাভূষণ

২২৭

তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন, ওরে আমার শুয়াপাখী!
আমারি অন্তরে থেকে, আমাকে দিতেছ ফাঁকি ॥
কালীনাম জপিবার তরে, তোরে রেখেছি পিঞ্জরে পুরে,
মন ও তুই আমাকে বঞ্চনা করে, ঐরি সুখে হলি সুখী ॥
শিব দুর্গা কালী নাম, জপ কর অবিশ্রাম মন!
ও তোর জুড়াবে তাপিত অঙ্গ, একবার শ্যামা বল রে দেখি ॥

রামপ্রসাদ সেন

২২৮

সাধন-রূপ গ্রাবু খেলা এই বেলা মন খেলিয়ে নে রে।
জিত হবে ভবের বাজি, কালী-নামের টেক্কা মেরে।
শ্রদ্ধা নওলা খেলায় দিয়ে, বস্‌বি ভক্তি-গোলাম নিয়ে,
গোলাম দেখে গোলাম হ'য়ে কৃতান্ত কাঁপিবে ডরে।
ভাবের বিন্তি ধরে নিবি, তবেই যমকে ফাঁকি দিবি,
সমাধি-ছক্কা দেখাবি, ছয় রিপুকে ভ্যাস্তা ক'রে।
এম্নি খেলা খেল্‌বি কসে, বেরং যাবে রংয়ে মিশে,
মুক্তি-পঞ্জা ধ'রে শেষে, জয়ী করবি রসিকেরে ॥

রসিকচন্দ্র রায়

২২৯

মন রে কৃষি-কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রলো পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোণা॥
কালীর নামে দেও রে বেড়া, ফসলে তছরুপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর (মন রে আমার) শক্ত বেড়া,
তার কাছেতে যম ঘেঁসে না॥
অদ্য অব্দ-শতান্তে বা, বাজাপ্ত হবে জান না।
এখন আপন ভেবে, (মন রে আমার) যতন করে,
চুটায়ে ফসল কেটে নে না॥
গুরু রোপণ করেছেন বীজ, ভক্তি-বারি তায় সেঁচ না।
ওরে একা যদি না পারিস্ মন, রামপ্রসাদকে ডেকে নে না॥

রামপ্রসাদ সেন

২৩০

এই বেলা মন নে রে ডেকে নীলাঞ্জবরণী মাকে ;
নিলাম নিলাম কচ্ছে শমন, কখন নেবে নিলাম ডেকে।
কাল নিলে নিলামে ডেকে, কার শক্তি কে রাখ্‌বে ডেকে।
ল'য়ে যাবে ডাকে ডাকে, তখন আর কি হবে ডেকে।

জ্ঞাতি বন্ধুগণে ডেকে, কায়াটা কাপড়ে ঢেকে,
কাঁদবে সবে ডেকে ডেকে, সাড়া কেউ পাবে না ডেকে।
চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে, পরমায়ুর মেয়াদ গিয়েছে,
পরোয়ানা দেখ এসেছে, অতএব বলি তোকে॥

প্যারীমোহন কবিরত্ন

২৩১

মন কেন রে ভাবিস্ এত—
যেমন মাতৃহীন বালকের মত।
ভবে এসে ভাবছো ব'সে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত।
ওরে কালের কাল মহাকাল, সে-কাল মায়ের পদানত॥
ফণী হ'য়ে ভেকের ভয়—এ যে বড় অদ্ভুত।
ওরে তুই করিস কি কালের ভয়, হয়ে ব্রহ্মময়ী-সুত॥
এ কি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই, হলি রে পাগলের মত।
ও মন, মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত॥
মিছে কেন ভাব দুঃখে, দুর্গা বল অবিরত।
যেমন 'জাগরণে ভয়ং নাস্তি'—হবে রে তোর তেম্নি মত।
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, মন কর রে মনের মত।
ও মন, গুরুদত্ত তত্ত্ব কর, কি করিবে রবিসুত॥

রামপ্রসাদ সেন

২৩২

মন-সেতারে, বাজা রে তার, তারা তারা বলে।
কাল বন্ধন করিতে তোরে, আসে রজ্জু নিয়ে করে
তোমার দেহরূপী লাউ ছিল, বহুদিনে জীর্ণ হলো,
জ্ঞান-পর্দ্দা ছিন্ন ভিন্ন হলো তোর দোষে।
ভৈরবী বাসিনী ধরে' বসাও পর্দ্দা স্তরে স্তরে,
বাজা রে গৎ মধুর স্বরে, হবে পার ভব-দুস্তরে।
নইলে নিস্তার না দেখি তোর দুস্তর জলধি-নীরে॥
সুতানে গৎ বাজা রে মুক্তকেশীর বাজারে,
ঘেরিতে কাল নাহি সাধ্য মায়ের বাজারে।
মাগো, ভিক্ষে চরণ-ধূলা, দোকানদার আছে ভোলা,
হলো শেষ ভবেরই খেলা, বাঁধ রে নামেরি ভেলা,
নইলে ডুবে মরবে গোবর্দ্ধন ভব-সিন্ধু-নীরে॥

গোবর্দ্ধন চৌধুরী

২৩৩

কালী-কল্পতরু-মূলে মন-পাখী কর্ রে বাসা।
ঘুচিবে ভব-পিপাসা, রবে না আর যাওয়া-আসা।
ক্ষুদ্র উদরেরি তরে, উড়িতেছ শূন্য ভরে,
আধার আধার করে, না পূরে প্রত্যাশা।

এখন উপায় কর, কালী-পদ সার কর,
স্মর সেই মুরহর, সফল হইবে আশা ॥

কালিদাস সরকার

২৩৪

মন, থাক তুমি চুপটি ক'রে।
তোমায় তারা-পাখী দিচ্ছি ধ'রে ॥
চতুর্দ্দলে ফাঁদ পেতে মন, বসে থাক ঘাপ্‌টি মেরে।
কেবল আড়-নয়নে দৃষ্টি রেখো, যেমন আসবে, টানবে জোরে।
হৃদ্-পিঞ্জরে ক'রে ঘেরাও, বলবে সুখে "কালি, তরাও";
সে ত সকল ভাষা বুঝে, আশার মত দিবানিশি পড়ে।
সযতনে ভক্তি-ডোরে, পায়ে ধ'রে বাঁধবে তারে ;
নৈলে একস্থানে থাকে না সে যে,
জলে স্থলে সমান ফেরে ॥

কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়

২৩৫

আয় মন, বেড়াতে যাবি।
কালী-কল্পতরু-তলে গিয়া চারি ফল কুড়ায়ে খাবি ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্ব-কথা তায় সুধাবি ॥

অশুচি শুচিকে ল'য়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতামাতায় তাড়ায়ে দিবি।
যদি মোহ-গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য-খোঁটা ধরে র'বি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ হাড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূরে রইতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান-সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি॥
প্রসাদ বলে, এমন হলে, কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর, মনের মতন মন হবি॥

রামপ্রসাদ সেন

২৩৬

মন পবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে শ্রীদুর্গা বোলে।
মহামন্ত্র যন্ত্র যার, সুবাতাসে বাদাম তুলে॥
মহামন্ত্র কর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল;
সুজন কুজন আছে যারা, তাদের দে রে দাঁড়ে ফেলে॥
কমলাকান্তের নেয়ে, নঙ্গর তোল্ দুর্গা কোয়ে;
পড়িবি তুফানে যখন, সারি গাবি সবাই মিলে॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

২৩৭

শোন্ রে মন তোরে বলি, ভজ কালী,
ইচ্ছা হয় যেই আচারে।
মুখে গুরু-দত্ত মন্ত্র পড়, দিবানিশি কর ধ'রে॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
ওরে নগরে ফির, মনে কর, প্রদক্ষিণ করি শ্যামা মারে॥
যত শোন কর্ণপুটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম শোন রে॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে।
ওরে আহার কর, মনে কর, আহুতি দিই শ্যামা মারে॥

রামপ্রসাদ সেন

২৩৮

পাবি না ক্ষ্যাপা মায়েরে ক্ষ্যাপার মত না ক্ষেপিলে।
শেয়ান পাগল বুচকি আগল কাজ হবে না ওরূপ হলে॥
শুনিস্ নে তুই ভবের কথা, ও যে বন্ধ্যার প্রসব-ব্যথা।
সার করে শ্রীনাথের কথা, চোখের ঠুলি দে না খুলে॥
মায়া মোহ ভোগ তৃষ্ণা দেবে তোরে যত তাড়া।
বোবার মতন থাক্‌বি ব'সে, সে কথায় না দিয়ে সাড়া॥

নিবৃত্তিরে ল'য়ে সাথে ভ্রমণ কর তত্ত্ব-পথে।
নৃত্য কর প্রেমে মেতে সদা কালী কালী ব'লে॥
মজা আছে এ পাগলে, জান্‌বি, আসল পাগল হ'লে।
আয় রে পাগল ছেলে ব'লে, পাগলী মায়ে নেবে কোলে॥
ফুরাবে পাগলের রেলা, ঘুচিবে ত্রিতাপের জ্বালা।
শান্তিধামে করবি লীলা, এ যুক্তি প্রেমিক বলে॥

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

২৩৯

মন, করো না দ্বেষাদ্বেষি,
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী॥
আমি বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোঁজ-তালাসি।
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম—সকল আমার এলোকেশী।
শিব-রূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণ রূপে বাজাও বাঁশী।
ও মা, রাম-রূপে ধর ধনু, কালী-রূপে করে অসি॥
দিগম্বরী দিগম্বর, পিতার চরণবিলাসী।
শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা-গোকুল-নিবাসী॥
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু-সঙ্গে এক বয়সী।
যেমন অনুজ ধানুকী সঙ্গে, জানকী পরম রূপসী॥

প্রসাদ বলে, ব্রহ্ম-নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে—পদে গয়া গঙ্গা কাশী ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৪০

হৃৎ-কমলে চিন্তা কর বরাভয়-কর শিবা।
বৃথা বিষয় ভাবিয়ে, বল তব ফল কিবা ॥
যাঁর কৃপা-কণা-বলে, দুর্লভ জনম লভিলে,
উচিত কি নয় তাঁর ধ্যান করা নিশিদিবা ॥
নিদ্রারূপে যাঁর কোলে, সুখে নিশি পোহাইলে,
চৈতন্য-রূপিণীর কৃপায় পুনঃ প্রাতে চেতন পেলে,
এ হেন পরম ধনে, মানসিক আয়োজনে,
ভক্তি ভাবে দৃঢ় মনে, কর মূঢ় তাঁর সেবা ॥
সমাগত প্রায় শমন, করিবে মহাশয়ন,
আর কি এ দেহে চেতন পেয়ে,
কর্ব্বে তাঁর কীর্ত্তন ॥
বিষয়-মদে সদা মত্ত, দ্বিজ জগদ্বন্ধুর চিত্ত,
কালীনাম কর পথ্য, পুনঃ ভবে না ফিরিবা ॥

জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ

২৪১

ডুব দে মন কালী বলে,
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু-চার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও, কুল কুণ্ডলিনীর কূলে॥
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তি-রূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি করে কুড়ায়ে পাবে, শিব-যুক্তি মতন চাইলে॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার-লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক-হল্‌দি গায় মেখে যাও,
ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে॥
রতন মাণিক্য কত পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে, ঝাঁপ দিলে মন, মিলবে রতন ফলে ফলে॥

রামপ্রসাদ সেন

২৪২

আপনারে আপনি দেখ, যেও না মন, কারু ঘরে।
যা চাবে, এই খানে পাবে, খোঁজ নিজ-অন্তঃপুরে।
পরম ধন পরশমণি—যে অসংখ্য ধন দিতে পারে,
এমন কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ দুয়ারে॥

তীর্থ-গমন দুঃখ-ভ্রমণ, মন, উচাটন হয়ো না রে,
তুমি আনন্দ ত্রিবেণীর স্নানে, শীতল হও না মূলাধারে।
কি দেখ কমলাকান্ত, মিছে বাজি এ সংসারে,
ওরে, বাজিকরে চিন্‌লে না সে, তোমার ঘটে বিরাজ করে॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

২৪৩

দিবানিশি ভাব রে মন, অন্তরে করালবদনা।
নীল কাদম্বিনী রূপ মায়ের, এলোকেশী দিগ্‌বসনা॥
মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে, মন জান না।
সদা পদ্মবনে হংসীরূপে আনন্দরসে মগনা॥
আনন্দে আনন্দময়ী হৃদয়ে কর স্থাপনা।
জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন ব্রহ্মময়ী-রূপ দেখ না॥
প্রসাদ বলে, ভক্তের আশা পূরাইতে অধিক বাসনা।
সাকারে সাযুজ্য হবে, নির্ব্বাণে কি গুণ বল না॥

রামপ্রসাদ সেন

২৪৪

আদর ক'রে হৃদে রাখ, আদরিণী শ্যামা মাকে।
তুমি দেখ, আমি দেখি, আর যেন ভাই, কেউ না দেখে

কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, এস তোমায় আমায় জুড়াই আঁখি।
রসনারে সঙ্গে রাখি,—সেও যেন 'মা' ব'লে ডাকে ॥
অজ্ঞান কুমন্ত্রী দেখ, তারে নিকট হ'তে দিও নাকো ;
জ্ঞানেরে প্রহরী রাখ, খুব যেন সাবধানে থাকে ॥
কমলাকান্তের মন ভাই, আমার এক নিবেদন,
দরিদ্র পাইলে ধন, সেও কি অন্যান্তরে রাখে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

২৪৫

মন-গরীবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজিকরের মেয়ে শ্যামা, যেমনি নাচাও তেম্নি নাচে ॥
তুমি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্ম-কথা বুঝা গেছে।
ও মা, তুমি ক্ষিতি, তুমি জল, ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে ॥
তুমি শক্তি, তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বলেছে।
ও মা, তুমি দুঃখ, তুমিই সুখ, চণ্ডীতে তা লেখা আছে ॥
প্রসাদ বলে, কর্ম্ম-সূত্র, সে সূতার কাটনা কেটেছে।
ও মা, মায়া-সূত্রে বেঁধে জীব, ক্ষেপা ক্ষেপি খেল খেলিছে ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৪৬

মন্-গরীবের কি দোষ আছে, তারে কেন নিন্দা কর মিছে।
বাজিকরের মেয়ে তারে যেমন নাচায় তেম্নি নাচে॥
শুনেছ দীন দয়াময়ী, লোকে বলে বেদে আছে।
আপনাকে যে আপনি ভোলে, পরের বেদন কি তার কাছে॥
আপনি যেমন শঠের মেয়ে, তেমনি সঙ্গ ভাল মিলেছে।
সে লেংটো থাকে, ভস্ম মাখে, লোকে ভাল বলে পাছে॥
তবে যে কমলাকান্ত ও চরণে প্রাণ সঁপেছে—
তাতে ভিন্ন, নাহি অন্য, নৈলে কেন সার করেছে॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

ইচ্ছাময়ী মা

ইচ্ছাময়ী মা

২৪৭

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি,
ভব-সংসার-বাজারের মাঝে।
ঐ যে মন-ঘুড়ি, আশা-বায়ু, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি॥
কাক গণ্ডী মণ্ডী গাঁথা, তাতে পঞ্জরাদি নাড়ি।
ঘুড়ি স্বগুণে নির্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি॥
বিষয়ে মেজেছে মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।
ঘুড়ি লক্ষে দুটা-একটা কাটে, হেসে দেও মা হাত-চাপড়ি॥
প্রসাদ বলে, দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি।
ভব-সংসার-সমুদ্র-পারে, পড়বে যেয়ে তাড়াতাড়ি॥

রামপ্রসাদ সেন

২৪৮

ইচ্ছাময়ী তারা গো, তোর ইচ্ছা কে বুঝিতে পারে।
যখন যারে ইচ্ছা কর, হয় ডুবাও, নয় নে যাও পারে॥
একবার মুখে দুর্গা ব'লে, কালকেতু তোর চরণ পেলে
কেউ বা যোগ-সমাধি-ফলে, পায় না দেখা যুগান্তরে

শ্রীমন্তে কমল বনে দেখা দিয়া দাও শ্মশানে,
আবার দয়া ক'রে পরক্ষণে, চরণে রেখেছ তারে।
তোমার ইচ্ছা জগৎ কল্প, আমার ইচ্ছা অতি অল্প,
শ্রীচরণে দিব তল্প, জীবনের শেষ বাসরে॥

রসিকচন্দ্র রায়

২৪৯

সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর, লোকে বলে করি আমি।
পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি;
কারে দেও মা ইন্দ্রত্ব-পদ, কারে কর অধোগামী;
যে বোল বলাও তুমি, সেই বোল বলি আমি;
তুমি যন্ত্র, তুমি মন্ত্র, তন্ত্রসারের সার তুমি॥*

রামদুলাল নন্দী (দেওয়ান)

২৫০

জগত তোমাতে, তোমারি মায়াতে,
মোহিত জগত-জন।

---

* 'সঙ্গীত-সন্দর্ভ' পুস্তকে এই গানটি কুমার নরচন্দ্রের রচনা বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণের নিকট ইহা রামদুলালের গান বলিয়াই প্রচলিত।

ইচ্ছাময়ী মা

রবি শশী তারা, আজ্ঞাকারী তারা,
সদা নিয়ম করে পালন।
সংসার-খেলনা দারাসুত ল'য়ে,
ভুলায়ে রেখেছ মা মোহিত করিয়ে,
তুমি দিয়েছ যে খেলা, আমি খেলি মা দু বেলা,
তাইতে করি হেলা নিত্যধন।
ইচ্ছাময়ি, তব ইচ্ছায় সব হয়,
কিছুই জানি না মা তব মহিমায়;
তুমি নিয়ে যাও যে পথে, আমি যাই মা সে পথে,
মোহে অন্ধ অনুক্ষণ ॥

অজ্ঞাত

করুণাময়ী মা

O. P. 66—১৪

করুণাময়ী মা

২৫১

মা তোমা নিদয়া ব'লে কোন্ জন নিন্দা করে !
তোমারই করুণামৃতে ভুবন জীবন ধরে।
মাতৃবক্ষে স্তন্য-সিন্ধু তোমারি করুণা-বিন্দু,
অন্নপানে নেহারি তোমারে।
তৃপ্তি-হেতু জল তুমি, বিশ্বাধার তুমি ভূমি,
স্নেহে অঙ্কে ধর চরাচরে।
তনয়-শমন- ভয়নাশী অসি করে রয়,
বরাভয় দুই দক্ষ করে।
অসুরে করিতে মুক্ত, তার কর-শিরোরক্ত
ধর অঙ্গে তার শ্রেয়ঃ তরে।
তাহে সেই ভাগ্যবান্, লভি দৈত্য দিব্যজ্ঞান
অনায়াসে যায় মোক্ষপুরে॥
ভীমকান্ত তব আস্যে বিশ্বব্যাপী অট্টহাস্যে
তা'তেও কৃপা-মাধুরী নিঝরে।

এমন করুণাময়ী কে আছে মা বিশ্বময়ি!
তোমা সম ভুবন-ভিতরে ॥

পঞ্চানন তর্করত্ন

২৫২

বার বার যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা;
সে কেবল দয়া তব, জেনেছি গো দুঃখহরা।
সন্তান-মঙ্গল তরে, জননী তাড়না করে,
তাই বহিতেছি সুখে, শিরে দুঃখের পসরা।
জিনি অমূল্য রতন ব্রহ্মময়ী-নাম-ধন,
তারা ব'লে ডাকি যখন, হই গো আপন-হারা।
তুমি গো দীন-তারিণী, শরণাগতপালিনী,
আমি ঘোর পাতকী বলে, তোমারে হয়েছি হারা।
আমি তব পোষা পাখী, যা শিখাও তাই যে শিখি,
রামে শিখায়েছ তারা বুলি, তাই বলি তারা তারা ॥

রামলাল দাস দত্ত

২৫৩

কে তুমি শিয়রে বসে জাগিতেছ গো জননি!
নিদ্রা নাই কি মা তোর চোখে, ও প্রসন্নবদনি।

সকলেই মা এ জগতে, অচেতন ঘোর নিদ্রাতে,
সুষুপ্ত সন্তানের কাছে, কেন তুই মা একাকিনী।
অধম তনয়ে মা গো, কেন তোর এত করুণা,
সতত নিকটে বসে থাক অকারণে।
বুঝেছি, বুঝেছি আমি, স্বাভাবিক স্নেহবশে,
বিচর মা সদাকাল সন্তান-সাথে আপনি।
বলিহারি দয়া তব, মো সম যে কত সব
অগণ্য তনয়-পাশে জাগিছ একা;
পাষাণ হৃদয় গলে যায় মা স্মরিলে করুণা তব,
করুণার নাহি পার, ওগো সন্তানতোষিণি!

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়

২০৪

কেঁদেছি আপন দোষে, বেজেছে মায়ের প্রাণ।
মা বলে—'আয়রে কোলে', মুখ মুছায়ে কোলে টানে॥
পেয়েছি অভয়ারে, আর কিরে ভয় করি কারে?
মা ব'লে বারে বারে চেয়ে রব চরণ-পানে॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

কালভয়হারিণী মা

কালভয়হারিণী মা

২৫৫

তুই যা রে, কি করিবি শমন, শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি।
মন-বেড়ি তাঁর পায়ে দিয়ে, হৃদ-গারদে বসায়েছি ॥
হৃদিপদ্ম প্রকাশিয়ে, সহস্রারে মন রেখেছি।
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে, আমি আমার প্রাণ সঁপেছি ॥
এমনি করেছি কায়দা, পালাইলে নাইকো ফায়দা।
হামেশা রুজু ভক্তি-প্যায়াদা, দু নয়ন দারোয়ান দিয়েছি ॥
মহাজ্বর হবে জেনে, আগে আমি ঠিক করেছি।
তাই সর্ব্বজ্বরহর লৌহ গুরু-তত্ত্ব পান করেছি ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, তোর জারি ভেঙ্গে দিয়েছি।
মুখে কালী কালী কালী ব'লে, যাত্রা করে বসে আছি ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৫৬

যা রে শমন এবার ফিরি !
এসো না মোর আঙ্গিনাতে দোহাই লাগে ত্রিপুরারি।

যদি কর জোর-জবরি, সাম্‌নে আছে জজ-কাছারি,
আইনের মত রসিদ দিব, জামিন দিব ত্রিপুরারি।
আমি তোমার কি ধার ধারি,
শ্যামা মায়ের খাস তালুকে বসত করি।
বলে মৃজা হুসেন আলী, যা করেন মা জয়কালী,
পুণ্যের ঘরে শূন্য দিয়ে, পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি।

মৃজা হুসেন আলী

২৫৭

আমায় ছুঁয়োনা রে শমন, আমার জাত গিয়েছে ;
যে দিন রসনা আমার কালী বলেছে ॥
আমি ছিলাম গৃহবাসী,
শ্যামা সর্ব্বনাশী আমায় সন্ন্যাসী করেছে ॥
মন রসনায় যুক্তি ক'রে, কালীনামে একটা দল বেঁধেছে ;
ও তাই শুনে রিপু ছয়, পেয়ে ভয়, সেই দিনে ছেড়েছে ॥
একে মরি পুড়ে, তাহে চাক্‌লা জুড়ে,
অনাহুত একটা রব উঠেছে,
সাকিম জামদো, নরচন্দ্র কালীনামে ভেক লয়েছে ॥

নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

২৫৮

ভয় কি শমন তোরে, এলোকেশী শ্মশানবাসী, যার হৃদে
বিরাজ করে ॥
কালী কালী বল্‌বো সদা, পার্ব্বি না তায় দিতে বাধা,
কালীনামে মেরে ডঙ্কা, যমের শঙ্কা রাখবো দূরে।
যমের তলব আসবে যখন, কালী-সহি-চিঠি দেখাব তখন,
চিঠির মর্ম্ম পেলে পরে, আস্তে আস্তে যাবে ফিরে।
দ্বিজ নবীন কালী-পুত্র, মা হয়ে মা হৈও না শত্রু,
মায়ের কোলে থাক্‌বো বসে, ল'য়ে যেতে কেবা পারে ॥

নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

২৫৯

কাল-ভয়ে কি ভয় আছে আমার।
কাল-নিবারিণী কালী হৃদয়ে জাগিছে ॥
পদতলে চিরকাল, পড়ে যার মহাকাল,
কি করিবে তুচ্ছ কাল, কালান্ত কালীর কাছে ॥
শ্যামা-পদে পঞ্চানন ক'রে আত্ম-সমর্পণ,
শমনে জ্ঞান করে তৃণ, মরণে জয় করিয়াছে ॥

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়

২৬০

মা আমার আনন্দময়ী, আমি নিরানন্দে যাব কেনে।
তাঁর আনন্দ-সাগরের জলে ডুবেছি শীতল জেনে ॥
শ্যামা-রূপ (আহা মরি, শ্যামা জলদবরণী রূপে) চক্ষু ভরা,
তাইতে এত বহে ধারা, চিন্‌তে নারি এ সব কারা,
এখন মিশেছে তারা তারার সনে ॥
ভব-বন্ধন সকল বৃথা, যে থাক্‌বার, সে থাকলো হেথা,
চল্লো কেদার মা তারা যেথা, সার কথা শুন রে দক্ষিণে ।*

কেদারনাথ রায়

---

* কথিত আছে, মৃত্যুর পূর্ব্বাবস্থায় কবির চক্ষে জল দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি সমীপস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে পুত্র দক্ষিণারঞ্জনকে উদ্দেশ করিয়া এই গান করিয়াছিলেন।

লীলাময়ী মা

লীলাময়ী মা

২৬১

সাবাস্ মা দক্ষিণা কালী, ভুবন ভেল্কি লাগিয়ে দিলি,
(তোর) ভেল্কির গুটি চরণ দুটি ভবের ভাগ্যে ফেলে দিলি।
এমন বাজিকরের মেয়ে, রাখ্‌লি বাবারে পাগল সাজায়ে,
নিজে গুণময়ী হ'য়ে পুরুষ প্রকৃতি হলি।
মনেতে তাই সন্দ করি, যে চরণ পায়নি ত্রিপুরারি,
প্রসাদ রে সেই চরণ পাবি ? তুইও বুঝি পাগল হলি।

রামপ্রসাদ সেন

২৬২

মন, তুমি কি পাগল হ'লে, নইলে বলবে কেন
মা আমার দাঁড়ায়ে পতির বক্ষঃস্থলে!
পতিনিন্দা শুনে যে মা, প্রাণ ত্যজেছেন যজ্ঞস্থলে,
সেই সতী মা কি রাখতে পারেন, পতিদেবে চরণতলে!
পঞ্চতপা করেছেন মা রাখি যাঁয় সহস্রদলে,
পতির বুকে দাঁড়ায়ে তিনি, বল্‌লে তুমি কিসের বলে॥

মাকে আমার দোষ দিও না, দোষ দাও তাঁর চরণতলে,
যার পরশেতে শব শিব হ'য়ে মায়ের দোষ ঘটালে।
ভাবুক বলে, দোষ নয় রে গুণ সে চরণতলে,
নইলে পিতা শিব নিশিদিন, রাখ্‌বেন কেন হৃদ্‌কমলে।
চরণ বলে, বটে বটে, এ কথা ঠিক নাহি হলো,
যার কপালে আগুন, নাহি কোন গুণ,
মা কেন বল তার কপালে ॥

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়

২৬৩

শিব যদি মা তোমার স্বামী, লোটায় কেন পদতলে ?
বুক পেতে দে ভয়ে ভয়ে, চায় মা তোর মুখমণ্ডলে ?
চরণ দুটি মনোরমা, তাই বুকে কি নেছে শ্যামা।
তোর আবার কি স্বামী ও মা, মা তুমি 'মা' সবাই বলে।
ধরা কাঁপে পদভরে, বাজে নাকি বুকে ধ'রে,
নইলে বল, কেমন ক'রে, শিব ধরেছে হৃদ্‌-কমলে !

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

২৬৪

মা কি শুধুই শিবের সতী !
যারে কালের কাল করে প্রণতি ॥

ন্যাংটা-বেশে শত্রু নাশে, মহাকাল-হৃদয়ে স্থিতি।
বল দেখি মন, সে বা কেমন, নাথের বুকে মারে লাথি ॥
প্রসাদ বলে, মায়ের লীলা সকলই জেনো ডাকাতি।
সাবধানে মন কর যতন, হবে তোমার শুদ্ধমতি ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৬৫

শ্যামা মা কি এক কল করেছে,কালী মা কি এক কল করেছে।
এই চোদ্দ পোয়া কলের ভিতর কত রঙ্গ দেখাতেছে।
আপনি থাকি কলের ভিতরে, কল ঘুরায় ধ'রে কল-ডুরি,
কল বলে আপনি ঘুরি, জানে না কে ঘুরাতেছে।
যে কলে জেনেছে তাঁরে, কল হ'তে আর হবে না তারে।
কোন কলের ভক্তি-ডোরে, আপনি শ্যামা বাঁধা আছে ॥
যতক্ষণ কালী কলে রয়, কলের কল সব স্ববশে রয়।
কমল বলে, কালী গেলে, কেউ না যায় সেই কলের কাছে ॥*

অজ্ঞাত

২৬৬

এ সব ক্ষেপা মায়ের খেলা।
যার মায়ায় ত্রিভুবন বিভোলা ॥

---

* কেহ কেহ বলেন, এই গানটি কমলাকান্তের রচনা; কিন্তু 'কমলাকান্ত-পদাবলী'র মধ্যে ইহা নাই।

O. P. 66—১৫

মাগীর আপ্তভাবে গুপ্ত লীলা—

সে যে আপনি ক্ষেপা, কর্তা ক্ষেপা, ক্ষেপা দুটা চেলা ॥
কি রূপ, কি গুণ ভঙ্গী, কি ভাব, কিছুই যায় না বলা।
যার নাম জপিয়ে কপাল পোড়ে, কণ্ঠে বিষের জ্বালা ॥
সগুণে নির্গুণে বাঁধিয়ে বিবাদ, ঢ্যালা দিয়ে ভাঙ্গছে ঢ্যালা।
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজী, নারাজ কেবল কাজের বেলা ॥
প্রসাদ বলে, থাকো বসে ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা।
যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাবে, ভাঁটিয়ে যাবে ভাঁটার বেলা ॥

রামপ্রসাদ সেন

ব্রহ্মময়ী মা

ব্রহ্মময়ী মা

২৬৭

কে জানে গো কালী কেমন ॥
ষড় দর্শনে না পায় দরশন ॥
কালী পদ্মবনে হংস সনে, হংসীরূপে করে রমণ ॥
তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে সদা যোগী করে মনন।
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥
মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম, অন্য কেবা জানে তেমন ॥
প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু তরণ।
আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না, ধরবে শশী হ'য়ে বামন ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৬৮

কে জানে মা তব তত্ত্ব, মহৎ-তত্ত্ব-প্রসবিনী,
মহতে ত্রিগুণ দিয়া নির্গুণা হলে আপনি।

তুমি চিৎ-অভিমুখী, কার্য্য-হেতু চিৎ-বিমুখী,
চিদানন্দে পিছে রাখি, চিত্তানন্দে উন্মাদিনী।
ত্যজ্য করি নির্ব্বিকারে, মহৎ হ'তে অহঙ্কারে,
সৃষ্টি কর সবিকারে, বিকাররূপিণী,
সেই হতে তিন শক্তি, তিন কার্য্যে এক যুক্তি,
তিনে এক হয়ে মুক্তি রসিকে দিও জননি ॥

রসিকচন্দ্র রায়

২৬৯

ভুবন ভুলাইলি মা, হরমোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে, বীণাবাদ্যবিনোদিনী ॥
শরীর শারীরযন্ত্রে, সুষুম্নাদি ত্রয় তন্ত্রে।
গুণভেদ মহামন্ত্রে, তিন গ্রাম-সঞ্চারিণী ॥
আধারে ভৈরবাকার, ষড়দলে শ্রীরাগ আর।
মনিপুরেতে মহ্লার, বসন্তে হৃৎ-প্রকাশিনী ॥
বিশুদ্ধ হিল্লোল সুরে, কর্ণাটক আজ্ঞাপুরে,
তান লয় মান সুরে, ত্রিসপ্ত সুরভেদিনী ॥
মহামায়া মোহ-পাশে, বদ্ধ কর অনায়াসে।
তত্ত্ব লয়ে তত্ত্বাকাশে স্থির আছে সৌদামিনী ॥

শ্রীনন্দকুমারে কয়, তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়,
তব তত্ত্ব গুণত্রয়, কাকী-মুখ-আচ্ছাদিনী ॥*

নন্দকুমার রায় (মহারাজা)

২৭০

হৃৎ-কমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।
মন-পবনে দুলাইছে দিবস রজনী ও মা ॥
ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা,
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী ও মা ॥
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়,
কাম-আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি ও মা ॥
যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল।
রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমারা বাণী ও মা ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৭১

এবার আমি ভাল ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি ॥

---

* কোনও কোনও সঙ্গীত-পুস্তকে এই গানটি দেওয়ানজির রচনা বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

যে দেশেতে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমার কিবা দিবা, কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি ॥
ঘুম ছুটেছে, আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি ॥
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোণাতে রং ধরায়েছি।
মণি-মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি ॥
প্রসাদ বলে, ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি।
আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম * সব ছেড়েছি ॥

রামপ্রসাদ সেন

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বলিতেন—"এখানে 'ধর্ম্ম' মানে বৈধী ধর্ম্ম। যেমন দান কর্ত্তে হবে, শ্রাদ্ধ, কাঙ্গালীভোজন, এই সব। এই ধর্ম্মকেই বলে কর্ম্মকাণ্ড।"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

গীতাতেও শ্রীভগবান্ ধর্ম্ম-শব্দটি এই অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন—'সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এক আমার শরণ গ্রহণ কর—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" (১৮।৬৬)

মাতৃপূজা

মাতৃপূজা

২৭২

শ্যামাপূজা, কালীপূজা, শক্তিপূজা কথার কথা নয়।
যদি কথার কথা হতো, চিরদিন ভারত শক্তি পূজে,
শক্তিহীন হতো না।
কেবল ডাকের গয়নায়, ঢাকের বাজনায়, শক্তিপূজা হয় না।
এক মনোবিল্বদল, ভক্তি-গঙ্গাজল, শতদল দিলে হয় সাধনা।
(হৃদয়)।
দিলে আতপ অন্ন, কি মিষ্টান্ন, মায়ে তাতে ভোলেন না ;
কেবল জ্ঞান-দীপ জ্বেলে, একান্ত ধূপ দিলে, ব্রহ্মময়ী পূর্ণ
করেন কামনা ? (ওরে)
বনের মহিষ-অজা, মায়ের বাছা, মা সে বলি লন না ;
যদি বলি দিতে আশ, স্বার্থ কর নাশ, বলিদান কর
বিলাস-বাসনা। (ওরে)
কাঙ্গাল কয় কাতরে, জাতি-বিচারে, শক্তিপূজা হয় না ;
সকল বর্ণ এক হয়ে, ডাক মা বলিয়ে, নইলে মায়ের দয়া
কভু হবে না। (ওরে)॥

হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ)

২৭৩

রণবেশে দেখে মাকে যেও না কো ভয়ে স'রে।
অভয় বরদ সুধা এনেছে মা ঝারি ভ'রে॥
হউক না রণ-সাজ, সংসার-সংগ্রামে আজ,
হবে না কি ওতে কাজ, যাতে লোকে বাঁচে ম'রে।
কি যে গুণ ও সুধায়, পেলে বিন্দু সাধনায়,
শান্তি-সিন্ধু উথলায়, নিঝরে পড়ে গো ঝ'রে—
সাধন-সেবায় মে'তে, সাধ যদি সুধা পে'তে,
লহ যেচে হাত পে'তে, মায়ের চরণ ধ'রে॥

বিহারীলাল সরকার

২৭৪

শক্তিমান মহামন্ত্র কর রে আশ্রয়।
শক্তিতে হইলে ভক্তি, মুক্তি হইবে নিশ্চয়॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু লয়কারী, সকলের সংহারী,
মহাকাল ত্রিপুরারি, অন্তেতে শক্তিতে লয়॥
শক্তি পূজা শক্তি ধ্যান, শক্তি জ্ঞান রে শক্তি অজ্ঞান;
শক্তি ভিন্ন নাহি ত্রাণ, শক্তি যোগে কালে জয়।
শুচাশুচি কালাকাল, ত্যজ এই ভ্রমজাল,
উপাসনা সর্ব্বকাল, ভাল মন্দ অনিশ্চয়॥

নাহি তায় নিষেধ-বিধি, অবিধি সেই সুবিধি,
বিধি অপ্রাপ্তে বিধি, শ্যামাচরণ সে চিন্তয় ॥

শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী

২৭৫

ভক্তি ভাবে ডাক্‌লে মায়ে, মা কি ভুলে থাক্‌তে পারে।
মনে প্রাণে ঐক্য হ'য়ে ডেকে দেখ সকাতরে।
ভক্তি-পুষ্প হাতে লয়ে, বিশ্বাস-চন্দন মাখাইয়ে,
বাসনা-নৈবেদ্য দিয়ে, পূজ পঞ্চ উপচারে।
জ্ঞান-দীপ জ্বালাইয়ে, কুচিন্তা-ধূপ পোড়াইয়ে,
ধ্যানযোগে মগ্ন হ'য়ে, ভাব সেই শ্যামা মারে।
ষড় রিপুরে দেহ বলি, ঘুচে যাবে মনের কালি,
তখন নিজ-গুণে মুণ্ডমালী, উদয় হবেন কৃপা ক'রে।
পুলিনের এই নিবেদন, এই রূপেতে করলে পূজন,
পাবে মায়ের রাঙ্গা চরণ, মনের ধাঁধাঁ যাবে দূরে ॥

পুলিনবিহারী লাল

২৭৬

জেনেছি জেনেছি তারা, তুমি জান ভোজের বাজি,
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে, তাতে তুমি হও মা রাজী।

মগে বলে ফরাতারা, গড্ বলে ফিরিঙ্গী যারা মা,
খোদা ব'লে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়েদ কাজী।
শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি মা,
সৌরী বলে সূর্য্য তুমি, বৈরাগী কয় রাধিকাজি।
গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ বলে তুমি ধনেশ মা,
শিল্পী বলে বিশ্বকর্ম্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি।
শ্রীরামদুলাল বলে, বাজি নয় এ জেনো ফলে,
এক ব্রহ্ম, দ্বিধা ভেবে মন আমার হয়েছে পাজি॥

রামদুলাল নন্দী (দেওয়ান)

সাধন-শক্তি

সাধন-শক্তি

২৭৭

হেলায় আমি যাব ত'রে,—মা গো,
তোমার ভক্তির ভেলা দৃঢ় ধ'রে।
আমার ভাঙ্গা হালে, ছেঁড়া পালে,
ভয় করি না এ দুস্তরে।
আমি তরঙ্গের সঙ্গে সুখে,
ভাস্‌বো তোমার কৃপা স্মরে।
যদি হাবুডুবু খাই গো কখন,
ডাক্‌ব তোমায় উচ্চৈঃস্বরে।
তখন দেখা দিও—দয়াময়ি,
দেখ্‌ব তোমায় আঁখি ভ'রে॥

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

২৭৮

এবার আমি বুঝ্‌ব হরে।
মায়ের ধরব চরণ লব জোরে॥
ভোলানাথের ভুল ধরেছি—বলবো এবার যারে তারে।

সে যে পিতা হ'য়ে মায়ের চরণ হৃদে ধরে কোন্ বিচারে ?
পিতা পুত্রে একক্ষেত্রে দেখা মাত্রে বলবো তারে,—
ভোলা মায়ের চরণ ক'রে হরণ, মিছে মরণ দেখায় কারে।
মায়ের ধন সন্তানে পায়, সে ধন নিলে কোন্ বিচারে ?
ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে, চরণ ছেড়ে দিক আমারে ॥
শিবের দোষ বলি যদি, বাজে আপন গা'র উপরে
রামপ্রসাদ বলে, ভয় করি নে, মার অভয় চরণের জোরে ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৭৯

আর ভুলালে ভুলবো না গো।
আমি অভয় পদ সার করেছি, ভয়ে হেল্‌বো দুল্‌বো না গো ॥
বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে উল্‌বো না গো।
সুখ দুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুন তুলবো না গো ॥
ধন-লোভে মত্ত হয়ে, দ্বারে দ্বারে বুলবো না গো।
আশা-বায়ুগ্রস্ত হয়ে, মনের কথা খুলবো না গো ॥
মায়া-পাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের গাছে ঝুলবো না গো।
রামপ্রসাদ বলে, দুধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুলবো না গো ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৮০

আমি কি আটাশে ছেলে ?
ভয়ে ভুলব না কো চোখ রাঙ্গালে ॥
সম্পদ আমার ও রাঙ্গা পদ, শিব ধরে যা' হৃদ্-কমলে।
ও মা, আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে ॥
শিবের দলিল সই মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে।
এবার করবো নালিশ নাথের আগে, ডিক্রী লব এক
সওয়ালে ॥
জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে।
যখন গুরুদত্ত দস্তাবেজ, গুজরাইব মিছিল কালে ॥
মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব, যখন আমায় শান্ত ক'রে লবে কোলে ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৮১

আমি নই তোর ও রূপ ছেলে।
আমি ভয় করি নে রাগ করিলে ॥
ভবের ঘাটে আনিয়ে, দিচ্ছো আমায় স্রোতে ফেলে।
আমি হাবু ডুবু খেয়ে মরি, কর্ণধারের বাক্য ভুলে।

মায়ে পোয়ে বিবাদ যে মা, ত্রাহি মা গুরুদাস বলে।
আমি ধরেছি ছাড়িব না চরণ, যাব না বিমাতার কোলে ॥

গুরুদাস চক্রবর্ত্তী

২৮২

ফাঁকি দিবে কি আমারে? (ও মা ভেবেছ কি তুমি)
আমি সিদ্ধ সেবায় বদ্ধ আছি, অসিদ্ধ কে করে?
জান ভাল সারতে পরে, না জান মা আপ্ত সারে।
আমি মূল ধ'রে টান্ দিব যখন, থাকবে কেমন ক'রে?
ঐ পদে জোর ক'রে ফিরি, থাকি জোরে জোরে।
জানি মুক্ত হওয়া সহজ কথা, আর কি দিবে মোরে ॥
প্রসাদ বলে, হৃদ্-কমলে বেঁধেছি তোমারে।
তুমি ছাড়াও দেখি, পার কেমন রামপ্রসাদের গিরে ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৮৩

আয় মা সাধন সমরে,
দেখবো, মা হারে কি পুত্র হারে!
আরোহণ করিয়ে কালী-সাধন-রথে,
তপ জপ দুটা অশ্ব যুতে তা'তে,
দিয়ে জ্ঞান-ধনুকে টান, ভক্তি-ব্রহ্ম-বাণ বসেছি ধরে ॥

মা, দেখবো তোমায় রণে, শঙ্কা কি মরণে,
ডঙ্কা মেরে লব মুক্তি-ধন।
তাতে রসনা ঝঙ্কারে, কালী নাম হুঙ্কারে,
কার সাধ্য আমার রণে র'ন।
বারে বারে রণে তুমি দৈত্যজয়ী,
এই বার আমার রণে এসো ব্রহ্মময়ী,
ভক্ত রসিকচন্দ্র বলে, মা তোমারি বলে,
জিন্‌বো তোমারে ॥

রসিকচন্দ্র রায়

২৮৪

এবার কালী তোমায় খাব,
খাব খাব গো দীন দয়াময়ী,
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার ॥
গণ্ডযোগে জনমিলে, সে হয় যে মা-খেকো ছেলে।
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, দুটার একটা করে যাব ॥
ডাকিনী যোগিনী দিয়ে, তরকারী বানায়ে খাব।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অম্বলে সম্ভার চড়াব ॥
হাতে কালি মুখে কালি, সর্ব্বাঙ্গে কালি মাখিব।
যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে, সেই কালি তার মুখে দিব ॥

খাব খাব বলি মা গো, উদরস্থ না করিব।
এই হৃদি-পদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব ॥
যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা যাব,
আমার ভয় কি তাতে, কালী ব'লে, কালেরে কলা দেখাব।
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, ভাল মতে তাই জানাব,
তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাইব ॥

রামপ্রসাদ সেন

নাম-মহিমা

নাম-মহিমা

২৮৫

কে জানিবে তারা-নাম-মহিমা গো।
ভীম ভ'জে নাম ভীমা গো ॥
আগমে নিগমে, পুরাণ নিয়মে, শিব দিতে নারে সীমা গো।
ধর্ম্ম অর্থ কাম, মোক্ষধাম নাম শিবের সেই সে অণিমা গো ॥
নিলে তারা-নাম, তরে পরিণাম, নাশে কলির কালিমা গো।
ভারত কাতর, কহে নিরন্তর, কি কর কৃপাবক্রিমা গো ॥

ভারতচন্দ্র রায়

২৮৬

দুর্গা নামে রয় না জীবের ভয় ভাবনা।
ভয় ভাবনা যম-যাতনা রয় না, ও নাম নাও রসনা।
নন্দী বলে, আমার শম্ভু যেন রজতগিরি,
জয়া বলে, গৌরী আমার স্থবর্ণ-বল্লরী, রূপে জগৎ আলো।
নন্দী বলে, আমার প্রভুর শিরে কালফণী,
জয়া বলে, মার নূপুরে ফণীর মাথার মণি,
শোভা বলবো কত।

নন্দী বলে, আমার শিবের ভস্ম গায়ে মাথা,
জয়া বলে, পাবে ব'লে আমার মায়ের দেখা,
ভোলা তাই উদাসী।

নন্দী বলে, শোভা পঞ্চ বদনমণ্ডলে,
জয়া বলে, দুর্গানামের গুণ গাইবে ব'লে, পাগল পঞ্চানন।
নন্দী বলে, আমার প্রভু জগতের পতি,
জয়া বলে, জগৎপতির মা আমার প্রসূতি,
আত্মাশক্তি যে মা।

নন্দী বলে, রুদ্র আমার মহাত্রিশূলধারী,
জয়া বলে, ধরবে ব'লে মায়ের কাশীপুরী,
নৈলে থাকবে কোথা!

নন্দী বলে, আমার প্রভু সংসার সংহারে,
জয়া বলে, প্রকৃতি মা'র আজ্ঞা-অনুসারে,
শিব কর্ব্বে বা কি!

নন্দী বলে, আমার শিবের কুবের ভাণ্ডারী
জয়া বলে, মা'র দ্বারেতে সেই শিব ভিখারী,
অন্নপূর্ণা যে মা।

নন্দী বলে, আমার শম্ভু গরল খেয়েছিল,
জয়া বলে, দুর্গানামের গুণে বেঁচে গেল, নীলকণ্ঠ তোদের।

নন্দী বলে, মহাকাল প্রভু যে আমার,
জয়া বলে, মহাকালী বুকের উপর তার,
শিব শবের আকার।
নন্দী বলে, শিব আমার শব কেন হইল,
জয়া বলে, মা যে শিবের শক্তি হ'রে নিল,
ইকার থাকলো না যে।
জয়ার কথা শুনে নন্দী স্তব্ধ হ'য়ে রয়,
পরিব্রাজক বলে, গাও সকলে দুর্গানামের জয়,
—যাবে রোগ শোক ভয়॥

পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (কৃষ্ণানন্দ স্বামী)

২৮৭

জানি না কি ব'লে ডাকি তোরে, (শ্যামা মা)
কখন শঙ্কর বামে, কভু হর-হৃদি পরে।
কখন বিশ্ব-জননী পঞ্চভূত-নিবাসিনী।
কভু কুলকুণ্ডলিনী সহস্রদল পদ্ম পরে।
কখন বিশ্বরূপিণী, কভু শ্যামা (হও মা) উলঙ্গিনী,
কখন শ্যাম-সোহাগিনী, কভু রাধার পায়ে ধরে।

যে যা বলে শুনব না মা, মা-নামের আর নাই তুলনা ;
তাই ডাকি মা, ব'লে 'মা' 'মা', তোর অভয়-পদ পাবার তরে ॥

অজ্ঞাত

২৮৮

কালী কালী বল রসনা রে।
ও মন, ষটচক্র-রথ-মধ্যে শ্যামা মা মোর বিরাজ করে ॥
তিনটে কাছি কাছাকাছি, যুক্ত বাঁধা মূলাধারে।
পাঁচ ক্ষমতায় সারথি তায়, রথ চালায় দেশ-দেশান্তরে ॥
জুড়ি ঘোড়া দৌড় কুচে, দিনেতে দশ কুশী মারে।
সে যে সময়-শির নাড়িতে নারে, কলে বিকল হলে পরে ॥
তীর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন করো না রে।
ও মন-ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্তঃপুরে ॥
পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে গেলে, ফেলে রাখবে প্রসাদেরে।
ও মন, এই ত সময়, মিছে কাল যায়, যত ডাকতে পার
দু অক্ষরে ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৮৯

আর কি তারা ভয় বিপদে,
আমি নাম নিয়ে তোর ঝাঁপ দিয়েছি দুর্গম দুঃখেরি হ্রদে।

নামেতে হৃদয় মত্ত, দেহ পদে সমর্পিত,
দুঃখ তোর ভাণ্ডারে কত, দে গো মা মনেরি সাধে ॥
কালী-নাম সার করি, সায়েরে ভাসাইলাম,
যা করাও মা তাই করি, তুচ্ছ এই বিষয়-সম্পদ।
সলিলে যে ঘর করেছে, শিশিরে তার কি ভয় আছে,
বিষয়-সুখ সব ত্যাগ হয়েছে, কালী-রূপ লেগেছে হৃদে ॥

ঈশ্বরচন্দ্র দাস

২৯০

ও মা কালী মুণ্ডমালী, আমায় কি ভাব দেখাইলি।
'মা' বল্‌তে মা শিখাইয়ে, 'মা' বল্‌তে মা মাতিয়ে দিলি ॥
এমন সুধাভরা নামটি তোমার বল্ মা তারা কোথায় পেলি।
ভবের লোকে আমায় দেখে প্রেমিক পাগল বলে খালি।
ঘরে স্বজন আছে য-জন, তারাই আবার দেবে গালি ॥
তা ব'লে কি ও মা শ্যামা তাদের কথায় কি আমি টলি।
যে যা খুসি বলে বলুক, আমি সদাই বল্‌ব কালী ॥
মান অপমান সবই সমান মায়ায় দিয়ে জলাঞ্জলি।
সার করেছি রাঙ্গা চরণ ভবের কথায় আর কি ভুলি ॥

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

২৯১

মা হরারাধ্যা তারা তোমার নাম,
মোক্ষধাম তন্ত্রে শুন্‌তে পাই।
তাইতে তারা, তোমায় তারা, তারা তারা তারা বোলে
ডাক্‌ছি মা সদাই।
তুমি তারা, ত্বং ত্রিগুণধরা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তারা,
তোমায় ধরা, সেত' বিষম দায়।
তারা গো মা, কেবল ভক্তির ফল সাধনার ফলে,
ডাকি দুর্গা দুর্গা বোলে;
ধরেছিল ব্যাধের ছেলে, কালকেতু তোমায়।
এবার বেঁধেছি মন আঁটাআঁটি, কোরেছি মন খুব খাঁটি,
তারা গো মা, এবার ধরেছি পাষাণের বেটি,
আর পালাতে পারবি নে।
তারা গো, আজ তারা-ধরা ফাঁদ পেতেছি মা, হৃদয়-কাননে।
আমায় বোলেছে সেই মহাকাল,
আছে গুরু মহাযন্ত্র-জাল,
সাধনপথে সেই জাল পেতে থাকবো কিছু কাল—
এখন ভক্তি-ডোর কোরেছি হাতে,
তারা যদি যাস্‌ সে পথে,

ধোরবো মা তোর হাতেনতে, বাঁধবো দুটি চরণে।
মন-কারাগারে তোমায় রাখবো মা অতি যতনে।
তোমায় লোকে দেয় নানা পূজা, ষোড়শোপচারে পূজা,
তেমন পূজা কোথা পাব বল,
তারা গো মা, কেবল গঙ্গাজল অঞ্জলি কোরে,
মানসে নৈবেদ্য কোরে, দিব মা তোর চরণ ধোরে,
নির্ম্মল গঙ্গাজল।
আমি কোথা পাব অন্য বলি, মহিষাদি অজা বলি,
দিব ছয় রিপুকে নরবলি, দুর্গা বোলে বদনে।

মা, এবার পালাবার পথ তোমার নাই,
উপায় নাই, সন্ধান নাই।

তারা ধোরবো বোলে তারা, মুদিয়ে পাপ চক্ষের তারা,
রেখেছি জ্ঞান-চক্ষের তারা প্রহরী সদাই।

মা কে জানে তোমার লীলে,
কি ছলে কোন্ ভাবেতে রও;
কোরে যতন বহু যতন,
ধন-ধান্য নানা রতন, দিলেও তুষ্ট নও;
তোমায় রাবণ সেই লঙ্কাপুরে, অতি যত্নে যত্ন কোরে,
পূজা কোরে সবংশেতে যায়।

তারা গো, আবার শ্রীমন্তে প্রসন্ন হোয়ে,
বিনা পূজায় আপনি গিয়ে, মশানেতে অভয় দিয়ে,
রক্ষা করলি তায়।
এখন পরমার্থ পরম ধনে, আছিস্ মা তুই পরমধনে,
তারা গো, তোমায় যে ভজেছে, সেই পেয়েছে,
ব্যাস লিখেছেন পুরাণে ॥

নীলমণি পাটনীর দলে গীত

২৯২

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী ব'লে আমার অজপা যদি ফুরায় ॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে, কভু সন্ধি নাহি পায় ॥
দান ব্রত যজ্ঞ আদি, আর কিছু না মনে লয়।
মদনের যাগ যজ্ঞ—ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায় ॥
কালী নামের এত গুণ কেবা জান্‌তে পারে তায়।
দেবাদিদেব মহাদেব যাঁর পঞ্চমুখে গুণ গায় ॥

মদন মাষ্টার

২৯৩

'জয় কালী' 'জয় কালী' ব'লে যদি আমার প্রাণ যায়,
শিবত্ব হইব প্রাপ্ত, কাজ কি বারাণসী তায়।
অনন্তরূপিণী কালী, কালীর অন্ত কেবা পায়?
কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য জেনে শিব পড়েছেন রাঙ্গা পায়॥

রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজা)

চরণ-তীর্থ

চরণ-তীর্থ

২৯৪

ডুবে সেই সে পরমানন্দ, যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে।
সে যে না যায় তীর্থ-পর্য্যটনে, কালী-কথা বিনা না শুনে কাণে,
সন্ধ্যা পূজা কিছু না মানে,
যা করেন কালী ভাবে সে মনে।॥
যে জন কালীর চরণ করেছে স্থূল,
সহজে হয়েছে বিষয়ে ভুল, ভবার্ণবে পাবে সে কূল,
বল সে মূল হারাবে কেমনে।
রামকৃষ্ণ কয়, তেমনি জনে, লোকের নিন্দা শুনিবে কেনে,
আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে,
কালী-নামামৃত পীযূষ পানে॥

রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজা)

২৯৫

যে ভাবে তারা-পদ, ঘটে কি তার আপদ,
সে পদ ব্রহ্মপদ, মুক্তিপদ-প্রদায়িনী।

কি আর করিবে কালে, মহাকাল যাঁর পদতলে,
ডাকিলে 'জয় কালী' ব'লে, কাল ভয়ে পলায় অমনি।
মায়ের মায়া অনন্ত, অনন্ত না পায় অন্ত,
কালহরা কালীমন্ত্র তারিণী ত্রিগুণধারিণী।
মা আমার দক্ষিণে কালী, কখন বা হন করালী,
কখন হন বনমালী, কভু রাধা মন্দাকিনী॥

দাশরথি রায়

২৯৬

আর কাজ কি আমার কাশী?
মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়া গঙ্গা বারাণসী॥
হৃৎ-কমলে ধ্যান-কালে আনন্দ-সাগরে ভাসি।
ওরে কালীর পদ-কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি॥
কালী-নামে পাপ কোথা—মাথা নাই তার মাথা-ব্যথা।
ওরে, অনলে দাহন যথা হয় রে তুলারাশি॥
গয়ায় করে পিণ্ডদান, বলে পিতৃঋণে পাবে ত্রাণ।
ওরে, যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি॥
কাশীতে মোলেই মুক্তি—এ বটে শিবের উক্তি।
ওরে, সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী॥

নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল।
ওরে, চিনি হওয়া ভাল নয়, মন, চিনি খেতে ভালবাসি।
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে—
ওরে, চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাবিলে রে এলোকেশী ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৯৭

তীর্থে কি হইবে ফল ভোলা মন তোর ভ্রান্তি কেনে।
কোটিকল্প তীর্থের ফল শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে ॥
জ্ঞান-গঙ্গাতে কর স্নান, দেহ-কাশী কর ধ্যান,
বিশ্বসংসার-তারিণী আত্মারূপ ভাব মনে।
যোড়শদল উপরে, বিশ্বেশ্বর বিরাজ করে,
মূলাধার হ'তে তারা, হের সহস্রার পানে ॥

ঈশ্বরচন্দ্র দাস

২৯৮

কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী।
কালীর চরণে কৈবল্য রাশি ॥

সার্দ্ধ ত্রিশ কোটি তীর্থ মায়ের ও চরণবাসী।
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হয়ে কাশীবাসী ?
হৃৎ-কমলে ভাব বসে চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবানিশি ॥

রামপ্রসাদ সেন

সমাপ্ত

পাঠান্তর

[প্রয়োজন-বোধে কয়েকটি সঙ্গীতের স্থল-বিশেষের পাঠান্তর নিম্নে প্রদত্ত হইল।]

পাঠ	পাঠান্তর	গীত-সংখ্যা	পঙ্‌ক্তি
স্বপ্নে হা দেখিছি	স্বপ্নে যা দেখেছি	১	৩
চমকে অরূপ রাশি	চমকে ও রূপরাশি	১০৮	১
সপ্তবিংশ নয়নী	সপ্তবিংশ প্রিয় নয়নী	১২৭	৫
সদানন্দ সদা খুসী	সদানন্দ সদা সুখী	১২৯	১০
সরসে ভাসিছে	সরসে ভাবিছে	১৩৯	১৩
মনেরি আঁখ ঠারি	মনেরে আঁখ ঠারি	১৫২	১১
ব্রহ্মরন্ধ্র যায় যেন ফেটে।	যেন ব্রহ্মরন্ধ্র যায় গো ফেটে।	১৫৯	১১
দুখে দুখে জন্ম গেল, আর কত দুখ দেও, দেখি তাই।	ভবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই।	১৭১	২
জীবনে জীবন নাহি হয় রক্ষে, তবে তরি, চরণ-তরী দিলে ক্ষেমঙ্করি, করি ক্ষমা	জীবনে জীবন কেমনে হয় মা রক্ষে, আছি তোর অপিক্ষে, দে মা মুক্তি ভিক্ষে কটাক্ষেতে ক'রে পার।	১৮৫	১১ ও ১২
তারা বেয়ে পড়বে	দু নয়নে পড়বে	১৯৮	২

পাঠ	পাঠান্তর	গীত-সংখ্যা	পঙ্‌ক্তি
কপট মরণ	ফাঁকির মরণ	২০৪	৬
তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে	মূলাধারে সহস্রারে	২৬৭	৪
গুণভেদ মহামন্ত্রে, তিন গ্রাম সঞ্চারিণী।	গুণভেদে মহামন্ত্রে, গুণত্রয় বিভাগিনী।	২৬৯	৪
আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেড়েছি।	এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম্মকর্ম্ম সব ছেড়েছি।	২৭১	১০

অতিরিক্ত পাঠ

১৪৯ সংখ্যক সঙ্গীতের শেষে এই দুই ছত্র—

"হদ্দ হলো চোদ্দ পোয়া, বদ্ধ পথে যায় না যাওয়া।
রামপ্রসাদের বুদ্ধিদোষে পেকেও ফিরে কেঁচে এলো॥"

কোনও কোনও সঙ্গীত-পুস্তকে দৃষ্ট হয়।

গীত-রচয়িতাদিগের নাম-তালিকা *

[অকারাদি-ক্রমে]

[কোন্ সংখ্যার গান কাহার রচিত, তাহা রচয়িতার নামের পার্শ্বে উল্লিখিত হইল।]

অ

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ২৫।

অতুলকৃষ্ণ মিত্র ২১২।

অম্বিকাচরণ গুপ্ত ৬৬।

অশ্বিনীকুমার দত্ত ২১১।

ঈ

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৪, ১৬, ১৮, ৩৫, ১৩২।

ঈশ্বরচন্দ্র দাস ২৮৯, ২৯৭।

উ

উদয়চাঁদ বৈরাগী ৫৫।

---

* এই ১০৮ জনের গীত ছাড়া এই গ্রন্থে আরও এমন ১৩টি গান আছে, যেগুলির রচয়িতার নাম জানিতে পারি নাই।

এ

ক

গীত-রচয়িতাদিগের নাম-তালিকা

ত

দ

ন

প

ব

ভ

ম

য

র

O. P. 66—১৮

শ

হ

গ্রন্থ-পঞ্জী

(বর্ণানুক্রমিক)

১। আগমনী (গীতাভিনয়)—হরিশচন্দ্র মিত্র প্রণীত।

২। আব্দুল কালী-কীর্ত্তন (১ম ও ২য় ভাগ)—মহেন্দ্র-নাথ ভট্টাচার্য্য কবিরত্ন বিরচিত।

৩। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী (১ম ও ২য় খণ্ড)—মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত-সম্পাদিত।

৪। কমলাকান্ত পদাবলী—শ্রীকান্ত মল্লিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৫। গান (দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস)—বিহারীলাল সরকার-প্রণীত।

৬। গিরিশ-গীতাবলী—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত।

৭। গীতমালা (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ)—বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় গ্রথিত।

৮। গীতরত্নগ্রন্থ—রামনিধি গুপ্ত প্রণীত।

৯। গীতাবলী—প্যারীমোহন কবিরত্ন-বিরচিত।

১০। গীতি-লহরী (কালী মির্জার গীতাবলী সংগ্রহ)।

১১। গুপ্ত রত্নোদ্ধার বা প্রাচীন কবি-সঙ্গীত সংগ্রহ—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

১২। গৌরী-গীতিকা—ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩। জন্মভূমি (মাসিক পত্রিকা—১৩০০)।

১৪। তারিণী-তত্ত্ব-সঙ্গীত—তারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী-বিরচিত।

১৫। দাশরথি রায়ের পাঁচালী—হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

১৬। দুর্গোৎসব-তত্ত্ব—অশ্বিনীকুমার দত্ত-বিবৃত।

১৭। নীলকণ্ঠ পদাবলী—নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

১৮। পাঁচালী (রসিকচন্দ্র রায় প্রণীত)—শরৎচন্দ্র সোম কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৯। প্রসাদ-প্রসঙ্গ—দয়ালচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

২০। প্রাচীন ওস্তাদী কবির গান—মনুলাল মিশ্র কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

২১। প্রাচীন কবি-সংগ্রহ।

২২। বঙ্গভাষার লেখক—হরিমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত।

২৩। বঙ্গীয় সঙ্গীত রত্নমালা—আশুতোষ ঘোষাল কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

২৪। বাঙ্গালীর গান—দুর্গাদাস লাহিড়ী-সম্পাদিত।

২৫। বিজয়া (মাসিক পত্রিকা ১৩২১)।

২৬। বিবিধ ধর্ম্ম সঙ্গীত—প্রসন্নকুমার সেন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

২৭। ব্রজ রায়ের পাঁচালী—দুর্গাদাস লাহিড়ী-সম্পাদিত।

২৮। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—বিহারীলাল সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২৯। মনোমোহন গীতাবলী—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

৩০। রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতি কবিওয়ালাদের গীত-সংগ্রহ।

৩১। শ্যামা-সঙ্গীত—রসিকচন্দ্র রায়-প্রণীত।

৩২। শ্রীধর কথক—‘বঙ্গবাসী’ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

৩৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ)—শ্রীম-লিখিত।

৩৪। সঙ্গীতকোষ।

৩৫। সঙ্গীত-মুক্তাবলী—নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৩৬। সঙ্গীত সন্দর্ভ—নীলমণি মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

৩৭। সঙ্গীতানন্দ লহরী—মাধবচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৩৮। সাধারণী (সাপ্তাহিক পত্রিকা—১২৮১)

৩৯। সাহিত্য (মাসিক পত্র—১৩০০)।

৪০। সৌরভ (মাসিক পত্র—১৩৪৫)।

৪১। হরিমোহন রায়ের সঙ্গীত-সংগ্রহ।